Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের ফাজায়েল ও মাসায়েল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: হাফিজা খাতুন

রোলঃ 228021563

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের ফাজায়েল ও মাসায়েল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: হাফিজা খাতুন
রোলঃ 228021563

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " যাকাতের ফাজায়েল ও মাসায়েল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোসা: হাফিজা খাতুন, আইডিঃ 228021563 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যাকাতের ফাজায়েল ও মাসায়েল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

হাফিজা

(স্বাক্ষর)

মোসা: হাফিজা খাতুন

আইডিঃ 228021563

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা

যাকাত ইসলামের পাঁচটি রোকনের মধ্যে একটি রুকুন। নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকদের জন্য বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করা ফরজ। যাকাত আদায় করলে বাকি অবশিষ্ট সাড়ে ৯৭% মাল পবিত্র হয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই মালের হেফাজত হয়। গরিবদের ঘরে সচ্ছলতা ফিরে আসে। যাকাত দাতাদের মাল বৃদ্ধির জন্য ফেরেশতারাও দোয়া করে। যাকাত আদায় না করলে মাল ধ্বংস হয়ে যায়। কখনো আগুন লেগে, কখনো চুরি ডাকাতির মাধ্যমে বিনষ্ট হয়ে যায়। কখনো সে সম্পদ বন্যার কবলে পড়ে কিংবা ভূমিকম্পে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আবার কখনো সে নিজেই জীবনের প্রতি নিরাশ হয়ে পড়ে। মালের বরকত নষ্ট হয়ে যায়। এসব লোকদের মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য আসমানের ফেরেশতারা পর্যন্ত বদ দোয়া করে। আকাশের বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় প্রাণিত দূরের কথা মানুষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায়। কারো মাল বিষধর সাপ হয়ে তাকে দংশন করবে। কারো মাল জাহান্নামের গরম করে তার শরীরে চেক দেওয়া হবে। মালের যাকাতের ব্যাপারে অলসতা ও উদাসীনতা দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতের ধ্বংস সাধন ছাড়া আর কিছুই না। যাকাতের মাসায়েল না জানার কারণে যাকাত আদায় করতে চাইলেও তা কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে সময় ও অবসর না পাওয়ার কারণে বড় বড় কিতাব ঘেঁটে মাসালা বের করাও অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই থিসিস এ যাকাতের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও জরুরী কিছু মাসালা সমূহকে একত্রিত করে সহজ সরল ভাবে লিখার চেষ্টা করেছি। যাতে সহজেই মাসালা গুলো বের করা ও বুঝা যায়।

আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমার এই লিখা কবুল করেন এবং পরকালে আমাদের নাজাতের ওসিলা বানান। আমিন।

যাকাতের আভিধানিক অর্থ ও সংজ্ঞা

যাকাত(زكواة)/(زكة) *শব্দটি আরবি।*এর বহুবচন হলো زكواة এর আভিধানিক অর্থ হলো পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা যাকাতের সমর্থবোধক শব্দ হলো البركة, المدح, الطهرة, النمء অর্থাৎ পবিত্রতা বন্ধন আধিক্য ও প্রশংসা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

যাকাতের পরিচয় সম্পর্কে ইমাম কুসতলানি রহ.

اسم لم يخرج من مل عل وجه مخصوص

سمي به زلك لنه تطهر المل من الخبث
وتقيه من الفت و النفس من ر ذيلة البخل
وهي احل ار كن ال سلم يكفر جمد

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট পন্থায় কোন মাল থেকে বিশেষ কোন পদ্ধতিতে কোন কিছু বের হওয়া কে যাকাত বলা হয়। যাকাত মালকে পবিত্র করে। এবং বিভিন্ন ক্ষতি ও কৃপণতা থেকে মানুষকে হেফাজত করে। যাকাত ইসলামের পাঁচ রোকনের মধ্যে হতে একটি। আর যাকাত অস্বীকারকারী কাফের।

আল্লামা জুরজানি রহ. বলেন-

عبر ة عن ايجب طاءفة من المل في مل
مجصو ص لملك مخصوص

অর্থাৎ, যাকাত হল নির্দিষ্ট কোন সম্পদের একটি অংশকে নির্দিষ্ট কাউকে মালিক বানিয়ে দেয়া। (কিতাবুল ফিকহ-IOM)

যাকাতের নামকরণের কারণ

যাকাত শব্দের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। রিবা (সুদ) অর্থ ও বৃদ্ধি পাওয়া তবে যাকাত ও রিবার মধ্যে পার্থক্য আছে। যাকাত সম্পদের বরকত বৃদ্ধি করে। এবং সম্পদকে পবিত্র করে। অপরদিকে রিবা সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে কিন্তু বরকত নষ্ট করে দেয়। এজন্য মহান রাব্বুল আলামিন বলেন -

خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِہِمۡ صَدَقَۃً تُطَہِّرُہُمۡ وَتُزَکِّیۡہِمۡ ؕ

তাদের সম্পদ থেকে যাকাতগ্রহণ কর, যার মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র ও বরকতপূর্ণ করবে। (সূরা তাওবাহ আয়াত নাম্বার ১০৩)

আল্লামা শাওকানি বলেন, কোন জিনিস বৃদ্ধি পেলে এই শব্দ বলা হয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া। খুব বেশি কল্যাণময় হলে তা বলা হয়। আর ধন-সম্পদের একটা অংশ বের করে দিলে যাকাত/ প্রবৃদ্ধি পাওয়া বলা হয়। অথচ তা কমে। তা বলা হয় এজন্য যে, যাকাত দিলে তার

বরকত বেড়ে যায় বা যাকাত দাতা অধিক সওয়াবের অধিকারী হয় এজন্য যাকাত কে যাকাত নামকরণ করা হয়। (কিতাবুল ফিকহ-IOM)

যাকাতের গুরুত্ব

যাকাত ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোকন। ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত হল সালাত ও যাকাত। কুরআন মজীদে বহু স্থানে সালাত-যাকাতের আদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য অশেষ ছওয়াব, রহমত ও মাগফিরাতের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধিরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَ اَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْر۱۱۰

'তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখছেন। -(সূরা বাকারা : **১১০**)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَ اَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِیْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْن۵۶

'তোমরা সালাত আদায় কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।'-(সূরা নূর : ৫৬)

সূরা নিসার **১৬২** নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের জন্য 'আজরুন আযীম'-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَ الْمُقِیْمِیْنَ الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓىِٕكَ سَنُؤْتِیْهِمْ اَجْرًا عَظِیْمًا۱۶۲

'এবং যারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দিব।'

অন্য আয়াতে যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ সুফল বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّیْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْم۱۰۳

'তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন এবং আপনি তাদের জন্য দুআ করবেন। আপনার দুআ তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'-(সূরা তাওবা : **১০৩**)

এছাড়া কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, সালাত ও যাকাতের পাবন্দী ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রশ্নই অবান্তর। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে,

যেখানে খাঁটি মু'মিনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে সেখানে সালাত-যাকাতের কথা এসেছে অপরিহার্যভাবে।

কুরআনের দৃষ্টিতে প্রকৃত পুণ্যশীলদের পরিচয় যেখানে দেওয়া হয়েছে সেখানে সালাত-যাকাতের উল্লেখ এসেছে। (সূরা বাকারা ১৭৭)

মুমিনের বন্ধু কারা-এই প্রশ্নের উত্তরেও সালাত-যাকাতের প্রসঙ্গ শামিল রয়েছে। (সূরা মায়েদা : ৫৫)

'সৎকর্মপরায়ণদের বৈশিষ্ট্য ও কর্মের তালিকায় সালাত-যাকাতের প্রসঙ্গ অনিবার্য। (সূরা লুকমান : ৪)

মসজিদ আবাদকারীদের পরিচয় জানতে চাইলেও সালাত-যাকাত তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। (সূরা তাওবা : ১৮)

কুরআন মজীদ কাদের জন্য হেদায়েত ও শুভসংবাদ দাতা-এর উত্তর পেতে চাইলেও সালাত-যাকাত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। (সূরা নামল : ৩)

ভূপৃষ্ঠে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের পরও মুমিনদের অবস্থা কী তা জানতে চাইলে সালাত-যাকাতই অগ্রগণ্য। (সূরা হজ্জ : ৪১)

বিধর্মী কখন মুসলিম ভ্রাতৃত্বে শামিল হয়- এ প্রশ্নের উত্তরে তাওবার সঙ্গে সালাত-যাকাতও উল্লেখিত। (সূরা তাওবা : ১১)

দ্বীনের মৌলিক পরিচয় পেতে চাইলে সালাত-যাকাত ছাড়া পরিচয় দান অসম্ভব। (সূরা বাইয়েনা : ৫)

মোটকথা, এত অধিক গুরুত্বের সঙ্গে সালাত-যাকাত প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে এসেছে যে, এটা ছাড়া দ্বীন ও ঈমানের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। মুমিনের অন্তরের ঈমান সালাত-যাকাতের বিশ্বাসের ওপর এবং তার কর্মের ঈমান সালাত-যাকাতের কর্মগত বাস্তবায়নের ওপর নির্ভরশীল। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহ.-এর ভাষায়-

والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني عن تكلف الاحتجاج له، وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعه، وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر.

'যাকাত শরীয়তের এমন এক অকাট্য বিধান, যে সম্পর্কে দলীল-প্রমাণের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাকাত সংক্রান্ত কিছু কিছু মাসআলায় ইমামদের মধ্যে মতভিন্নতা থাকলেও মূল বিষয়ে অর্থাৎ যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। যাকাতের ফরযিয়তকে যে অস্বীকার করে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।' -(ফাতহুল বারী ৩/৩০৯)

উপরের আলোচনা থেকে যাকাতের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা এবং এর সুফল ও উপকারিতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল। এখান থেকে এ বিষয়টাও অনুমান করা যায় যে, ফরয হওয়া

সত্ত্বেও যারা যাকাত আদায় করে না তারা কত বড় ক্ষতিগ্রস্ত-তার শিকার! যাকাতের সকল সুফল থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে তাদেরকে যে মর্মন্তুদ শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে তা-ও কুরআন মজীদে বলে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۱۸۰

আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য মঙ্গল। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যে সম্পদে তারা কৃপণতা করেছে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্ত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবগত। -(সূরা আলইমরান : ১৮০)

হাদীস শরীফে এসেছে- 'যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত দেয়নি কিয়ামতের দিন তা বিষধর স্বর্পরূপে উপস্থিত হবে এবং তা তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার উভয় অধরপ্রান্তে দংশন করবে এবং বলবে, আমিই তোমার ঐ ধন, আমিই তোমরা পুঞ্জিভূত সম্পদ।' -(সহীহ বুখারী)

এই গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদায়ের জন্য কর্তব্য হল এ বিষয়ের শরয়ী মাসআলাগুলোর যথাযথ জ্ঞান লাভ করা।—(মাসিক আলকাওসার বর্ষ০৪ , সংখ্যাঃ০৯ , যাকাত)

যাকাতের তাৎপর্য

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি সৃষ্টি জীব কে সৌভাগ্যবান করেন, হতভাগা করেন, মৃত্যুদান করেন, জীবন দান করেন, কাদান, হাসান, সৃষ্টি করেন, ধ্বংস করেন, দরিদ্রতা দেন, স্বচ্ছলতা দেন, ক্ষতি করেন এবং তা থেকে রক্ষা করেন।

যিনি প্রাণী সৃষ্টি করেন এক ধরনের স্খলিত শুক্র কিট থেকে। এরপর তিনি সৃষ্টি জীব কে পৃথক করেন। এরপর তিনি কয়েকজনকে উত্তম কাজের জন্য নির্ধারিত করেন। ফলে তাদের এমন নিয়ামত দান করেন যা দ্বারা প্রত্যাশীরা সহজে কাজ করতে পারে এবং পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যাদের রিজিক সংকুচিতকরা হয়েছে তারা তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়।

আল্লাহ তাআলা যাকাতকে ইসলামের ভিত্তি ও স্তম্ভ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন তিনি এর দ্বারা পবিত্রতা প্রত্যাশীকে পবিত্র করেন আর আত্মার পবিত্রতার দরকার না হলে তাদের সম্পদ পরিশুদ্ধ করেন।

দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর উপর তার পরিবার বর্গের ওপর এবং ইলম ও তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে নামাজের পাশাপাশি যাকাত আদায়ের কথা বলেছেন এবং এ বিষয়ে অনেক বেশি আয়াত নাজিল করেছেন। যেমন কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন -: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো।(সূরা বাকারা ২:৪৩)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»

আবু আসিম যাহহাক ইবনে মাখলাদ (রাহঃ) .... ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (ﷺ) মুআয (রাযিঃ) কে (শাসকরূপে) ইয়ামান অভিমুখে প্রেরণকালে বলেন, সেখানের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ ব্যতিত কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ ﷺ) আল্লাহর রাসূল- এ কথার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দিবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর সাদ্‌কা (যাকাত) ফরয করেছেন। তাদের মধ্যকার (নিসাব পরিমাণ) সম্পদশালীদের নিকট থেকে (যাকাত) উসূল করে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে।(সহিহ বুখারী:১৩১৩)

যারা যাকাত প্রদান করে না, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক কঠোর হুঁশিয়ারি বাক্য উচ্চারণ করেছেন। যেমন:

وَالَّذِيۡنَ يَكۡنِزُوۡنَ الذَّهَبَ وَالۡفِضَّةَ وَلَا يُنۡفِقُوۡنَهَا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرۡهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍ ۙ

যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তির ‘সুসংবাদ’ দাও। (সূরা তাওবা : ৩৪)
এই আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার অর্থ যাকাত প্রদান করা। আহনাফ ইবনে কায়েস (র)বলেন, আমি কয়েকজন কুরাইস এর সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় হযরত আবুজর (রা)যেখান দিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, কাফেরদের শুনিয়ে দাও একটি দাগের খবর, যা তাদের পিঠে লাগাবে এবং পাঁজরের হাড্ডি হয়ে বের হবে। আরেকটি দাগ তাদের গ্রীবাই লাগবে এবং কপাল পার হয়ে যাবে। (মুসলিম :৯৯২)

অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কাছে এমন সময়ে পৌঁছলাম, যখন তিনি কাবা ঘরের ছায়ায় বসা ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন,কাবার পালনকর্তার কসম! তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুল আল্লাহ! কাদের কথা বলছেন? তিনি বললেন যাদের কাছে প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে। তবে ডানে, বামে,সম্মুখে, ও পেছনে ধনসম্পদ ছাড়াও এবং দান-খয়রাত করে(তাদের কথা আলাদা) এরুপ লোকের সংখ্যা খুব কম।

তিনি আরো বললেন, যে উট ওয়ালা, ছাগলওয়ালা ও গুরু ওয়ালা তাদের যাকাত প্রদান করে না, কেয়ামতের দিন এসব জন্তু খুব বড় ও মোটাতাজা হয়ে আসবে এবং ওই ব্যক্তিকে শিং দ্বারা গুতো মারবে আর খুব দারা পিষ্ট করবে। যখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল জন্তু তাকে মারার শেষ করবে, তখন পুনরায় এভাবে শুরু করবে। মানুষের মধ্যে ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত এর আজাব অব্যাহত থাকবে। (সহিহ বুখারী:১৪৬০; সহিহ মুসলিম ৯৯০)

যাকাত আদায় না করার এ কঠোরতার কথা যখন সহিহ বুখারিতে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে তখন যাকাতের মর্ম, এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শর্তাবলী এবং স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম অর্থ সমূহ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা আবশ্যক।

যাকাতের প্রকারভেদ

সম্পদের হিসেবে যাকাত ছয় প্রকার নিচে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক প্রকারের আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম প্রকার :গৃহপালিত পশুর যাকাত

প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তির উপর গৃহপালিত পশুর যাকাত ওয়াজিব। অবশ্য যাকাত দাতা বালেগ ও বুদ্ধিমান হওয়া শর্ত।এছাড়া যে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় তার জন্য শর্ত পাঁচটি ।

এক.বিশেষ চতুষ্পদ জন্তু যেমন উট, গরু, ছাগলও ভেড়া। এগুলো যাকাত দেওয়া ফরজ। কিন্তু ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার ক্ষেত্রে ফরজ নয়।

দুই.মাঠে বিচরণ করে এমন জন্তু হতে হবে। কেননা যে সকল জন্তু ঘাস খায়,সেগুলোর ওপর যাকাত নেই।

তিন.এক বছর সময় অতিবাহিত হওয়া। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

دَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

নসর ইবন আলী জাহযামী (রাহঃ).... 'আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মালের যাকাত নেই।(ইবনে মাজাহ:১৭৯২)

এ বিধানটিতে ছোট জন্তু বড় জন্তুর অনুগামী। অর্থাৎ, বড় জন্তুর ওপর দিয়ে এক বছর গত হলে বাচ্চা জন্তুর ও যাকাত দিতে হবে,যদিও সেগুলোর এক বছর পূর্ণ না হয়। বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যা বেচে দেওয়া হয় অথবা দান করা হয়, তা যাকাতের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (ইহয়াউ উলুমিদ্দিন ৩ খন্ড)

চার.মালের ওপর পূর্ণ নিজের মালিকানা থাকতে হবে।ফলে হারানো মালের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব নয়,যে পর্যন্ত না তা পুনরায় হস্তগত হয়। হস্তগত হলে অতীত দিনের ও যাকাত ওয়াজিব হবে। যার ধার করা সম্পদ তার পুরো সম্পদের চেয়ে বেশি তার ওপর কোনো যাকাত নেই। কেননা এরূপ মালের কারণে সে ধনী নয়। এ মাল প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে তাকে ধনী বলা যেত।

পাঁচ.নিশাব পূর্ণ হওয়া। প্রত্যেক চতুষ্পদ জন্তুর নেসাব ভিন্ন ভিন্ন। যেমন:উটের সংখ্যা পাঁচটি না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত নেই। উট পাঁচটি হলে তাতে পূর্ণ এক বছর বয়সের একটি ভেড়া অথবা পূর্ণ দুই বছর বয়সের একটি ছাগল যাকাত হিসাবে দিতে হবে।
গাভী ও বলদে ৩০ টি হওয়া পর্যন্ত যাকাত নেই। ৩০ টি হয়ে গেলে একটি তাবী (দ্বিতীয় বছরে উপনীত নর বাছুর)যাকাত দিতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকার: খাদ্য জাতীয় ফসলের যাকাত

এরূপ ফসল ২০ মন হলে তাতে এক দশমাংশ যাকাত দিতে হবে। ফলমূল ও তুলার মধ্যে যাকাত নেই। খেজুর ও কিসমিস শুষ্ক অবস্থায় ২০ মণ হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব।

তৃতীয় প্রকার: রৌপ্য ও স্বর্ণের যাকাত

যদি রৌপ্য ৫২.৫০ তোলা হয় এবং এক বছর অতিবাহিত হয় তার যাকাত চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। রৌপ্য আরও বেশি হলে ওই হিসাবে যাকাত ওয়াজিব হবে, যদিও এক দিরহাম বেশি হয়। স্বর্ণের নিসাব ৭:৫০ তোলা।এতেও বছরান্তে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজিব। এক প্রতি বেশি হলেও এই হিসাবেই যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য নিসাব থেকে এক রতি কম হলেও যাকাত ওয়াজিব হবে না।

চতুর্থ প্রকার :পণ্যদ্রব্যের যাকাত

পণ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে সোনা রুপার মতো ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হয়।

পঞ্চম প্রকার :মাটির নিচে পুতে রাখা মালোও খনিজ সামগ্রিক যাকাত

পুতে রাখা মাল মানে সেই মাল, যা কুফরি যুগে পুতে রাখা হয় এবং এমন জমিনে পাওয়া যায়, ইসলামী আমলে যার ওপর কারো মালিকানা হয়নি। যে ব্যাক্তি এ পুঁতে রাখা সম্পদ পাবে, সোনা রুপা হলে তার নিকট থেকে পাঁচ ভাগের এক ভাগ নেওয়া হবে। এতে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত নেই। হিসাবের শর্ত না হওয়ায় উত্তম। খনিজ পদার্থের মধ্যে শুধু সোনা রুপার ওপরই যাকাত ওয়াজিব হয় -অন্য কোন মালের ওপর ওয়াজিব হয় না।

ষষ্ঠ প্রকার :সাদাকায়ে ফিতর

এটা এমন প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ওয়াজিব যার কাছে ঈদুল ফিতরের দিন তার এবং তার পরিবারের খাদ্যের অতিরিক্ত এক সা’ খাদ্য বিদ্যমান থাকে। (বুখারী :১৫০৩,মুসলিম :৪৯৮৪)ইহয়াউ উলুমিদ্দিন

তিন সের আধা ছটাকে একটা সা'হয়। বর্তমান বাজারে কেজি হিসেবে ৩কেজি ৩২ গ্রামের সমান সাদাকায় ভিতরের পরিমাণ মাথাপিছু এক সা’।পরিবারের যে ধরনের খাদ্য খাওয়া হয়, তা অথবা তা থেকেও উত্তম খাদ্য দেবে। সুতরাং পরিবারের গম খাওয়া হলে জব দেওয়া ঠিক হবে না। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য খাওয়া হলে যেটি ভালো সেটি দেবে ;বা যকোন একটি দিলেও হবে।

(হানাফী মাযহাব মতে সাদাকায়ে ফিতর এমন প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ওয়াজিব, যে প্রয়োজনীয় বাসস্থান, অন্ন বস্ত্র ও সাজ সরঞ্জামের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়। এ নেসাবের ওপর বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। এ সদকা সে নিজের থেকে,নিজের সন্তানদের পক্ষ থেকে এবং খেদমতের গোলামদের পক্ষ থেকে আদায় করবে। (সুসানে দারাকুতনি :২:১৪১,বায়হাকি সুনানে কুবরা :৪:১৬১)ইহয়াউ উলুমিদ্দিন

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ গম ও গম জাতীয় খাদ্যের অর্ধ সা’এবং যব ও খেজুরের এক সা’।এ পরিমাণ গমের মূল্য দিলেও সদকায়ে ফিতর আদায় হবে।)

পুরুষ গৃহকর্তার ওপর তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং যাদের ভরণ পোষণ করতে হয়, এমন আত্মীয়দের সদকা দেওয়া ওয়াজিব।যেমন:বাপ-দাদা,মা -নানী প্রমুখ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন,

তোমরা যাদের ভরণপোষন করো,তাদের সদকায়ে ফিতর আদায় করে দাও।
স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে ফিতরা দিয়ে দিলে যথেষ্ট হবে।

যদি কারো কাছে এতোটুকু খাদ্যই অতিরিক্ত হয়, যা কিছু লোকের পক্ষ থেকে দিতে পারে, তবে কিছু লোকের পক্ষ থেকে আদায় করবে। তবে যাদের ভরণপোষণের তাকিদ বেশি, প্রথমে তাদের ফিতরা দিবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম স্ত্রী ভরণপোষণের চেয়ে সন্তানের ভরণ পোষণ কে আর স্ত্রীর ভরণ পোষণ কে খাদেমের ভরণ পোষণের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। (আবু দাউদ:১৬৯১)

মোটকথা প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির এসব বিধান জেনে নেওয়া উচিত এবং কোন বিরল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে আলেমগণের কাছ থেকে ফতওয়া নিয়ে তার ওপর আমল করা আবশ্যক।

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত সমূহ

১.মুসলমান হওয়া। অতএব কাফেরের ওপর যাকাত ফরজ হবে না।

২.স্বাধীন হওয়া। অতএব গোলাম বা বাদীর ওপর যাকাত ফরজ হবে না।

৩.প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। সুতরাং নাবালকের ওপর যাকাত ফরজ হবে না।

৪.সুস্থ মস্তিষ্কের হওয়া। অতএব পাগলের উপর যাকাত ফরজ হবে না।

৫.পূর্ণ মালিকানা থাকা অর্থাৎ সম্পদ হস্তগত থাকা। অতএব যদি কেউ এমন সম্পদের মালিক হয়,যা এখনো তার হস্তগত হয়নি, তার উপর যাকাত ফরজ হবে না।

৬.মালিকানা ভুক্ত সম্পদ নেসাব পরিমাণ হওয়া।

৭.সম্পদ মৌলিক প্রয়োজনে থেকে অতিরিক্ত হওয়া। অতএব বসবাসের ঘর, পরিধানের কাপড়, ঘরের আসবাবপত্র, আরোহণের বাহন ও ব্যবহারের অস্ত্র-শস্ত্রে যাকাত ফরজ হবে না। তদ্রুপ পেশাগত কাজের সহায়ক উপকরণ ও যন্ত্রপাতিতে যাকাত ফরজ হবে না। অনুরূপভাবে শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে না হলে তাতেও যাকাত ফরজ হবে না।

৮.সম্পদ ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া।

৯.সম্পদ প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে বর্ধনশীল হওয়া।

যাকাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার সময়

যাকাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাবের উপর চন্দ্র মাস হিসেবে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। বছর পূর্ণ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বছরের উভয় প্রান্তে নেসাব

পরিমাণ সম্পদ পূর্ণাঙ্গ থাকা, বছরের মাঝখানে পূর্ণ থাকুক বা না থাকুক। সুতরাং, কারো নিকট যদি বছরে শুরুতে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং তা পূর্ণ বছর বহাল থাকে তাহলে সে সম্পদের উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে, যদি বছরের শুরুতে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে কিন্তু মাঝে সম্পদ হ্রাস পায় অতঃপর বছর শেষ হওয়ার দিকে আবার নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তাহলে যাকাত আদায় ওয়াজিব হবে। যদি কোন ব্যক্তি বছরে শুরুতে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকে কিন্তু বছরের মাঝখানে ব্যবসা, দান , মিরাস কিংবা অন্য কোন উপায় এ নতুন সম্পদ যোগ থাকে তাহলে ওই ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে তার পরবর্তী সম্পদ পূর্ববর্তী সম্পদের সাথে মিলিয়ে যাকাত আদায় করতে হবে।

যাকাতের নিয়ত

যাকাতের হকদারকে যাকাত দেওয়ার সময় কিংবা যাকাত বন্টনে নিযুক্ত ব্যক্তিকে মাল দেওয়ার সময় কিংবা সমস্ত মাল থেকে যাকাতের পরিমাণ মাল পৃথক করার সময় যাকাতের নিয়ত করা ব্যতীত যাকাত আদায় হবে না। কেউ যদি যাকাতের নিয়ত ছাড়া কাউকে মাল দিয়ে দেই তাহলে তার যাকাত আদায় হবে না। কারন, যদি যাকাতের নিয়ত ছাড়া কোন দরিদ্রকে মাল দিয়ে দেয় অতঃপর যাকাতের নিয়ত করে নেই তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং তার জায়েজ হবে। এক্ষেত্রে শর্ত হলো নিয়ত করার সময় দরিদ্র ব্যক্তির নিকট সেই মাল বিদ্যমান থাকতে হবে। যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য হকদারের গ্রহণ কৃত মাল যাকাতের মাল বলে দেওয়া শর্ত নয়। সুতরাং কেউ যদি দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাতের মাল দিয়ে বলে দান কিংবা করয হিসাবে দিলাম আর মনে মনে যাকাতের নিয়ত করে নেই তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

যাকাতের নেসাব

২০২৫ সাল বাজার দর অনুযায়ী (ভরি প্রতি প্রায় ২০০৫/-) টাকা হিসাবে রূপার নেসাব হয় ১০৫২৬২.৫/-টাকা।কারোর নিকট যদি এই পরিমাণ টাকা থাকলে বা স্বর্ণ-রূপা কিংবা টাকা স্বর্ণ-রূপা এবং ব্যবসায়িক পণ্য মিলিয়ে নেসাব পরিমাণ থাকলে তার ওপর যাকাত ফরজ হবে। কারো নিকট শুধু স্বর্ণ থাকলে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বাশুধু সাড়ে ৫২ তোলা রুপা থাকলে তার ওপর যাকাত ফরজ হবে এর কম থাকলে যাকাত ফরজ হবে না এবং এই সম্পদ পূর্ণ এক বছর হতে হবে।

যাকাতের খাতসমূহ /হকদার

যাকাতের খাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

যাকাত হল কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায় কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে-ঋণ গ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে, এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।–(সূরা তাওবাহ,আয়াত-৬০)

কুরআনুল কারীমে যাকাতের আটটি খাত বর্ণনা করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ -

১.ফকির:ফকির সেই ব্যক্তি যান নিকট যাকাতে নেসাব পরিমাণ সম্পদ নেই। অর্থাৎ সামান্য সম্পদ রয়েছে। যে ব্যক্তি নেসাবের চেয়ে কম সম্পদের মালিক তাকে যাকাত দেওয়া জায়েজ হবে, যদিও সে সুস্থ ও উপার্জনশীল হয়।

২.মিসকিন. অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার অর্থ সম্পদ কোন কিছুই নেই। এমনকি বাড়িঘর ও নেই-সেই মিসকিন।

৩.যাকাত আদায়কারী ব্যক্তিবর্গ :রাষ্ট্রনায়ক রাষ্ট্রের কর্মচারী। অর্থাৎ, ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ বিভাগের যাকাত আদায়কারী কর্মচারী গণও যাকাতের অর্থের হকদার।

৪.ইসলামের প্রতি কারো অন্তরকে আকৃষ্ট করার জন্য কাউকে যাকাতের অর্থ দান করা যায়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন কাউকে যাকাতের সম্পদ দেওয়া যায়, যাকে দিলে তার মন ইসলাম গ্রহণের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে অথবা নওমুসলিম নেতাকে ইসলামের প্রতি মিতালি ও ঐ এলাকার সংখ্যালঘু মুসলমানের নিরাপত্তার জন্য তাকে যাকাতের মাল দেওয়া যেতে পারে।

৫.ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের মুক্ত করে দেওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে তাদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে।

৬.ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি :স্বীয় সঞ্চিত অর্থের চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ ঋণ করে তার পরিবারের ভরণপোষণ বা ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনাকারী।সে ঋন পরিশোধে অক্ষম হলে উক্ত গরিব ঋণগ্রস্থকে যাকাতের সম্পদ দেওয়া যাবে।

৭.ফী সাবিলিল্লাহ :তথা আল্লাহর রাস্তায় থাকা ব্যাক্তিদের জন্য। আল্লাহর দিনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে যেকোনো ধরনের প্রচেষ্টা “ফী সাবিলিল্লাহ” বা আল্লাহর রাস্তার অন্তর্ভুক্ত। জিহাদ,দ্বীনী ইল অর্জনের যাবতীয় পথ এবং দ্বীন প্রচারে যাবতীয় মাধ্যম এ খাতের অন্তর্ভুক্ত। ফুক্কাহায়ে কেরাম বলেন এতে রয়েছেন -জিহাদরত মুজাহিদরা। তাদের জিহাদের অস্ত্র ও পাথেয় ক্রয় করার জন্য যাকাতের টাকা গ্রহণ করবে। হজ্জের সফরে থাকা দরিদ্র ব্যক্তির জন্য। ইলমে দীন অর্জন কারী দারিদ্র ব্যাক্তির জন্য।

৮.মুসাফির :সফরে গিয়ে যার পাথেয় শেষ হয়ে গেছে সে ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ প্রদান করে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে যাকাতের অর্থ দান করা যাবে। এক্ষেত্রে উক্ত মুসাফির সম্পদশালী হলেও তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে।
উপরোক্ত খাতে যাকাত আদায় করলে কেবল যাকাত আদায় হবে। অন্য কাউকে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না। ফুক্কাহায়ে কেরাম যাকাত আদায়ের জন্য একটি শর্তারোপ করেছেন এই যে, যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দিতে হবে। দানকৃত ব্যক্তিকে যদি মালিক বানিয়ে দেয়া না হয়, তাহলে যাকাত আদায় হবে না।

যাকাত কাকে দেবে

ইমাম গাযালী রহ. তার বিশ্বনন্দিত কিতাব 'এহইয়াউ উলুমিদ্দীন' গ্রন্থে লিখেছেন, যাকাত দেওয়ার জন্য এমন দীনদার ব্যক্তিদেরকে তালাশ করবে, যারা দুনিয়ার লোভ-লালসা ছেড়ে পরকালের ব্যবসায় মশগুল রয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক ইরশাদ হলো, তোমরা পবিত্র খাবার খাও এবং পবিত্র লোকদের খাওয়াও। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, তোমাদের খানা নেককারদের খাওয়াও। কেননা, তারা আল্লাহ তাআলার প্রতি নিবিষ্ট। তারা যখন অভাবগ্রস্ত হয় তখন তাদের নিবিষ্টতায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। সুতরাং দুনিয়ামুখী হাজারো ব্যক্তি থেকে আল্লাহমুখী এক

ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া উত্তম, আর পরহেজগারদের মধ্যেও এমন আহলে ইলমকে নির্দিষ্ট করবে, যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেদের ইলম দ্বারা মানুষের উপকার করে। ইসলাম ধর্মের দৃঢ়তা এবং দীনি ইলমের প্রচার-প্রসারে লিপ্ত। কেননা ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া সকল ইবাদত থেকে উত্তম ইবাদত। (ইহয়াউ উলুমিদ্দিন)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. সর্বদা নিজের যাকাত ও দান-খয়রাত আহলে ইলমদের জন্যই করতেন এবং বলতেন, আমি নবুওয়াতের মর্যাদার পর উলামায়ে কেরামের মর্যাদা থেকে উত্তম মর্যাদা দেখি না। কেননা, যদি আহলে ইলমরা অভাবী হয় তাহলে দীনের খেদমত হবে না। যার কারণে দীনি কাজে ত্রুটি এসে যাবে। সুতরাং ইলমী খেদমতের জন্য তাদেরকে ফারেগ এবং নিশ্চিন্ত করে দেওয়া উচিত। এটাই সবচেয়ে উত্তম।(ইহয়াউ উলুমিদ্দিন)

যাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে

আলহাজ মাওলানা আজিজুল হক।। কুরআন মাজিদে যাকাতের খাত নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। এখাত ছাড়া অন্য কোথাও যাকাত প্রদান করা জায়েজ নয়। ইরশাদ হয়েছে-যাকাত তো কেবল নিঃস্ব,অভাবগ্রস্ত ও যাকাতের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য,যাদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য তাদের জন্য,দাসমুক্তির জন্য,ঋণগ্রস্তদের জন্য,আল্লাহর পথে জিহাদকারী ও মুসাফিরের জন্য। এ আল্লাহর বিধান।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ,প্রজ্ঞাময়।(সূরাঃতাওবা,আয়াতঃ৬০) ১.যে দরিদ্র ব্যক্তির কাছে অতি সামান্য মাল আছে, অথবা কিছুই নেই,এমনকি একদিনের খোরাকীও নেই এমন লোক শরীয়তের দৃষ্টিতে গরীব। তাকে যাকাত দেওয়া যাবে।(বেহেশতী যেওর)

২.যে ব্যক্তির কাছে যাকাতযোগ্য সম্পদ অর্থাৎ সোনা-রূপা,টাকা-পয়সা,বাণিজ্যদ্রব্য ইত্যাদি নিসাব পরিমাণ আছে সে শরীয়তের দৃষ্টিতে ধনী। তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না।(আহকামুল ফিকহ্) ৩.অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির কাছে যাকাতযোগ্য সম্পদ নিসাব পরিমাণ নেই,কিন্তু অন্য ধরনের সম্পদ যাতে যাকাত আসে না যেমন ঘরের আসবাবপত্র,পরিধেয় বস্ত্র,জুতা,গার্হস্থ্য সামগ্রী ইত্যাদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং নিসাব পরিমাণ আছে তাকেও যাকাত দেওয়া যাবে না।(মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস,৭১৫৬)এই ব্যক্তির উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব।

৪.যে ব্যক্তির কাছে যাকাতযোগ্য সম্পদও নিসাব পরিমাণ নেই এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্য ধরনের মাল-সামানাও নিসাব পরিমাণ নেই এই ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া

যাবে।(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস১০৫৩৬) ৫.যে ব্যক্তি এমন ঋণগ্রস্থ যে,ঋণ পরিশোধ করার পর তার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে না তাকে যাকাত দেওয়া যাবে। (আহকামে যিন্দেগি)

৬.কোনো ব্যক্তি নিজ বাড়িতে নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী,কিন্তু সফরে এসে অভাবে পড়ে গেছে বা মাল-সামান চুরি হয়ে গেছে এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে। তবে এ ব্যক্তির জন্য শুধু প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করাই জায়েয,এর বেশি নয়।(আহকামুল ফিকহ্)

৭.যাকাতের টাকা এমন দরিদ্রকে দেওয়া উত্তম যে দ্বীনদার। দ্বীনদার নয় এমন লোক যদি যাকাতের উপযুক্ত হয় তাহলে তাকেও যাকাত দেওয়া যাবে। কিন্তু যদি প্রবল ধারণা হয় যে,যাকাতের টাকা দেওয়া হলে লোকটি সে টাকা গুনাহের কাজে ব্যয় করবে তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়।(আহকামুল ফিকহ্)

৮.যাকাত শুধু মুসলমানদেরকেই দেওয়া যাবে। হিন্দু,বৌদ্ধ,খৃষ্টান বা অন্য কোনো অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া হলে যাকাত আদায় হবে না। তবে নফল দান-খায়রাত অমুসলিমকেও করা যায়।(মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস৭১৬৬) ৯.যাকাতের টাকা যাকাতের হক্বদারদের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। যাকাতের নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করে অন্য কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হলে যাকাত আদায় হবে না। যেমন রাস্তা-ঘাট,পুল নির্মাণ করা,কুপ খনন করা,বিদ্যুৎ-পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।(বেহেশতী যেওর)

১০.যাকাতের টাকা দ্বারা মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা,ইসলাম প্রচার,ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন-ভাতা দেওয়া,ওয়াজ মাহফিল করা,দ্বীনি বই-পুস্তক ছাপানো,ইসলামী মিডিয়া তথা রেডিও,টিভির চ্যানেল করা ইত্যাদিও জায়েয নয়। মোটকথা,যাকাতের টাকা এর হক্বদারকেই দিতে হবে। অন্য কোনো ভালো খাতে ব্যয় করলেও যাকাত আদায় হবে না।(মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস৬৯৪৭)

১১.যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হল,উপযুক্ত ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া। যাতে সে নিজের খুশি মতো তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। এরূপ না করে যদি যাকাতদাতা নিজের খুশি মতো দরিদ্র লোকটির কোনো প্রয়োজনে টাকাটি খরচ করে যেমন,তার ঘর সংস্কার করে দিল,টয়লেট স্থাপন করে দিল কিংবা পানি বা বিদ্যুতের ব্যবস্থা করল তাহলে যাকাত আদায় হবে না।(রদ্দুল মুহতার২/২৫৭) নিয়ম হল,যাকাতের টাকা দরিদ্র ব্যক্তির মালিকানায় দিয়ে দেওয়া।

এরপর যদি সে নিজের খুশি মতো এসব কাজেই ব্যয় করে তাহলেও যাকাতদাতার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। ১২.আত্মীয়-স্বজন যদি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়াই উত্তম।

ভাই,বোন,ভাতিজা,ভাগনে,চাচা,মামা,ফুফু,খালা এবং অন্যান্য আত্মীয়দেরকে যাকাত দেওয়া যাবে।(মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস৭১৬০) দেওয়ার সময় যাকাতের উল্লেখ না করে মনে মনে যাকাতের নিয়ত করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এ ধরনের ক্ষেত্রে এটাই উত্তম। ১৩.নিজ পিতা-মাতা,দাদা-দাদী, নিজ পিতা-মাতা,দাদা-দাদী,নানা-নানী,পরদাদা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যারা তার জন্মের উৎস তাদেরকে নিজের যাকাত দেওয়া জায়েয নয়।

এমনিভাবে নিজের ছেলে-মেয়ে,নাতি-নাতিন এবং তাদের অধস্তনকে নিজ সম্পদের যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়।(রদ্দুল মুহতার২/২৫৮) ১৪.বাড়ির কাজের ছেলে বা কাজের মেয়েকে যাকাত দেওয়া জায়েয যদি তারা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয়। তবে কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে যাকাতের অর্থ দিলে যাকাত আদায় হবে না। কেউ কেউ কাজের লোক রাখার সময় বলে,মাসে এত টাকা করে পাবে আর ঈদে একটা বড় অংক পাবে।

এক্ষেত্রে ঈদের সময় দেওয়া টাকা যাকাত হিসাবে প্রদান করা যাবে না। সেটা তার পারিশ্রমিকের অংশ বলেই ধর্তব্য হবে।(আহকামুল ফিকহ্) ১৫.কোনো লোককে যাকাতের উপযুক্ত মনে হওয়ায় তাকে যাকাত দেওয়া হল,কিন্তু পরবর্তীতে প্রকাশ পেল যে,লোকটির নিসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় যাকাত দিতে হবে না।

তবে যাকে যাকাত দেওয়া হয়েছে সে যদি জানতে পারে যে,এটা যাকাতের টাকা ছিল সেক্ষেত্রে তার ওপর তা ফেরৎ দেওয়া ওয়াজিব।(বেহেশতী যেওর) ১৬.যাকাত দেওয়ার পর যদি জানা যায় যে,যাকাত-গ্রহীতা অমুসলিম ছিল তাহলে যাকাত আদায় হবে না। পুনরায় যাকাত দিতে হবে।(বেহেশতী যেওর) ১৭. গরীব অপ্রাপ্তবয়স্ক(বুঝমান)ছেলে-মেয়েকে যাকাত দেওয়া যায়।(রদ্দুল মুহতার ২/২৫৭)

-(মাসিক আল কাউসার ৪ এপ্রিল ২০২৩)

যেসব খাতে যাকাত ব্যয় করা যাবে না

১.ধনী সচ্ছল তথা অর্থ সম্পদশালী লোক।

২.কর্মক্ষম উপার্জনশীল ও শক্তি সম্পন্ন মানুষ।

৩.কাফের কে। অর্থাৎ, আল্লাহদ্রোহী, নাস্তিক, ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণকারী কিংবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী। সর্বসম্মত মতে, এদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েজ নেই।

৪.যাকাত দাতার সন্তান, পিতা-মাতা এবং তার স্ত্রী এরাও পাবে না। অন্যান্য নিকট আত্মীয় গণ পাবে।

৫.অনুরূপ ভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর পরিবার ও বংশধরগণ। হাসেমী ও তাদের ক্রীতদাসদের কে।

#নিকট আত্মীয়-গরীবদের মাঝে অতঃপর অন্যান্য প্রতিবেশীদের মাঝে যাকাত প্রদান করা উত্তম। উপরে উল্লেখিত আত্মীয় ছাড়া অন্যান্য যে কোন সম্পর্কের নিকট আত্মীয় রা পাওয়ার বেশি হকদার। তাদের যাকাত দিলে দ্বিগুণ সওয়াব হবে। একটি যাকাত আদায়ের সওয়াব অপরটি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার সওয়াব। যেমন ভাই -বোন, চাচা, ফুফু, মামা, ভাতিজা -ভাগিনা এরা যদি অভাবগ্রস্থ হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া বেশি উত্তম।

কোন অভাবগ্রস্ত আলেম, মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জিন, খাদেম বা মাদ্রাসার ছাত্রকে যাকাত দিলেও দ্বিগুণ সওয়াব হবে। তবে তাদেরকে বেতন বাবদ যাকাতের টাকা দিলে যাকাত আদায় হবে না।

যাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে নগদ টাকা বা কোন বস্তুর পরিপূর্ণ মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত। মালিক না বানিয়ে কোনো বস্তু দিয়ে শুধু উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিলে যাকাত আদায় হবে না।

#যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে যাকাত গ্রহীতাকে মালিক বানানো অপরিহার্য। সুতরাং মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ, রাস্তা সংস্কার বা পুল তৈরির জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েজ হবে না। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেওয়া কিংবা তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েজ হবে না। কেননা,এসব ক্ষেত্রে মালিক বানানোর বিষয়টি অনুপস্থিত।

#এক ব্যক্তিকে পূর্ণ নেসাব পরিমাণ যাকাত দেওয়া মাকরুহ।

#কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার ঋণ পরিশোধের জন্য পরিমাণের চেয়ে বেশি যাকাত দেওয়া মাকরুহ হবে না।

#বিনা প্রয়োজনে এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাতের অর্থ প্রেরণ করা মাকরুহ.তবে আত্মীয়-স্বজনের নিকট পাঠানো মাকরুহ হবে না।

তদ্রুপ এমন সম্প্রদায়ের নিকট পাঠানো মাকরুহ হবে না,যারা যাকাত দাতার এলাকা বাসীর চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্থ। অনুরূপভাবে এমন ক্ষেত্রে যাকাত পাঠানো মাকরুহ হবে না, যা মুসলমানদের জন্য অধিক উপকারী। যেমন:দ্বীনি মাদ্রাসা ও এতিমখানা ইত্যাদি। (কিতাবুল ফিকহ- iom)

যাকাত অনাদায়ে শাস্তি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রজনীতে একদল মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যাদের লজ্জাস্থানের সামনে এবং পেছনে কাপড়ের টুকরা পেঁচানো ছিল। আর তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো চরে-চরে জাকুম ও জাহান্নামের পাথর খাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? হযরত আলাইহিস সালাম বললেন, এরা ওই সব লোক যারা নিজেদের মালের যাকাত আদায় করত না। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর জুলুম করেননি। কেননা, আপনার প্রভু তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নন।

এই আযাব কবর জগতে হবে। বাকী আখেরাতের শাস্তি হবে আলাদা, যা হাশরের ময়দান থেকে শুরু হবে। এটা এমন এক শাস্তি যেমন, পুলিশ অপরাধীকে ধরে আদালতে প্রেরণের পূর্বে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং আদালতের ফয়সালার পর পৃথক শাস্তি হয়।(যাকাত বিশ্বকোষ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

ما منع قوم الزكوة الا ابتلاهم الله بالسنين

"যে সম্প্রদায় যাকাত আদায় করে না, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষে নিপতিত করেন। “

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব)

যাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকুন।যাকাত প্রদান না করা কবিরা গুনাহের অন্যতম।কেননা, মহান আল্লাহ কুরআনে কারিমে ঘোষণা করেন-

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتٰهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ

অর্থ: তাদের জন্য মঙ্গল মনে কর না; বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গল। যে সম্পদ নিয়ে তারা কার্পণ্য করত তা শেষ বিচার দিবসে তাদের গলায় ঝুলানো হবে। **(**সূরা আলে ইমরান আয়াত :১৮০)

মহান আল্লাহ আরো বলেন-

ۖوَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ, الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

অর্থ: সেই মুশরিকদের জন্য ধ্বংস যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। এখানে আল্লাহ তাদেরকে মুশরিক নামে আখ্যায়িত করেছেন।

যারা যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন তাদের কি কঠিন শাস্তি হবে তা শুনলে গা শিউরে ওঠে হৃদয় কেঁপে ওঠে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন -

وَالَّذِينَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْلَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هُذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

অর্থ: যারা সোনা-রুপা জমা করে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও, যেদিন এ সোনা-রুপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর তা দিয়ে তাদের কপালে, পিঠে ও পাশে সেক দেওয়া হবে। আর বলা হবে, এ হলো তোমার সম্পদ যা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে। অতএব, তোমরা তোমাদের সঞ্চিত করা সম্পদের মজা ভোগ কর। (সূরা তাওবা আয়াত:৩৪-৩৫)

অন্য একটি স্থানে বলা হয়েছে -আল্লাহ তাআলা যাদেরকে কিছু সম্পদ দান করেছেন, আর তারা তা নিয়ে কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের পক্ষে মঙ্গল ;বরং এটা তাদের পক্ষে অমঙ্গল। অচিরেই কিয়ামতের দিন তাই তাদের ঘাড়ে শিকলের ন্যায় পরিয়ে দেওয়া হবে, যার ব্যাপারে তারা কৃপণতা করেছে।
উল্লেখিত আয়াত দুটি দ্বারা বুঝা যায় যে, যাকাত না দেওয়ার পরিণাম কতটা ভয়াবহ।

রাসূলে কারিম বলেন: 'যে ব্যক্তি পর্যাপ্ত সোনা-রুপার মালিক, অথচ তা থেকে শরিয়তসম্মত প্রাপ্য আদায় করে না তাকে শেষ বিচার দিবসে আগুনে উত্তপ্ত লোহার পাত দিয়ে কপালে,

পিঠে ও দুই পাশে সেক দেওয়া হবে। যখনই ঐ স্থানগুলো ঠান্ডা হবে, অতঃপর পুনরায় তাপ দেওয়া হবে। এভাবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ এক এক দিন পর্যন্ত তার দহনক্রিয়া চলবে। বিচার

অনরিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে সেক দেওয়া চলতে থাকবে। তারপর সে জান্নাত অথবা জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসুল। উট, গরু, ছাগল প্রভতির যাকাত না দিলেও কি এরূপ শাস্তি হবে? রাসূল জবাব দিলেন: হ্যাঁ।(কিতাবুল কাবায়ের - কবিরা গুনাহ)

আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল বলেন: 'প্রথম যে তিন ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে, তারা হচ্ছে। দেহের জোরে ক্ষমতা দখলকারী (অর্থাৎ স্বৈরাচারী) শাসক, যাকাত দেয় না এমন ধনী ব্যক্তি এবং অহংকারী দরিদ্র।(কবিরা গুনাহ)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন: 'যার হজ করার মতো সম্পদ রয়েছে কিন্তু

হজ আদায় করল না কিংবা যাকাত দেওয়ার মতো সম্পদ রয়েছে কিন্তু যাকাত আদায় করল না, সে মৃত্যুর সময় আরো একট দীর্ঘ হায়াত পেলে আল্লাহর হক দিতে পারতো বলে আফসোস করবে। এ সময় জনৈক শ্রোতা বলল: হে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস! আল্লাহকে ভয় করুন। মৃত্যুর সময় এরূপ আফসোস তো কেবল কাফিররা করবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন: আমি যা বলেছি তার প্রমাণ হিসাবে আমি এখনি তোমাকে আল-কুরআনের আয়াততিলাওয়াত করে শোনাচ্ছি।'(কিতাবুল কাবায়ের - কবিরা গুনাহ)

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا الخَرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن ْمِنَ الصَّلِحِينَ

অর্থ: তোমরা আমার দেওয়া সম্পদ থেকে সৎপথে ব্যয় কর মৃত্যু ঘনিয়ে আসার পূর্বে, যখন তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তি বলবে, হে আমার রব! আমার মৃত্যু যদি সামান্য একটু দেরি করতেন, তাহলে আমি 'সাদকা দিতাম' এবং 'সৎ কর্মশীল হতাম। (সূরা মুনাফিকুন:১০)

এখানে সাদকা দিতাম অর্থ হজ করতাম। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হয়: 'যাকাত কখন ফরয হয়? তিনি বললেন: যখন দুশো দিরহাম পরিমাণ সম্পদ জমা হয়। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: হজ কীসে ফরয হয়? তিনি জবাব

দিলেন: পাথেয় ও পরিবহণ খরচ সংগৃহীত হলে। (কিতাবুল কাবায়ের - কবিরা গুনাহ)

হাদিসে এসেছে-

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَتَاهُ

اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثْلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

شُجاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهزِمَيْهِ " يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ " ثُمَّ يَقُول:ُ

أنا مالك، أنا كنزك. ثُمَّ تَلَا: لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ

يَبْخَلُونَ الْآيَة

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "আল্লাহ তাআলা যাকে সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে যাকাত আদায় করেনি। কেয়ামতের দিন তার ঐ সম্পদকে কপালে দুটি কালো চিহ্ন বিশিষ্ট সাপের আকৃতি দান করা হবে। ঐ সাপ তার গলা পেচিয়ে ধরবে। অতঃপর তার ওপর চড়ে দংশন করবে আর বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার গচ্ছিত ধন ভান্ডার। (কিতাবুল ফিকহ - iom)

যাকাত আদায়ে সক্ষম ব্যক্তি যদি ধন-সম্পদের যাকাত আদায় না করে, তা হলে তার সম্পদকে বিষাক্ত সাপে পরিণত করে হার বানিয়ে তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে। তাকে এ শাস্তি দোযখে প্রবেশের পূর্বে হাশরের ময়দানে দেওয়া হবে। কেননা, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কেয়ামত দিবসের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এভাবে হাশরের ময়দানে বিচার অনুষ্ঠান সমাপ্ত করার পর তাকে বেহেশত কিংবা দোযখে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং সেখানে তার সম্পদগুলোকে লোহার তপ্তপাতে পরিণত করে তার শরীরে দাগ দেওয়া হবে।

আর যাকাত না দেওয়ায় কেয়ামত দিবসের শাস্তিই শেষ নয়; বরং তাকে দোযখে প্রবেশ করানোর পর যাকাত না দেওয়ার অপরাধে আরো বিভিন্ন রকম শাস্তিভোগ করতে হবে। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

মোটকথা হলো, যাকাত আদায় না করার ফলে দোযখে প্রবেশের পূর্বে ও পরে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে।

قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ لْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصَابِعَه "

উক্ত হাদিস হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:)ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কোনো লোকের সংরক্ষিত মাল কেয়ামতের দিন নেড়ে [কেশহীন] সাপ হবে। তার মালিক তা হতে পলায়ন করবে। কিন্তু সে (সাপ) তার পিছু ধাওয়া করবে। যতক্ষণ না তার আঙ্গুলগুলো [খাদ্যরূপে] তার [সাপের] মুখে দেবে। (মিশকাতুল মাসাবিহ ১৭৯১ :৪ খন্ড)

যেসব সম্পদের মধ্যে যাকাত ফরজ হয়েছে, যেমন- কোনো ব্যক্তির নিসাব পরিমাণ মেষ, বকরি বা গরু আছে, সে উক্ত বকরি বা গরুর যাকাতের অবিকল বকরি বা গরু না দিয়ে বরং তার মূল্য বা সমপরিমাণ মূল্যের অন্যকোনো জিনিস প্রদান করল। সুতরাং এভাবে যাকাত দেওয়া বৈধ হবে কিনা?জনমনে একটা প্রশ্ন জাগে। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি যে যাকাতের মাল যে মালের সাথে মিশ্রিত হবে, সে মাল ধ্বংস হবেই।

এই প্রসঙ্গে হাদিসে বলা হয়েছে,

عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ
رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا خَالَطَتِ الزَّكاةُ مالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ
رَوَاهُ الشافِعِيُّ وَالبُخَارِى في تاريخه الْحَمِيدِى وَزَادَ قَالَ يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجُهَا فَيُهْلِ الحَرَام الْحَلَالَ وَقَدِ احْتَجَ بِهِ مَن يَرَى تَعَلَّقَ الزَّكَاةَ بِالْعَيْنِ هُكَذَا فِي . الْمُنْتَقَى وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِإسْنَادِهِ إِلى عَائِشَةَ وَقَالَ أَحْمَدُ فِي خَالَطَتْ تَفْسِيرُهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ
مُوسِرُ أَوْ غَنِيٌّ وَإِنَّمَا هِيَ لِلْفُقَرَاءِ

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, যে সম্পদে যাকাত মিশবে, নিশ্চয় তা তাকে ধ্বংস করেদেবে।

শাফেয়ী বুখারী তাঁর তারিখ গ্রন্থে এবং হুমাইদী তা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হুমাইদী [এর ব্যাখ্যায়] বর্ণনা করেছেন, রাসূল ইরশাদ করেছেন, তোমার উপরে যাকাত ফরজ হলো অথচ তুমি আদায় করলে না [অর্থাৎ মাল হতে যাকাতরূপে আদায় করলে না]। এখনতো হারাম মাল তোমার হালাল মালকেও ধ্বংস করে দেবে। তার সাথে ঐ ব্যক্তি দলিল গ্রহণ করেন, যিনি বলেন যে, যাকাতের সম্পর্ক মূল মালের সাথে রয়েছে। মুনতাকা গ্রন্থে অনুরূপ রয়েছে, বায়হাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) হতে বর্ণনা করেন। যার সনদ হযরত আয়েশা (রা.) পর্যন্ত উল্লেখ করেন। ইমাম আহমদ (র.) خالطت শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, কোনো ব্যক্তি যাকাত গ্রহণ করল [অর্থাৎ, নিজে যাকাত না দিয়ে নিজের মালের সাথে নিয়ে খেল। অথচ সে স্বচ্ছল বা ধনী ব্যক্তি [যাকাত গ্রহণের যোগ্য নয়।। এ যাকাতের মাল অপর মালকে ধ্বংস করবে, কারণ এটা গরিব মিসকিনের হক। (মিশকাতুল মাসাবিহ :১৭৯৩,4 খন্ড)

ব্যবহারের জন্য তৈরিকৃত বৈধ গহনা-পত্রে যাকাত দিতে হয় না। তবে সঞ্চয়ের জন্য বা ভাড়া দেওয়ার জন্য তৈরিকৃত গহনার যাকাত দিতে হবে। বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্যের জন্য যাকাত দিতে হবে।

রাসূলে করিম(সা:)বলেন: 'যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত দিল না, শেষ বিচার দিবসে তার সম্পদ একটি বিষধর সাপে পরিণত হয়ে গলা পেঁচিয়ে থাকবে এবং তার দুই চোয়াল আঁকড়িয়ে ধরে বলবে "আমি তোর সম্পদ, আমি তোর পুঁজি।'

অতঃপর তিনি নিচের আয়াত তিলাওয়াত করলেন-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتْهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْم الْقِيمَةِ وَلِلَّهِ مِيْرَاثُ السَّمَاتِ وَالْأَرْض.

অর্থ : আল্লাহর দেওয়া সম্পদ নিয়ে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন ঐ কৃপণতাকে নিজেদের জন্য মঙ্গল মনে না করে। ওটা তাদের জন্য অকল্যাণ। যে সম্পদকে কেন্দ্র করে তারা কৃপণতা করত, তা শেষ বিচার দিবসে তাদের গলায় পেঁচিয়ে থাকবে।—(সূরা আলে ইমরান ১৮০)

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে: 'শেষ বিচার দিবসে সোনা-রুপাকে আগুনে পুড়িয়ে তাদের কপালে, পিঠে ও পাশে সেক দেওয়া হবে।' আল-কুরআনের এ উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন যে, তার দিনার ও দিরহামগুলো পুড়িয়ে একটার ওপর অপরটি সেক দেওয়া হবে না; বরং মানুষটির দেহের চামড়া এত সম্প্রসারিত করা হবে, যাতে প্রত্যেকটি দিনার ও দিরহামকে (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট যুগের প্রচলিত মুদ্রা) পুড়িয়ে পৃথক পৃথকভাবে সেক দেওয়া সম্ভব হয়।—(কিতাবুল কাবায়ের - কবিরা গুনাহ)

প্রশ্ন হতে পারে যে, সেক দেওয়ার জন্য পিঠ, কপাল ও পার্শ্বদেশকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে কেন? এর জবাব হলো এই যে, কৃপণ ধনী ব্যক্তিবর্গ দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখলে বিরক্তির সাথে কপাল কুঁচকে ফেলে ও মুখ কালো করে। অতঃপর পার্শ্বদেশ ঘুরিয়ে দেহ বাঁকা করে দাঁড়ায়। তারপর দরিদ্র লোকটি কোনো কিছু পাওয়ার আশায় নিকটে এলে তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দিয়ে স্থান ত্যাগ করে। তাই এ অঙ্গগুলোতে সেক দিয়ে কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শাস্তি দেওয়া হবে।

রাসূলে করিম বলেন: 'পাঁচটি পাপের পাঁচটি শাস্তি। সাহাবায়ে কেরাম বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! কোন পাঁচটি অপরাধের কোন পাঁচটি শাস্তি? রাসূল করিম (সা:)বললেন:যখনই কোনো জাতি ওয়াদা ভঙ্গ করবে, আল্লাহ তাদের দুশমনকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন। যখনই কোনো জাতি আল্লাহর নাযিল করা বিধান ছাড়া অন্য কিছু অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করবে, আল্লাহ তাদের ভেতরে দারিদ্র্যকে সর্বব্যাপী করে দেবেন। যখনই কোনো জাতির ভেতর অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও ব্যভিচারের প্রচলন ঘটবে, আল্লাহ তাদের মধ্যে মৃত্যু (অর্থাৎ অস্বাভাবিক ও অপরিণত বয়সে মৃত্যু) ব্যাপক করে দেবেন। (কোনো কোনো বর্ণনায় মৃত্যুর পরিবর্তে মস্তিষ্ক বিকৃতির উল্লেখ আছে) যখনই কোনো জাতি মাপে ও ওজনে কমবেশি করবে আল্লাহ তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও অজনার কবলে ফেলবেন। যখনই কোনো জাতি যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে আল্লাহ তাদেরকে অনাবৃষ্টির কবলে ফেলবেন। '(কিতাবুল কাবায়ের - কবিরা গুনাহ)

বর্তমান সময়ে অনেকে যাকাত আদায় করে না। যাকাত আদায় না করার কারণে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে কত ভয়াবহ শাস্তির কথা বলেছেন। যেমন,

ধন-সম্পদের গর্বে যারা গর্বাবোধ করে, তাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, অচিরেই তাদের এ দুনিয়া ও তার সকল সহায়-সম্পদ ছেড়ে চলে যেতে হবে। যখন জমা করা সম্পদকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে কপালে, পিঠে ও পার্শ্বে সেক দেওয়া হবে, তখন তা তাদের কোনো উপকারে আসবে না। আলোচ্য আয়াতটি কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। গরিব ও ভিক্ষুকদের দেখে বিরক্তি প্রকাশ করা ঠিক নয়। মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে গরিব ব্যক্তিকে ধনীতে পরিণত করতে পারেন এবং ধনীতে এক মুহূর্তে গরিবে পরিণত করতে পারেন। কাউকে দরিদ্র বানানো ও কাউকে ধনী বানানোর পেছনে আল্লাহর যে গূঢ় রহস্য এবং মহৎ উদ্দেশ্য বিদ্যমান রয়েছে তা ভুলে যাওয়া ঠিক নয়।

বিশিষ্ট তাবেয়ী মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-ফিরিয়াবী (রহ.) বলেন : একবার আমি ও আমার সাথিরা আবু সিনান (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই। কিছুক্ষণ পর আবু সিনান (রহ.) আমাদেরকে সাথে নিয়ে তাঁর এক প্রতিবেশীকে দেখার উদ্দেশে গমন করলেন। ঐ প্রতিবেশীর এক ভাই সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছে। তাই তাকে সান্ত্বনা দেওয়াই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি খুবই অস্থিরভাবে কান্নাকাটি করছেন। আমাদের কোনো সান্ত্বনা বাণীই তাঁকে শান্ত করতে পারছিল না।

অবশেষে আমরা বললাম: আপনি কি জানেন না যে, মৃত্যু একটা অবধারিত বিষয়? তিনি বললেন: তা তো জানি ভাই, কিন্তু আমি কান্নাকাটি করছি শুধু এজন্য যে, আমার ভাই কবরে ভীষণ শাস্তি ভোগ করছে। আমরা বললাম: আল্লাহ কি আপনাকে অদৃশ্যের সংবাদ জানিয়েছেন? তিনি বললেন: দাফন সম্পন্ন করার পর যখন সবাই চলে গেল, তখন আমি কবরের নিকট কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। সহসা কবর থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম: আহ্,আমাকে একা থাকতে দাও। আমি শাস্তি ভোগ করতে থাকি। আমি নামাযও আদায় করতাম, সিয়াম-সাধনাও করতাম তার এ কথায় আমার কান্না আসতে লাগলো। আমি তার অবস্থা দেখার জন্য কবর খুঁড়লাম। দেখলাম, কবরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে এবং আমার ভাই-এর গলায় আগুনের শিকল ঝুলানো রয়েছে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম আপনার ভাই দুনিয়ায় থাকাকালে কী করত?

তিনি বললেন: সে যাকাত আদায় করত না। আমরা তখন বললাম:

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا أَتْهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْم َالْقِيمَةِ.

অর্থ: যারা আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদে কার্পণ্য করে, তাদের এ কাজকে তোমরা ভালো মনে কর না। এটা তাদের জন্য অশুভ। যে সম্পদ নিয়ে তারা কার্পণ্য করত তা শেষ বিচার দিবসে তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। (সূরা আলে ইমরান :১৮০)

আপনার ভাইকে হয়তো এ শাস্তি অগ্রিম দেওয়া হচ্ছে। অতঃপর আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে একজন সাহাবির নিকট গেলাম, যিনি তখনো জীবিত। আমরা তাঁকে সব কিছু খুলে বললাম: 'কত ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টান মারা যায়। তাদের তো এমনটি হতে দেখি না।' তিনি বললেন: তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামে যাবে। তবে আল্লাহ ঈমানদারদের ভেতরেই দৃষ্টান্ত দেখান, যাতে তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নিজের পরিবার এর লোকজনকে নামাজ এবং যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতে বলেছেন।যাতে আমাদের পরিবারের লোকজন যাকাত আদায় না করার এই ভয়াবহ কঠোর শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। যে ব্যক্তি নিজ পরিবারের লোকজনকে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তাকে পছন্দ করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বলেন -

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًا

তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন।(সূরা মারইয়াম:৫৫)

যাকাত প্রদান কারীর জীবনে যাকাতের প্রভাব

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন- "তাদের মাল-সম্পদ হতে তুমি 'যাকাত' আদায় কর, ফলে তুমি এটা দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।" অবশ্য এ 'পবিত্রকরণ ও পরিশুদ্ধকরণ', বস্তুগত ও আত্মিক উভয় প্রকারে হতে পারে। যেমন- ধনী ব্যক্তির আত্মা, মানসিকতা এবং এর সাথে তার যাবতীয় সমুদয় মাল-সম্পদ পূর্ণাঙ্গভাবে পরিব্যাপ্ত। যাকাত প্রদানে যাকাতদাতার জীবনে কোন কোন বিভাগে কী কী প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা নিম্নে বর্ণিত হলো-

১. যাকাত মানুষকে লোভ থেকে মুক্ত রাখে: কোনো মুসলমান আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে যাকাত প্রদান করে, তা তাকে গুনাহের মলিনতা হতে বিশেষভাবে লোভ ও কার্পণ্যের মতো হীনতা ও জড়তা হতে পবিত্র রাখে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, লোভ-লালসা ও কার্পণ্য এ বস্তু দু'টি মানুষের অন্তরাত্মাকে খুব বেশি আক্রান্ত করে রাখে। মূলত আত্মতৃপ্তি, ধন-লিপ্সা ও ঐশ্বর্যের প্রেরণা ইত্যাদি- মানুষের স্বভাবগত ধর্ম। আর সে স্বভাব ও প্রকৃতিগত ভাবধারা লোভ ও কার্পণ্যের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। ফলে অন্যদের তুলনায় নিজেকে অধিক সম্পদে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রেরণা মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠে। বস্তুত এই লোভ ও কার্পণ্যের অশুভ পরিণাম ব্যক্তির জন্য যেমন, সমাজের জন্যও তেমন ক্ষতিকারক। আর এট অনস্বীকার্য যে, যাকাত প্রদানের এই শাশ্বত বিধান মানুষকে এই সমস্ত সহজাত ব্যাধি হতে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে।

২. যাকাত মানুষকে দানে ও ব্যয়ে অভ্যস্ত করে: মনোবিজ্ঞানীদের মতে- মানুষের অভ্যাসের একটা গভীর প্রভাব ও সম্পর্ক তার চরিত্র ও আচার-আচরণে প্রতিফলিত হয়। তাই বলা হয়, অভ্যাসের একটা শক্তি ও আধিপত্য আছে, মানুষের জন্মগত প্রথম প্রকৃতির অনুরূপ দৃঢ় বটে। আর অভ্যাস হলো দ্বিতীয় পদ্ধতি। 'যাকাত প্রদান' এ অভ্যাসকে সুমার্জিত করে। ফলে যাকাতদান মানুষকে- অর্থদান, বৈধ পথে সাধারণ ব্যয় এবং তাগ স্বীকারে অভ্যস্ত হতে সাহায্য করে।

যে ঈমানদার-মুসলমান সাধারণভাবে দান-সদকায় অর্থ-সম্পদ অকাতরে ব্যয় করে, ফসল ঘরে তোলার সাথে সাথেই উশর আদায় করে, বছর পূর্তির সাথে সাথে অর্জিত আয়ের, ব্যবসায়ী পণ্যের, গবাদি পশুর, ঈদের নামাজের পূর্বে ফিতরা তথা সর্ব সময় যাকাত আদায় করে, এমন মুসলমান দান ও অর্থব্যয়ের একটা মৌলিক গুণের অধিকার হতে পারে। তার

চরিত্রের গভীরে এই অভ্যাসটি শিকড় গেড়ে যায়। ফলে সে ইহ ও পরকালে-দানশীল তথা মহান লোকদের দলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৩.আল্লাহর চরিত্রে ভূষিত হয়:আল্লাহ তা'আলার অসীম গুণাবলির অন্যতম হচ্ছে কল্যাণ, রহমত, অনুগ্রহ ও পরাবর্ষণ। যার মধ্যে এ গুণগুলো থাকে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। এসব গুণ অর্জনের উদ্দেশ্যে মানবীয় বক্তি-সমার্থের্য্যে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা চালিয়ে আল্লাহর চরিত্রে ভূষিত হওয়া একান্তই আবশ্যক। আর এটাই হচ্ছে, মানুষের উন্নতি ও উৎকর্ষের সর্বোচ্চ স্তর। মানুষ যদি কার্পণ্য ও লোভের উর্ধ্বে উঠে দান, ব্যয় ও ত্যাগ বীকারে অভ্যস্ত হতে পারে, তাহলে সে মানবীয় লোভের পঙ্কিলতা হতে উর্ধ্বে উঠতে পারে এবং আল্লাহর প্রদত্ত উচ্চতর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলিতে ভূষিত হতে পারে।

৪.**যাকাত প্রদান আল্লাহর নিয়ামতের শোকর**: নিয়ামতের শোকর ও দাতার কৃতজ্ঞতা একান্তই অপরিহার্য;মানুষের বিবেক এ জন্যে তাড়না করে, প্রকৃতি এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, নৈতিকতা এর দাবি করে এবং সকল ধর্ম ও আইন-ব্যবস্থা সে জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দান করে।

যাকাতদাতার মন-মানসিকতায় আল্লাহর শোকরের ভাবধারা জাগিয়ে তোলে। প্রতিটি নিয়ামতের বিনিময়ে মানুষের যাকাত দেওয়া একান্ত আবশ্যক। সেই নিয়ামত বস্তুগত হোক কিংবা তাৎপর্যগত। এ কারণে মুসলিম সমাজে এ কথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও প্রচলিত- তুমি তোমার সুস্থতার যাকাত দাও, তোমার দৃষ্টিশক্তির যাকাত দাও, তোমার ইলমের যাকাত দাও এবং তোমার সন্তানদের সৌভাগ্যের যাকাত দাও! এমনিভাবে একটি নির্মল ভাবধারা মুসলিম মানসে জেগে উঠে। হাদীসেও বলা হয়েছে- "প্রত্যেকটি জিনিসেরই যাকাত দিতে হয়।"

৫.দুনিয়াপ্রীতির চিকিৎসা: মুসলমানের জন্য দুনিয়াপ্রীতি ও ধন-সম্পদের জন্যে পাগলপারা হওয়া একটি

ঘাতক ব্যাধি। আর এ ব্যাধির চিকিৎসা হচ্ছে যাকাত প্রদান। এ কারণে শরিয়তের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হিসেবে ধন-সম্পদের মালিককে তার মালের কিছু অংশ তার হাত হতে বের করে দানশীল রূপে আখ্যায়িত হওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া একান্তই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেছে। এই কিছু পরিমাণ মাল কাউকে দিয়ে দেওয়া ধন-সম্পদের প্রতি যে তীব্র আকর্ষণ মালিকের মনে

রয়েছে, তা চূর্ণ করে দিতে পারে। মনকে ধন-সম্পদের দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকিয়ে দেওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে। সুতরাং বলা যায় যে, যাকাত ফরজ করা হয়েছে অন্তর হতে দুনিয়া ও ধন-সম্পদের প্রতি চরম আসক্তির সুনির্দিষ্ট ও সঠিক চিকিৎসা বিধানের লক্ষ্যে।

৬. **যাকাত ধনীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ করে** :"যাকাত তাযকিয়া করে" এ কথার তাৎপর্য হলো- ধনী ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সমৃদ্ধি ও তার অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশ সাধন। সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণের হাত প্রসারিত করে, দীন ও মানবতার খাতিরে নিজের সম্পদ ব্যয় করে এবং এভাবে তার উপর আল্লাহর আরোপিত অধিকার যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়, সে তার নিজের মধ্যে একটা প্রশান্তি, সম্প্রসারতা, উদারতা ও বিপুলতা অনুভব করতে আরম্ভ করবে, যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার সুখ অনুভব করবে। সে কার্যতই তার দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠবে, নিজের কু-প্রভাব হতে মুক্ত হবে এবং তার প্রবৃত্তির লোভ-লালসা শয়তানকে দমন করতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে করবে। এটাই মানসিক বিকাশ, উৎকর্ষ ও আত্মিক ঐশ্বর্য লাভ।

৭. **যাকাত ভালোবাসা উদ্ভাবক:**যাকাত প্রদান ধনী ব্যক্তি এবং তার সমাজ-সমষ্টির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা ও সূক্ষ্ম সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কটি হয় খুবই দৃঢ় ও মজবুত। ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতাই এর মূল সূত্র। কেননা মানুষ যখন অন্য কারো সম্পর্কে জানতে পারে যে, তার কল্যাণে সে আগ্রহ রাখে, তার যাতে ভালো হয় সে চেষ্টাই সে করে, তার জন্যে যা ক্ষতিকর তা সে দূর করতে চায়; তাহলে সে তাকে স্বাভাবিকভাবেই ভালোবাসবে। তার প্রতি তার মন-মানস অনিবার্যভাবেই আকৃষ্ট হবে। ফকির মিসকিনরা। যখন জানবে যে, এ ধনী ব্যক্তি তার ধন-সম্পদের একটা অংশ তাদেরকে দিবে। তার ধন-সম্পদ বেশি হলে তাদের জন্যে তার ব্যয়ের পরিমাণও অবশ্যই বেশি হবে। তখন তারা এ ব্যক্তির জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, তার সাহস বৃদ্ধি করবে। আর আল্লাহর দরবারে জনগণের এ মনোভাবের একটা প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। হৃদয়গুলোর উত্তাপ তাকে অধিক উৎসাহিত করবে। সেসব দোয়া ও আন্তরিক শুভেচ্ছা সেই ব্যক্তির কল্যাণকর ও মহানুভবতার কাজে নিমগ্ন থাকার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৮.**যাকাত ধন-সম্পদের পবিত্রতা বিধান করে:** যাকাত যেমন হৃদয়ের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধিতা বিধান করে,তেমনি তা ধনীর ধন-সম্পদের পবিত্রতা সাধন করে, তার প্রবৃদ্ধি ঘটায়। পবিত্রকরণের প্রতিক্রিয়া হলো-মালের মধ্যে অপরের মাল মিলে মিশে থাকলে তা কলষিত হয়। সে অপরের মাল তা হতে বের করে না দেওয়া পর্যন্ত তা পবিত্র হতে পারে না। এ কারণে রাসূলে কারীম এর বলেছেন- "তুমি যখন তোমার মালের যাকাত দিয়ে দিলে, তখন

তুমি তা হতে [তোমার পক্ষে। খারাপটা দূর করে দিলে।” অর্থাৎ, গরিব-মিসকিনের। যে ভাগটা তোমার মালের সাথে ছিল তা সরিয়ে দিয়ে নিজের মালকে পবিত্র করলে।

৯. **'যাকাত' হারাম মালকে পবিত্র করে না:** যে মাল মালিকের কাছে শরিয়তসম্মত উপায়ে পৌঁছে, তা-ই

হালাল মাল। আর যা অপহরণ, ছিনতাই, ঘুষ, সুদ ও জুয়া ইত্যাদি যেকোনো অবৈধ উপায়ে পৌঁছে তা হারাম মাল। যাকাত কোনো হারাম মালকে পবিত্র করতে পারে না। যেমন- কয়লা যতবারই ধোয়া হোক না কেন কখনো পরিষ্কার হবে না এবং তা হতে কখনো পরিষ্কার পানি বের হয়ে আসবে না। ফতোয়ার কিতাবে বর্ণিত আছে- হারাম মাল দান-সদকা করে ছওয়াব লাভের আশা রাখে এমন ব্যক্তির কাফের হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

১০. **'যাকাত' মূলধনে বৃদ্ধি করে** :যাকাত ধন-মালে প্রবৃদ্ধি ঘটায়। এতে মালে বরকত সৃষ্টি হয়। যাকাত দ্বারা প্রকাশ্যত হ্রাস হতে দেখলেও প্রকৃতপক্ষে তাতে বৃদ্ধি ঘটে। যেমন আল্লাহর কালামে বর্ণিত আছে- আল্লাহ তা'আলা সুদকে ধ্বংস করেন এবং সদকাকে বৃদ্ধি করেন। আর এই প্রবৃদ্ধি কীভাবে ঘটতে থাকে তা মালিকও অনুভব করতে পারে না।

অর্থনীতির আলোকে বুঝা যায়, ধনীর হাতের তুলনায় গরিবের হাতে টাকা পয়সা অধিক সচল হয়ে উঠে। কেননা গরীবের মন সর্বদা একটি টাকা পাওয়ার জন্য ব্যস্ত থাকে। ফলে টাকা হাতে আসার পর সে অধিকতর গতিশীল ও কর্মতৎপর হয়ে উঠে এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে উৎপাদন ও ব্যবসায়ের মাধ্যমে এই গতিশীল অর্থই আবার দাতার হাতে প্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সেই গরিব উক্ত টাকা দ্বারা বাজার থেকে যা কিছু খরিদ করবে, এর বিক্রেতাও সেই সদকাদাতা বা যাকাতদাতা ব্যক্তিই। ফলে তার প্রদানকৃত টাকা আবার তার কাছে ফিরে আসল, অবশেষে সে উক্ত টাকা দ্বারা আরেকটি পণ্য খরিদ করে দোকানে তুলতে সক্ষম হলো। এভাবে তার মূলধন বৃদ্ধি হতে থাকে।
যাকাত প্রদানের ফলে সম্পদ আরো দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেছেন -

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝

মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। (সূরা রুম-৩৯)

অনেকে মনে করে থাকেন যে যাকাত বের করলে সম্পদ কমে যায় কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন যাকাত বের করলে সম্পদ আরো দ্বিগুণ বেড়ে যায় এবং সম্পদে আরো অনেক বরকত আসে। যাকাত মালকে পবিত্র করে। যেকোনো সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে তা থেকে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যাকাত বের করতে হয়। এই যাকাতে গরিব-দুঃখীদের হক রয়েছে।যাকাতের টাকায় আত্মীয়-স্বজন -প্রতিবেশী- মিসকিন সবার হক রয়েছে। নিজ আত্মীয়দের মধ্যে যারা গরীব তাদেরকে প্রথমে যাকাতের টাকা দিতে বলা হয়েছে এতে করে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়।

যাকাত ফরজ হওয়ার হেকমত :ইসলামি শরীয়ার যে কোনো বিধান প্রবতনের পেছনে কোনো না কোনো হেকমত নিহিত রয়েছে। যেমন বলা হয় -فِعلُ الحكيمِ ل يخلو عنِ الحكمة ;তাই যাকাতোর মধ্যে নিম্নোক্ত রহস্যগুলো পাওয়া যায়-

১.সমাজ থেকে দরিদ্রতা দূর হয়।

২.রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে ভারসাম্যতা সৃষ্টি হয়।

৩. যাকাতের মাধ্যমে মালের প্রবৃদ্ধি ঘটে।

৪. যাকাত অর্থদান ও ব্যয়ের প্রতি অভ্যস্ত করে।

৫. যাকাতদাতার সামাজিক মর্যাদা সৃষ্টি হয়।

৬. যাকাত পরকালের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে।

৭. অভাবমুক্ত ইসলামি সমাজ গঠিত হয়।

৮. যাকাতদাতার আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জিত হয়।

৯.যাকাত ধন-সম্পদের পবিত্রতা বিধান করে।

১০. ধনী ও গরিবদের মাঝে সুসম্পর্ক সৃষ্টির শুভ সূচনা হয়।

১১.যাকাত মানুষের লোভ নিবারণ করে।

১২. যাকাত দ্বারা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় হয়।(মিশকাতুল মাসাবিহ)

যাকাতের সাওয়াব ও ফজিলত

যারা যাকাত আদায় করে আল্লাহ তায়ালা তাদের অনেক সওয়াব দান করেন। যাকাত আদায় করার ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পদে আরও বরকত এবং সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনে অনেক আয়াত নাজিল করেছেন। যাকাত আদায় করলে যাকাত আদায় কারীর অন্তর পরিশুদ্ধ হয় এবং নিজের মধ্য থেকে অহংকার ও লোভ লালসা দূর হয়ে যায়।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

যারা আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করে, তাদের খরচকৃত জিনিসের উদাহরণ হলো ঐ শষ্যদানার মতো, যে এক দানা থেকে সাতটি শীষ উদগত হয়, যে শীষগুলির প্রত্যেকটিতে আবার থাকে একশ করে দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তাকে এর চেয়েও বেশী দান করেন। তিনি সব ধরণের স্বচ্ছলতার অধিকারী, সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।(সূরা বাকারা-২৬১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যায় করার পর খোটা বা কষ্ট দেয় না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট মহাপুরস্কার অপেক্ষা করছে। তারা আগত পরিস্থিতিতে ভীত সন্ত্রস্ত হবে না এবং বিগত কিছুর জন্য তারা দুঃখিত হবে না। (সূরা বাকারা -২৬২)

যারা যাকাত আদায় করে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাদের পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেছেন -

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্যে তাদের পুরষ্কার তাদের পালনকর্তার কছে রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।(সূরা বাকারা -২৭৭)

যারা যাকাত আদায় করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হেদায়েত প্রাপ্ত করেন এবং তাদেরকে অনেক সওয়াব দান করেন। ইসলামে নামাজ যেমন একটি ফরজ বিধান সেরকম ভাবে যাকাত আদায় করাও ফরজ বিধান। যারা নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে আল্লাহ তাআলা তাদের হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন -

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَـٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝

নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায ও আদায় করে যাকাত; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।(সূরা তাওবা -১৮)

একটি হাদিসে এসেছে এক দানে দিগুণ সওয়াব-

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا، سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ " . وَقَالَ " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَالرَّبَابُ هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ بِنْتُ صُلَيْعٍ . وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ . وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ الرَّبَابِ . وَحَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ . وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ. ٍ

. কুতায়বা (রাহঃ) ...... সালমান ইবনে আমির (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত যে, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন ইফতার করে তখন সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে, কারণ এতে রয়েছে বরকত। খেজুর না পেলে পানি দিয়ে যেন ইফতার করো। কারণ তা পবিত্র।

তিনি আরা বলেনঃ মিসকীনকে সাদ্‌কা দিলে তা কেবল সাদ্‌কাই, আর আত্মীয়কে দিলে তাতে রয়েছে দু'টি সাওয়াব। একটি সাদ্‌কা এবং আরেকটি আত্মীয়তা রক্ষা। -(ইবনে মাজাহ ১৮৪৪)

এই বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) এর স্ত্রী যায়নাব, জাবির এবং আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবু ঈসা (রাহঃ) বলেন, সালমান ইবনে আমির (রাযিঃ) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান। রাবী রাবাব (রাহঃ) হলেন, সুলাইর কন্যা উম্মুর রায়েহ। এমনিভাবে সুফিয়ান সাওরী (রাহঃ) ও সালমান ইবনে আমির (রাযিঃ) সূত্রে ও নবী (ﷺ) থেকে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর শু'বা (রাহঃ) সালমান ইবনে আমির (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সনদে তিনি রাবী রাবাব-এর নাম উল্লেখ করেননি। সুফিয়ান সাওরী এবং ইবনে উআয়না (রাহঃ) এর রিওয়ায়াতটি অধিকত সহীহ। ইবনে আওন এবং হিসাম ইবনে হাসসান (রাহঃ) ও অনুরূপভাবে হাফসা বিনতে সিরীন, রাবাব (রাহঃ) সালমান ইবনে আমির (রাযিঃ) সূত্রে এটির বর্ণনা করেছেন।(জামে তিরমিজি -৫৫৮)

অন্য আরেকটি হাদিসে এসেছে-

মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (রাহঃ) ...... আবু কাবশা আনমারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছিঃ তিনটি বিষয়ে আমি কসম করছি এবং সেগুলির বিষয়ে তোমাদের বলছি। তোমরা এগুলোর সংরক্ষণ করবে।

অনন্তর তিনি বললেনঃ দান-সাদ্‌কার কারণে কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। কোন বান্দা যদি কোন বিষয়ে মযলুম হয় আর তাতে সে সবর অবলম্বন করে তবে এতে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার ইযযত বাড়িয়ে দেন। কোন বান্দা যখন যাঞ্চার দরজা খুলে তখন আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার অভাবের দরজাও খুলে দেন। অথবা তিনি এ ধরণের কোন কথা বলেছেন।

তোমাদের আমি একটি কথা বলছি, তোমরা সেটির খুব হেফাযত করবে। এই দুনিয়া হল চারজনেরঃ যে বান্দাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ ও ইলম দান করেছেন আর সে এই ক্ষেত্রে তার রবের ভয় করে এবং এর মাধ্যমে সে আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখে ও তাতে আল্লাহর হক সম্পর্কেও সজ্ঞান, সেই বান্দার মর্যাদা হল সর্বোচ্চ স্তরে।

আরেক বান্দা হল যাকে আল্লাহ তাআলা ইলম দান করেছেন কিন্তু তাকে সম্পদ দেন নি অথচ সে সৎ নিয়তের অধিকারী, সে বলে, আমার যদি সম্পদ থাকত তবে তাতে অমুক (প্রথমোক্ত) ব্যক্তির আমলের ন্যায় আমল করতাম। নিয়ত অনুসারেই এই ব্যক্তির মর্যাদা নির্ধারণ হবে। সুতরাং এদের উভয়ের সাওয়াব হবে এক বরাবর।

অপর এক বান্দা হল যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু ইলম দেননি। সে তার সম্পদের ইলম ছাড়াই বিভ্রান্তভাবে খায়িশাত অনুসারে ব্যয় করে, এই বিষয়ে তার রবের ভয় করে না, তা দিয়ে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে না এবং এই ক্ষেত্রে আল্লাহর হক সম্পর্কেও সজ্ঞান নয় এই ব্যক্তির স্থান হল সবচেয়ে নিম্নস্তরে।

অন্য এক বান্দা হল যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদও দেননি ইলমও দেননি, কিন্তু সে বলেঃ আমার যদি সম্পদ থাকত তবে অমুক ব্যক্তির ন্যায় (প্রবৃদ্ধি অনুসারে) আমল করতাম। তার স্থান নির্ধারিত হবে তার নিয়ত অনুসারে। সুতরাং এদের উভয়েরই গুনাহ হবে এক বরাবর।(জামে তিরমিজি-২৩২৫)

আল্লাহ তায়ালা যাকাত আদায়কারীকে পছন্দ করেনএবং যাকাত আদায়কারীকে আল্লাহ তা'আলা অনেক সওয়াব ও ফজিলত দান করবেন। যাকাত আদায়কারীকে আল্লাহ তাআলা আখিরাতে মহাপুরুষ্কার দান করবেন।

যাকাত পূর্ণাঙ্গ ইসলাম মানার অন্যতম মাধ্যম: যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। একে বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম মানা সম্ভব নয়। আর পূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য ইসলামের যাবতীয় বিধান মানা অবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

افتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ব্যতীত তাদের কি প্রতিদান হ'তে পারে? ক্বিয়ামত দিবসে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে। নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন' (বাক্বারাহ ২/৮৫)।

যাকাত ঈমানের সত্যায়নকারী: পৃথিবীতে মানুষের নিকটে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হ'ল তার ধন-সম্পদ। আর সে কখনই তা দান করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁর নিকটে অধিক প্রিয় না হয়।

যাকাত অন্তরে প্রশান্তি লাভের মাধ্যম: মানুষের সম্পদ যত বেশীই হোক না কেন, যদি তার কোন প্রতিবেশী অনাহারে দিনাতিপাত করে তাহ'লে সে কখনও তার অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। বরং যখন তার সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ ঐ গরীব লোকটিকে দিয়ে সচ্ছল করে, তখন সে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে।

প্রত্যেক মানুষ যেহেতু তার সম্পদকেই অধিক ভালবাসে এমনকি সম্পদের জন্য মানুষ নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, সেহেতু সেই অধিক ভালবাসার বস্তুকে অন্যের জন্য পসন্দ করার মাধ্যমেই পূর্ণ ঈমানদার হওয়া সম্ভব। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পসন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পসন্দ করে। (মিশকাত হাদিস নং-৪৯৬১)

যাকাত জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفَةً، قَدْ يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا من ظاهرها، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَالاَنَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

'জান্নাতের মধ্যে এমন সব (মসৃণ) ঘর রয়েছে যার বাইরের জিনিস সমূহ ভিতর হ'তে এবং ভিতরের জিনিস সমূহ বাহির হ'তে দেখা যায়। সে সকল ঘরসমূহ আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যে ব্যক্তি (মানুষের সাথে) নম্রতার সাথে কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে (যাকাত আদায় করে), পর পর ছিয়াম্ পালন করে এবং রাতে ছালাত আদায় করে অথচ মানুষ তখন ঘুমিয়ে থাকে'। (মিশকাত হাদিস নং-১২৩২)

যাকাত মুসলিম ঐক্যের সোপান: যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ় হয়। এমনকি এটি সমগ্র মুসলিম জাতিকে একটি পরিবারে রূপান্তরিত করে। ধনীরা যখন গরীবদেরকে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সহযোগিতা করে তখন গরীবরাও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ধনীদের উপর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। ফলে তারা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وأحسن كما أحسن الله إليك আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন' (কাছাছ ৭৭)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

المُسلِم أخو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حاجة أخيه كان الله في حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً فَرجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবে না।

যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন'। (মিশকাত হাদিস নং-৪৯৫৮)
অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ والحمى

'পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মুমিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে আক্রান্ত হয়'। (মিশকাত হাদিস নং-৪৯৫৩)
যাকাত কল্যাণ নাযিলের মাধ্যম: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاء 'তারা তাদের সম্পদের যাকাত আদায়কে বাধা দেয় না। বরং আকাশ হ'তে (রহমতের) বৃষ্টি বর্ষণকে বাধা দেয়'। (ইবনে মাজাহ হাদিস নং-৪০১৯)

বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পাঁচ কারণে পাঁচ প্রকার আযাব আসে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), কী সেই আযাব? জবাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

১.যে সম্প্রদায় প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ তাআলা তাদের দুশমনদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করে দেন।

২. যে সম্প্রদায় আল্লাহ পাকের নাযিলকৃত হুকুমের বিপরীতে বিচারালয় ইত্যাদিতে ফয়সালা করে, তাদের মাঝে দরিদ্রতা এবং অভাব-অনটন ব্যাপক আকার ধারণ করে।

৫. যে সম্প্রদায় অপকর্ম ও দুষ্কৃতিতে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে মৃত্যুর হার ব্যাপক করে দেন।

৪. যে সম্প্রদায় ওজনে কম দেয়, তারা অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষে পাকড়াও হয়।

৩. যে সম্প্রদায় যাকাত দেয় না, সেখানে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়। (আত- তারগীব ওয়াত -তারহীব)

যাকাত হচ্ছে সম্পদের ময়লা

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যাকাত হলো সম্পদের ময়লা। যেমন, মেশকাত শরীফে বর্ণিত আছে, নিঃসন্দেহে যাকাতের মাল হলো মানুষের মালের ময়লা।

আল্লাহ তাআলা ওই ময়লা থেকে মালকে পাক পবিত্র করার জন্য বলেছেন, তিনি ইরশাদ করেন-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

অর্থাৎ (হে নবী!) তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করো, যার মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।(সূরা তাওবা, আয়াত-১০৩)

আল্লাহ তাআলা যাকাত এ জন্যই ফরয করেছেন, যেন এ যাকাত অবশিষ্ট মালকে পাক-পবিত্র করে দেয়। যেমন, আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যখন সাহেবে নেসাব ব্যক্তির নেসাবের মালের উপর এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায় তখন সম্পদের ময়লা বের হয়ে উপরে এসে যায়, যদি যাকাত আদায় করে দেয় তাহলে ওই সম্পদ ময়লা থেকে পাক-পবিত্র হয়ে যায়। আর যদি যাকাত আদায় না-করে তাহলে ওই ময়লা পুনরায় এই সম্পদের মধ্যে প্রবেশ করে। যার ফলে পুরো সম্পদই বিনষ্ট হয়ে যায়। বিভিন্ন প্রকার আকস্মিক মুসীবত এবং অনাকাঙ্খিত বিপদাপদে খরচ হয়ে সম্পদ নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যায়। (মেশকাত:পৃষ্ঠা-১৫৬)

যাকাতের মাধ্যমে মাল নিরাপদ হয়

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যাকাতের মাধ্যমে আপন সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করো। সদকার মাধ্যমে অসুস্থদের চিকিৎসা করো। আর দোয়া ও কাকুতি-মিনতির মাধ্যমে বিপদাপদ মোকাবিলা করো।

২. অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- যে ব্যক্তি আপন সম্পদের যাকাত আদায় করে দিল, সে তার সম্পদের সকল ক্ষতি দূর করে দিল।

৩. অন্য এক হাদীসে এসেছে- যে ব্যক্তি নিজের মালের যাকাত আদায় করে না, কিয়ামত দিবসে তার ওই সম্পদকে টাক পড়া বিষধর সাপের রূপ দান করা হবে এবং তার গলায় তা বেড়ির মতো পেঁচিয়ে যাবে। (যাকাত বিশ্বকো পৃষ্ঠা -২৯৭)

যাকাতের ক্ষেত্রে কোন মূল্য ধর্তব্য হবে?

সোনা-রুপা বিক্রি করতে চাইলে অর্ধেক মূল্যে বিক্রি করতে হয়। আর কিনতে গেলে আসল মূল্যে ক্রয় করতে হয়। এখন প্রশ্ন হলো, কোন মূল্যের হিসাবে যাকাত আদায় করবে?

এর উত্তর হলো: যদি সোনা-রুপার পরিবর্তে এর মূল্য দ্বারা যাকাত আদায় করতে চায় তাহলে বাজারে প্রচলিত মূল্যের হিসাবে মূল্য নির্ধারণ করে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করবে। (কেননা, এতে গরীবদের উপকার বেশি হয়)।যাকাত বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা -২৯৬

যাকাতের শরীয়ত নির্ধারিত ব্যাখ্যায় রদবদল করা

ইজমা তথা উম্মাহর সর্বসম্মত মতানুসারে ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে অন্যতম রুকন হলো যাকাত। যাকাতের নির্ধারিত ব্যাখ্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। খোলাফায়ে রাশেদীন এর উপর আমল করেছেন। আমাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের উপর শক্তভাবে আমল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর বিরোধিতার ব্যাপারে সতর্কবাণী প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদের ভয় করা উচিত, যেন তাদের উপর কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত না-হয়।(সূরা নুর:আয়াত-৬৩)

সুতরাং সামষ্টিক অবস্থা এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণে যাকাতের পরিমাণের মধ্যে কম-বেশি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ইসলামের শুরুলগ্নে যে ব্যাখ্যা নির্ধারিত ছিল, কিয়ামত অবধি সেই ব্যাখ্যাই থাকবে। অন্যথায় যাকাত প্রত্যেক যুগের শাসকদের হাতের খেলনায় পরিণত হবে। এতে করে তারা শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে লা'নতের উপযুক্ত হবে এবং উম্মতে মুসলিমার ঐক্যের ভিত্তি টুকরা-টুকরা হয়ে যাবে। শরীয়তের স্পষ্ট হুকুমের মাঝে অভিন্নতা বিনষ্ট হয়ে যাবে। (ফিকহুয যাকাত:খন্ড- ১,

যাকাতের নির্দেশ

যাকাতের নির্দেশ সংবলিত আয়াত মক্কা মুকাররমায় অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য যাকাতের নেসাব এবং পরিমাণের বর্ণনা হিজরতের পর মদীনা তাইয়িবায় হয়েছে। আর যাকাত উসুলের নিয়ম-পদ্ধতি মক্কা বিজয়ের পর কার্যকর হয়েছে।(সূরা মুযযাম্মিল :আয়াত-২৯)

যাকাতের টাকা নিজ কাজে ব্যবহার করা

একজন ব্যক্তি যাকাত দেওয়ার জন্য হিসাব করে যাকাতের টাকা পৃথক করে নিল। কিন্তু যাকাত আদায় করার পূর্বেই তার কিছু টাকার প্রয়োজন দেখা দিল। এখন সে ওই যাকাতের টাকা থেকে নিজ প্রয়োজনে খরচ করতে পারবে। অবশ্য পরবর্তী সময়ে এই পরিমাণ টাকা যাকাত হিসেবে আদায় করা তার জন্য আবশ্যক হবে। কেননা, যাকাতের নিয়তে পৃথককৃত টাকা যাকাতের ব্যয়খাতে ব্যয় না-করা পর্যন্ত সে নিজেই এই টাকার মালিক থাকবে। আর মালিকের জন্য নিজের টাকা নিজের কাজে ব্যয় করা জায়েয।

ফসলের যাকাত

অন্যান্য সম্পদের ন্যায় ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলেরও নির্ধারিত যাকাত রয়েছে। এটা আদায় করা ফরজ। কুরআন ও হাদিস থেকে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"তার ফসল উৎপাদিত হলে তা তোমরা খাও এবং ফসল কাটার দিনই তার হক আদায় কর"(সূরা আনআম:আয়াত-১৪১)

আরো ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য বের করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর"।(সূরা বাকারা: আয়াত-২৬৭)

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَ الْعُيُون ُأَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

সালিম ইবনে আব্দিল্লাহ রা. তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানিতে অথবা প্রাকৃতিক ভাবে সিক্ত মাটি হতে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ এবং সেচ দ্বারা উৎপাদিত শস্যের এক দশমাংশের অর্ধেক (যাকাত হিসেবে) দিতে হবে। (কিতাবুল ফিকহ -islamic Online Madrasa)

উশরের আহকাম

عشرশব্দের আভিধানিক অর্থ হল من العشرة جزء واحد বা এক দশমাংশ। (কিতাবুল ফিকহ)

শরীয়তের পরিভাষায়-ফসলের যাকাতকে 'উশর' বলা হয়। অর্থাৎ জমি উশরী হলে যা আদায় করতে হবে তা 'উশর'। মুসলমানের মালিকাধীন ভূমিই হচ্ছে উশরী ভূমি। 'উশর' এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে-একদশমাংশ।

মুসলমানের মালিকানাধীন ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের একদশমাংশ বা দশ ভাগের এক ভাগ অথবা একদশমাংশের অর্ধেক তথা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দেয়াকে 'উশর' বলে। অর্থাৎ মুসলমানের মালিকানাধীন যেসব জমিকে বৃষ্টির পানি এবং নদীর পানি সিক্ত করে কিংবা স্বভাবতই লিফ থাকে-এমন জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে এবং যেসব জমিকে সেচের মাধ্যমে সিক্ত করা হয়-এমন জমি উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

অন্যান্য সম্পদের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর মালিকানাধীন থাকা শর্ত কিন্তু ফসলের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সেই ফসল এক বছর মালিকানাধীন থাকা শর্ত নয়। বরং যখনই ফসল হস্তগত হবে তখনই উশর আদায় করতে হবে। এমনকি বছরে যতবার ফসল উৎপাদন হবে ততবারই ফসলের দশভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে।

উশরী ভূমি কোনগুলো:

১. কোনো জমিনের মালিকেরা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে গেলে তাদের ভূমি উশরী হয়ে যাবে।

২. মুসলিম সেনাপতি কোনো কাফের রাষ্ট্র বিজয়ের পর সে এলাকার জমি মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিলে।

৩. কোনো অনাবাদী জমি দুসলমান আবাদ কবলে তার পাশের জমি উশরী থাকলে তাও উশরী বলে সাব্যস্ত হবে।

৪. মুসলমান থেকে উশরী জমি কিনলে তা উশরী হিসেবেই বাকি থাকবে।

৫. যে ভূমির অবস্থা জানা নেই তাও উশরী বলে ধর্তব্য হবে।(কিতাবুল ফিকহ)

কোন কোন ফসল থেকে উশর উসুল করা হবে

কোনো ফসলে উশর আসবে এ ক্ষেত্রে কুরআনের ভাষায় وأتوا حقه يوم حصاده তথা কর্তিত ফসল বলেছে। এবং ومما اخرجنا لكم من الرض তথা জমিন থেকে যা উৎপন্ন হয়

বলেছে। ঠিক হাদীসেও একই কথা বলেছে। ما اخرجت الأرض ففيه العشر বলে জমিন থেকে উৎপাদিত ফসলের উপর যাকাত ফরজ বলে সাব্যস্ত করেছে। জমিন থেকে উৎপাদিত হয় এমন যে সকল ফসল মানুষ উৎপাদন করে সব গুলোর উপরই উশর আসবে।

এ ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় ভাবেই একটি শর্ত চলে আসে আর তা হলো, যা প্রয়োজনীয় মূল্যবান সামগ্রী তাতে উশর আসবে, অন্য কিছুতে নয়। এটা বলাই বাহুল্য। সে হিসেবে ধান, চাল, গম, ভুট্টা, খেজুর, বাদাম, যব, মশুরি, সিমের বিচি, ছোলা ইত্যাদি কিংবা আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা, আনারস, লিচু, নারিকেল, তরমুজ, সুপারি ইত্যাদি কিংবা শশা, গাজর, মুলো, শালগম, ক্ষিরা, লাউ, কুমড়ো, কদু, করল্লা, বেগুন, পুঁই শাক,পালং শাক, আলুসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কাচা মালের উপরও উশর ফরজ, এমনকি যেই বাঁশ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে উৎপন্ন করা হয়, তাতেও উশর আসবে।

ফসলের যাকাতের নেসাব

ফসলের ক্ষেত্রে যাকাতের নেসাব হলো পাঁচ ওয়াসাক। সাহেবাইন ও আইম্মায়ে সালাসার মতে পাঁচ ওয়াসাক থেকে কম পরিমাণ হলে, তার উপরে উশর আসবে না। দলীল হলো, নবীজী সা. এর হাদিস:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة (صحيح البخاري كتاب الزكوة باب ليس فيما دون خمسة

أوسق صدقة**1/201 :**

অর্থাৎ, নবী সা. বলেন, পাঁচ ওয়াসাকের নিচে কোনো সদকা (উশর) নেই বর্তমান সময়ে পাঁচ ওয়াসাক এর পরিমাণ কী এ ব্যাপারে বেশ কিছু মতভেদ আছে। কয়েকটি মত হলো এই যে,

১. আল্লামা সাঈদ আহমদ পালনপুরী রহঃ এর মতে ৯৭৬ কিলো ৮০০ গ্রাম।

২. ডক্টর হিবাতুজ জুহাইলী এর মতে ৬৫৩ কেজি।

৩. ডক্টর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ তাইয়্যার এর মতে ৬৭৫ কেজি।"

৪. মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া এর মতে তিনটি: ক. ২১ মণ ৮ ছটাক খ. ২৫ মণ ৫ ছটাক গ. ২৭ মণ

উল্লিখিত পরিমাণের দিকে তাকালে আমরা সর্বোচ্চ পরিমাণ দেখি ১০৮০ কেজি, আর সর্বনিম্ন পরিমাণ দেখি ৬৫৩ কেজি।

انفع للفقراء হিসেবে আমরা ৬৫৩ কেজির বর্ণনাটির উপর আমল করতে পারি। কিংবা মুহাক্কিক পালনপুরী দা.বা. এর তাহকীকের উপর নির্ভর করে ৯৭৬ কিলো ৮০০ গ্রামের উপর ফতোয়া দেয়া যায়।—(কিতাবুল ফিকহ -iom)

খরচ বাদ দিয়ে না খরচসহ দশমাংশ দিতে হবে?

ফসল করতে যা খরচ হয়েছে সেসব খরচ বাদ দিয়ে হিসেব করবে না। বরং জমিতে যতটুকু ফসল হয়েছে, যতটুকু উৎপাদিত হয়েছে তার মাঝে এক দশমাংশ দান করে দিতে হবে। এটাই বিধান। কর্মচারীর বেতন, গাড়ি ভাড়া ইত্যাদির জন্য ফসলের মূল্য বা ফসল বাদ দিয়ে দশমাংশ গণনা করবে না। বরং যা'ই উৎপন্ন হল এর মধ্য থেকে এক দশমাংশ বা বিশ ভাগের একভাগ দান করবে।

যাকাতের মাসয়ালা:

অধিক সন্তানের পিতাকে যাকাত প্রদান

যদি কোনো ব্যক্তির সন্তান সংখ্যা বেশি হয়, সে নেসাবের মালিক না-হয়, তার আয়-উপার্জন পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের বা বেতন জন্য যথেষ্ট না-হয় তাহলে এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।'

২. যদি কোনো ব্যক্তির অধিক সংখ্যক সন্তান থাকে এবং ঋণী হওয়ার কারণে সংসার চালানোও মুশকিল হয় তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।

অনুমতি ছাড়া অন্যের যাকাত আদায় করা

যদি কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির যাকাত তার অনুমতি ব্যতীত নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেয় তাহলে যার যাকাত আদায় করেছে, তার যাকাত আদায় হবে না। যদি পরবর্তী সময়ে ওই ব্যক্তি অনুমতি দিয়েও দেয়, তবুও জায়েয হবে না। যত টাকা যাকাত হিসেবে দিয়েছে, তা উসুল করারও তার অধিকার নেই। কেননা, যাকাত প্রদানে ওই ব্যক্তির কোনো দখল ছিল না।

অনুমতি নিয়ে অন্যের যাকাত আদায় করা

যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির যাকাত তার অনুমতি নিয়ে বা তার নির্দেশে আদায় করে দেয় তাহলে ওই ব্যক্তির যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

অনুমান করে যাকাত দেওয়া

পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করেই যাকাত দিতে হবে। অনুমান করে যাকাত দেওয়া উচিত নয়। যদি অনুমান করে যাকাত দেওয়া হয়, আর অনুমান কম হয় তাহলে যাকাত আদায়ের জিম্মাদারী পরিপূর্ণরূপে আদায় হবে না। এর জন্য পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

যদি কোনো কারণে পরিপূর্ণরূপে হিসাব করা সম্ভব না-হয় তাহলে অনুমান করার সময় একটু বাড়িয়ে বেশি অনুমান করতে হবে। যাতে যাকাত কম আদায় না-হয়।

অনুমান করে মূল্য নির্ধারণ করা

পণ্য কম হোক বা বেশি, আনুমানিক মূল্য নির্ধারণ করে যাকাত আদায় করা যথেষ্ট নয়। বরং যাকাতের হিসাব করার সময় পণ্যাদির মূল্য নির্ধারিত হবে ওই সময়ের বাজারদর হিসেবে। এই মূল্যেরই শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে যাকাত আদায় করতে হবে।"

অমুসলিমকে দিয়ে যাকাত বণ্টন করানো

যাকাত বণ্টনের কাজ অমুসলিমের উপর অর্পণ করা জায়েয নেই। এতে মুসলমানের মানহানী হয়। অমুসলিম মুসলমানের উপর নেতৃত্বলাভ করে। যাকাতের টাকা যথাযথ ব্যবহার হয় না। যাকাতদাতাদের যাকাতও এতে আদায় হবে না। এর দায়ভার তার উপর বর্তাবে, যে অমুসলিমকে যাকাত বণ্টনের দায়িত্ব দিয়েছে।'

অমুসলিম গরীবকে যাকাত দেওয়া

১. যাকাতের ব্যয়খাত হলো শুধু দরিদ্র মুসলমান। কোনো অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। যদি কোনো ব্যক্তি অমুসলিম গরীবকে যাকাত দেয়, তার যাকাত আদায় হবে না। এই পরিমাণ যাকাত পুনরায় মুসলমান গরীবকে দিতে হবে।'

কুরআন মাজীদের নির্দেশনা-
إِنَّمَا الصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَالْعُمِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغُرِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থ : যাকাত হলো কেবল গরীব, মিসকীন (সরকারী যাকাত আদায়কারী) ও (ইসলামের প্রতি) যাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জন্য। সেই সঙ্গেযাকাত ব্যয় করা যাবে কাউকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা, আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি সাহায্য করা এবং মুসাফির ব্যক্তিকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে।"(সূরা তাওবা -৬০)

এই আয়াতে গরীব ও মিসকীন দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে মুসলমান গরীব ও মিসকীন উদ্দেশ্য। অবশ্য নফল সদকা কাফেরকে দেওয়া জায়েয আছে।

২. অমুসলিম গরীব ও অভাবীকে আল্লাহর ওয়াস্তে নফল সদকা দেওয়া জায়েয আছে।

৩. অমুসলিম গরীবের ঋণ যাকাত দ্বারা আদায় করা জায়েয নেই।

৪. যদি রাষ্ট্র মুসলমানদের থেকে যাকাতের টাকা নিয়ে অমুসলিমদেরকে দেয় অথবা যাকাতের সঠিক ব্যয়খাতে খরচ না-করে তাহলে যাকাতদাতাদের যাকাত আদায় হবে না। তাদের জন্য আবশ্যক, পুনরায় সঠিক খাতে যাকাত আদায় করা। (যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা -৪৯)

অমুসলিমকে আগে যাকাত দিয়ে থাকলে পুনরায় যাকাত আদায় করা জরুরি

আমাদের এলাকায় কিছু অমুসলিম গরিব প্রতিবেশী আছে। আমাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেও অনেক গরিব আছেন। তবে তারা অন্য এলাকায় আমাদের থেকে দূরে থাকেন। অনেকে মনে করে থাকে অমুসলিম কেউ যাকাতের টাকা দেয়া যায় এ বিষয়ে ইসলামী শরীয়ত কি মাসআলা দেয় তা নিম্নরূপ:

অমুসলিমকে নফল সদকা দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন। এটি জায়েয ও সাওয়াবের কাজ। এটি মানবিক সহানুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু যাকাত মুসলিম ছাড়া অন্যধর্মীয় কাউকে দেয়া যায় না। কেননা যাকাত মুসলমানের এমন সম্পদ, যা শুধু মুসলমানকে দেয়া যেতে পারে। হযরত মুয়ায বিন জাবাল রা.-এর হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

توخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

যাকাত বিত্তবান মুসলমানদের থেকে নেয়া হয় আর গরিব মুসলমানদের দেয়া হয়।(হাদিস ভিত্তিক ফাতাওয়া ও মাসায়েল -দ্বিতীয় খন্ড)

-

যারা মনে করেন যে, অমুসলিমকে যাকাত দেয়া যাবে , তারা সঠিক মাসআলা বলেননি; তাদের কথা কুরআন-হাদীসের বিপরীত। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীগণ এবং চার ইমামের বিপরীত মাসআলা বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত তারা যাকাতের মাসআলা ও নফল সদকার মাসআলায় তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। উক্ত মাসআলা ফিকহ ও ফতোয়ার কিতাবসমূহে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

ইতিপূর্বে আপনি যে-পরিমাণ যাকাত অমুসলিমদেরকে দিয়েছেন, সে-পরিমাণ যাকাত পুনরায় আদায় করতে হবে। কেননা অমুসলিমকে যাকাত হিসাবে প্রদত্ত টাকা নফল সাদকা হিসেবে গণ্য হবে। এখন যা আদায় করবেন, তা যাকাত হিসাবে গণ্য হবে।

অলংকারে যদি খাদ মিশানো থাকে

খাদ মিশানো অলংকারে সোনা বা রুপার পরিমাণ খাদ থেকে বেশি হয়, অর্থাৎ অর্ধেকের চেয়ে বেশি সোনা বা রুপা হয় তাহলে তা সোনা বা রুপার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। খাঁটি সোনা রুপার মতোই এর উপরও যাকাত ফরয হবে।

আর যাদি খাদ বেশি হয়, অর্থাৎ অর্ধেকের চেয়ে বেশি খাদ হয় তাহলে তা খাদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। যাকাতও ওয়াজিব হবে না।—(যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা- ৫০)

অলংকারের নেসাব ও যাকাত

১. অলংকারের নেসাব জানতে সোনা-রুপার নেসাব দেখুন। অলংকার স্বর্ণের হলে স্বর্ণের নেসাব ধর্তব্য হবে। রুপার হলে রুপার নেসাব ধর্তব্য হবে।

২. অলংকার নেসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হলে বার্ষিক চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।
কেননা, মূলত সৃষ্টিগতভাবেই সোনা-রুপাকে 'ছামান' বা মূল্য হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। যা প্রচলিত মুদ্রামান সম্পন্ন। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই এ দু'টিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কেউ যদি সোনা-রুপা দ্বারা ব্যবসা করে পুঁজি না বাড়ায়; বরং অলংকার বানিয়ে রেখে দেয় তাহলে এর দায়ভার শরীয়ত গ্রহণ করবে না। এর দায়ভার তার নিজের, সে অলংকারকে প্রচলিত টাকায় বিনিময় করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করে বাড়ায়নি কেন? সুতরাং সর্বাবস্থায় যাকাত ফরয হবে।

৩. ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.-এর মতে দৈনন্দিন ব্যবহারের অলংকারের উপরও যাকাত ফরয হবে, যদি অলংকার নেসাব পরিমাণ হয় অথবা অন্যান্য যাকাতের মালের সঙ্গে মিলে নেসাব পরিমাণ হয়ে যায়।

৪. যদি সোনা এবং রুপার অলংকার নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার বার্ষিক যাকাত আদায় করতে হবে। চাই ব্যবহার করুক বা না করুক, এতে কোনো পার্থক্য নেই।

৫. লকারে মজুদ অলংকার যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তা থেকেও বার্ষিক যাকাত আদায় করতে হবে।

৬. অলংকারাদি যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে হানাফী মাযহাব মতে অলংকারের উপর বার্ষিক যাকাত ফরয হবে। চাই তা পুরুষের হোক বা মহিলার। খোদাই করে বানানো হোক বা আগুনে গলিয়ে, পাত্র হোক বা অন্য কিছু, ব্যবহৃত হোক বা অব্যবহৃত, মেশিনে বানানো হোক বা আংটির পাথর, সর্বাবস্থায় যাকাত ফরয হবে।

৭. কেউ-কেউ আবার ব্যবহারের অলংকার বলে যাকাত আদায় করে না। এটা সঠিক নয়।—(যাকাত বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা -৫১)

অলংকারের যাকাত

১. (ক) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অলংকার ক্রয় করা হয়েছে। এগুলোর উপর যাকাত কখন ফরয হবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করার পদ্ধতি হলো, উক্ত ব্যক্তির নিকট যেদিন সোনা-রুপা, ব্যাবসার মাল, নগদ টাকা এবং অলংকারের সমষ্টি সাড়ে বাতান্ন তোলা রুপার মূল্যের সমপরিমাণ হবে তখন সে সাহেবে নেসাব বলে গণ্য হবে।

(খ) যেদিন অলংকারের পরিমাণ নেসাব বরাবর হবে, সেদিন থেকেই ওই ব্যাক্তি সাহেবে নেসাব হিসেবে ধর্তব্য হবে। তবে শর্ত হলো, তার কাছে যাকাত ফরজ হয় পরিমাণ অন্য কোনো যাকাতের মাল থাকতে পারবে না।

(গ) অলংকার নেসাব পরিমাণ নেই। কিন্তু অন্যান্য যাকাতের সালের সাঙ্গে মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যায় তাহলে এ ব্যাক্তিও সাহেবে নেসাব হয়ে যাবে।

(ঘ) স্বর্ণ বা তার অলংকার নেই। শুধু রুপা বা ব্যাবসায়িক মাল অথবা নগদ টাকা এবং অন্যান্য যা আছে, তা নেসাব সমপরিমাণ হয় তাহলে সে সাহেবে নেসাব হবে।

(ঙ)যেদিন থেকে কোনো ব্যক্তি নেসাবের মালিক হলো, ওই দিনের চন্দ্র মাসের তারিখ স্মরণ রাখবে। এক বছর পর আবার যখন এই চন্দ্রতারিখ আসবে এবং সে-ও নেসাবের মালিক থাকবে তখন তার উপর যাকাত ফরজ হবে এবং শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

যদি বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আরো অলংকার ক্রয় করে, যেমন এক ঘন্টা পূর্বে ক্রয় করেছে তাহলে এই অলংকারেরও যাকাত আদায় করতে হবে

২. চান্দ্র মাসের যে তারিখে বছর পূর্ণ হবে, ওই দিন অলংকারের বাজারমূল্য যত হবে, তা থেকে যাকাত আদায় করতে হবে। অর্থাৎ ক্রয় মূল্যের উপর যাকাতের হিসাব হবে না, বরং বছর পূর্ণ হওয়ার দিন বর্তমান বাজার মূল্য যাত হবে, সে হিসাবে যাকাত আদায় করতে হবে।
স্বর্ণের অলংকারে যদি মণি-মুক্তা থাকে তাহলে শুধু স্বর্ণের মূল্যের উপর যাকাত আসবে। মণি-মুক্তার মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে না এবং অলংকার তৈরীর পারিশ্রমিকও তাতে যুক্ত হবে না।

৪. অলংকারের মধ্যে স্বর্ণ ছাড়া অন্য কিছু মিশ্রিত থাকলে, তার যাকাত আদায়ের হুকুম হলো, এই মিশ্রিত অলংকারের স্বর্ণের যে মূল্য হবে, তার শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

৫. অলংকার যখন নেসাব পরিমাণ হবে তখন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যাকাত ফরয হবে। ব্যবহার করুক বা না করুক। নিজের কাছে থাকুক বা ব্যাংকের লকারে থাকুক, সর্বাবস্থায় যাকাত ফরয হবে। —(যাকাত বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা: ৫১-৫৩)

অলংকারের যাকাত মহিলা কীভাবে দেবে

১. যে অলংকারের মালিক মহিলা, তা যদি নেসাব সমপরিমাণ হয়, এর যাকাত আদায় করা মহিলার উপর ফরয। স্বামী যদি অনুগ্রহ করে স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে যাকাত দিয়ে দেয় অথবা মহিলা স্বামীর নিকট থেকে টাকা নিয়ে যাকাত দিয়ে দেয় অথবা স্বামী স্ত্রীকে খরচের জন্য যে টাকা দেয়, তা থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে দেয়, যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যদি কোনো ব্যবস্থাই না-

হয় তাহলে মহিলা তার অলংকার থেকেই যাকাত দিতে হবে। চাই অলংকারের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিক অথবা কারো থেকে কর্জ করে চল্লিশ ভাগের এক ভাগের মূল্য আদায় করুক। পরবর্তী সময়ে কর্জ পরিশোধ করে দেবে।

২. চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এর অর্থ হলো চল্লিশ তোলার মধ্য থেকে এক তোলা। আর একশত তোলার মধ্যে আড়াই তোলা বা তার মূল্য।

৩. আল্লাহ তাআলা যখন এই মহিলাকে সাহেবে নেসাব বানিয়েছেন তখন সে মালদার হয়ে গেছে। এখন তার জন্য জরুরী হলো সে বার্ষিক যাকাত আদায় করবে, নতুবা গুনাহগার হবে। আর কবর থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত আযাব ভোগ করতে থাকবে। তার কোনো ওজর শোনা হবে না। তবে আল্লাহ যদি তার খাস রহমতে মাফ করে দেন। এটা তার একান্ত অনুগ্রহ হবে। কিন্তু এই বিশেষ দয়া কার উপর হবে তা আমাদের জানা নেই।–(যাকাত বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা -৫৩)

অলংকারের যাকাত আদায় করে জায়েজ পদ্ধতিতে পরিধান করা নিন্দনীয় নয়

মহিলারা সাধারণত অলংকার তৈরি করিয়ে এবং কিনে বাক্সবন্দী করে রাখে। তারা অলংকার ব্যবহার করে খুবই কম। শুধুমাত্র কোন অনুষ্ঠান বিয়ে ঈদ এর সময় ব্যবহার করে। এই উঠিয়ে রাখা অলংকারের ওপর কি যাকাত দিতে হয় এ বিষয়ে আলোচনা নিম্নরূপ :

কোনো পুরুষ বা মহিলার মালিকানায় নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ বা স্বর্ণালঙ্কার থাকলে তা ব্যবহার করুক বা না করুক, যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণের নিসাব হলো বিশ মিসকাল বা সাড়ে সাত তোলা। এই পরিমাণ অথবা তার চেয়ে বেশি থাকলে যাকাত দেয়া ওয়াজিব। স্বর্ণের বর্তমান বাজারমূল্য অনুযায়ী হিসাব করে বছরে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ যাকাত দেয়া ফরয। যে পুরুষ বা মহিলা নিজের মালিকানাধীন স্বর্ণের যাকাত আদায় করে, তাকে আযাব দেয়া হবে না; যদি তারা জায়েয পন্থায় ব্যবহার করে, শরিয়তপরিপন্থি পন্থায় ব্যবহার না করে, যদি বেগানা পুরুষকে দেখানোর জন্য ব্যবহার না করে। তবে যদি তারা বেগানা পুরুষকে দেখানোর জন্য ব্যবহার করে, তাহলে গুনাহ হবে। যে পুরুষ বা মহিলা নিজের মালিকানাধীন স্বর্ণলঙ্কার নিসাব পরিমাণ হওয়ার পরও যাকাত দেয় না, তারা গুনাহগার হবে। যাকাত না দিয়ে মারা গেলে তাকে আযাব দেয়া হবে মর্মে হুমকি দেয়া হয়েছে। তাদের স্বর্ণ ও অলঙ্কারকে অনেক

বড় সাপ বানানো হবে, যা অলঙ্কারের মালিককে দংশন করতে থাকবে। অন্য বর্ণনায় আছে, এই ধরনের পুরুষ ও মহিলাকে জাহান্নামের আগুনের হার পরানো হবে। হাদীসটি নিম্নরূপ:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتنا رسول الله ﷺ

وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما تؤديان زكوته؟ قالنا: لا، فقال

رسول الله : أتحبان أن يسور كما الله بسوارين من نار؟ قالت: لا، قال:

فأديا زكوته (رواه الترمذي وقال هذا حديث قد روى المثنى بن الصباح عن

عمرو بن شعيب نحو هذا. والمثنى بن الصباح ولهيعة يضعفان في الحديث অর্থাৎ যে মহিলার নিকট যাকাতের নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ বা রূপার অলঙ্কার থাকা সত্ত্বেও যাকাত আদায় করে না, তার জন্য জাহান্নামের আগুনের অলঙ্কার বানানো হবে। তা সে পরিধান করবে।—
(হাদিস ভিত্তিক ফাতাওয়া ও মাসায়েল -দ্বিতীয় খন্ড)

তবে যারা পরিপূর্ণরূপে যাকাত আদায় করে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না। কিন্তু পরিধান করে বেগানা পুরুষের সামনে গেলে এজন্য শাস্তি দেয়া হবে। আর যে মহিলার নিকট নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ বা রূপা নেই, বরং তার চেয়ে কম আছে -তার ওপর যাকাত ফরজ নয় যাকাত না দিলে সে গুনাহগার হবে না। তবে আল্লাহর শুকরিয়া হিসেবে কিছু সদকা করা তার জন্য মুস্তাহাব।

অগ্রিম যাকাত আদায় করা

সাহেবে নেসাব ব্যক্তি যদি নেসাবের মালের উপর বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই অগ্রিম যাকাত দিয়ে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

২. এক নেসাবের যাকাত অগ্রিম দেওয়া যেমন জায়েয, তদ্রূপ কয়েক নেসাবের যাকাতও অগ্রিম দেওয়া জায়েয।

৩. সাহেবে নেসাব ব্যক্তির জন্য কয়েক বছরের যাকাত অগ্রিম আদায় করা জায়েয।

৪. এক ব্যক্তি দুই হাজার টাকা যাকাত দিল। তার কাছে আছে মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা, সে নিয়ত করল যদি আমার নিকট আরো চল্লিশ হাজার টাকা এসে যায় তাহলে এই টাকা হলো অগ্রিম যাকাত। নতুবা এই টাকা থেকে এক হাজার টাকা হলো আগামী বছরের অগ্রিম যাকাত। এরূপ নিয়ত করা জায়েয আছে।

৫. এক ব্যক্তির নিকট এক লাখ টাকা আছে, কিন্তু তার ধারণা হলো তার নিকট দুই লাখ আছে, আর সে ধারণা অনুযায়ী দুই লাখেরই যাকাত দিয়ে দিল। পরবর্তী সময়ে জানতে পারল, তার নিকট এক লাখ টাকাই আছে তাহলে ওই ব্যক্তির জন্য অবকাশ আছে যে, যাকাত বাবদ আদায়কৃত অতিরিক্ত টাকা আগামী বছরের যাকাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবে।–(যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা -৫৫)

আতরের যাকাত

১. আতর বিক্রির জন্য হলে তা ব্যবসায়িক মাল। আর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য হলে ব্যবসায়িক মাল নয়।

২. আতর বিক্রির জন্য হলে এবং তার মূল্য নেসাব সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হলে, বিক্রয় মূল্যের হিসাবে বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

৩. আতরের যাকাত নগদ টাকা দ্বারা দিতে যদি পেরেশানী হয় তাহলে প্রত্যেক প্রকার আতর থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ করে যাকাতের উপযুক্তদেরকে মালিক বানিয়ে দেবে।

আসমানী ফয়সালা

মানুষের বস্তুগত প্রয়োজনাদির সম্পর্ক বস্তুগত জিনিসের সঙ্গে। আর আল্লাহ তাআলার ফয়সালা হলো, বস্তুগত এসব উপায়-উপকরণ তিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করেননি। বরং কিছু মানুষকে জীবন যাপনের উপায়-উপকরণ এত অধিক পরিমাণে দিয়েছেন যে, তাদের প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক অনেক বেশি। আর কিছু মানুষকে জীবন যাপনের

উপায়-উপকরণ এত কম পরিমাণে দিয়েছেন যে, তা দিয়ে তাদের নিত্যদিনেরই প্রয়োজন পূরণ হয় না। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

অর্থ : 'পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা আমি বণ্টন করে দিয়েছি এবং আমিই তাদের একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছি, যাতে তাদের একে অন্যের দ্বারা কাজ নিতে পারে।–(সূরা যুখরুফ :আয়াত ৩২)

দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা টিকিয়ে রাখা এবং ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই তারতম্য আবশ্যক। নতুবা দুনিয়ার এই নেজাম ও শৃঙ্খলা এলোমেলো ও উলট-পালট হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ধনী ও গরীবদের মাঝে তারতম্য সৃষ্টি করে উভয়কে তাদের অবস্থার উপর স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেননি; বরং আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন-

ِوَ الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُوم

'ধনীদের অর্থ-সম্পদে ভিক্ষুক ও সম্পদ-বঞ্চিতদের জন্যে নির্ধারিত হক আছে। '৬২

অর্থাৎ, ধনীদের সম্পদে গরীব ও মিসকীনদের নির্ধারিত অংশ রয়েছে। যে সকল ধনীলোক গরীব ও মিসকীনদের নির্ধারিত অংশ দেয় না, তারা তাদের সম্পদ আত্মসাৎকারী এবং জালেম।—(সূরা মাআরিজ , আয়াত:২৪-২৫)

আয় কম এমন ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান

যদি কোনো ব্যক্তির মাসিক আয় ৫০০০ হাজার টাকা হয়, আর তার মাসিক ব্যয় ৫০০০ হাজারের অধিক হয় তাহলে এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। যদিও তার নিজের ঘর-বাড়ি থাকে।

আয় পর্যাপ্ত হলে

১. কোনো ব্যক্তির মাসিক আয় প্রচুর। তবে পুরো বছর তার নিকট যাকাতের নেসাব পরিমাণ মাল জমা থাকে না। তার উপর যাকাত ফরয হবে না। এমন ব্যক্তিকে যাকাত অথবা সদকা দেওয়া জায়েয আছে এবং ওই ব্যক্তির জন্য তা গ্রহণ করাও জায়েয আছে।

২. কোনো ব্যক্তির মাসিক আয় প্রচুর ও পর্যাপ্ত। সারা বছরই তার কাছে যাকাতের নেসাব পরিমাণ মাল জমা থাকে তাহলে সে ব্যক্তি সাহেবে নেসাব। এমন ব্যক্তিকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না।

আয়ের হিসাব প্রতি বছর রাখা জরুরী কি না

আয় যদি কম-বেশি হতে থাকে অথবা মালের পরিমাণে পার্থক্য হতে থাকে তাহলে প্রতি বছর আয়ের হিসাব রাখা জরুরী।

অবশ্য যদি একই পরিমাণ টাকা কিংবা অলংকার ইত্যাদি কারো কাছে রাখা থাকে, যা ব্যতীত এমন কোনো আয় নেই যাতে যাকাত ফরয হতে পারে, তবে এক্ষেত্রে একবার হিসাব কষে নেওয়াই যথেষ্ট। তারপর প্রতি বছর ওই হিসাবেই যাকাত আদায় করবে।

ইন্স্যুরেন্সের টাকার যাকাত

ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে সূদ এবং জুয়া উভয়টিই অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে সূদ ও জুয়া উভয়টিই হারাম। এ জন্য ইন্স্যুরেন্স করা বা করানো জায়েয নয়।−(সূরা বাকারা, আয়াত :২৭৫; সূরা মায়েদা, আয়াত :৯০)

সূদ এই কারণে যে, দুর্ঘটনার কবলে পড়লে জমাকৃত টাকা থেকে অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যায়, আর অতিরিক্ত টাকা সূদ। আর জুয়া হলো এই কারণে যে, যদি কোনো দুর্ঘটনা না-ঘটে তাহলে জমাকৃত টাকা ফেরত পাওয়া যায় না। আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী এই টাকার মালিক হয়ে যায়। তখন এটা হয় জুয়া। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মুফতী শফী রহ. এবং মুফতী ওলী হাসান রহ.-এর লিখিত "বীমায়ে জিন্দেগী" নামক কিতাব দেখে নিতে পারেন।)

যদি কেউ বীমা করে থাকেন তাহলে তা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। নতুবা সুদী লেনদেনে অংশীদার থাকার কারণে গুনাহগার হবেন। তথাপি এই বীমা বন্ধ না-করা পর্যন্ত আসল টাকার উপর যাকাত ফরয হবে এবং অতিরিক্ত টাকা নেওয়া জায়েয হবে না। তারপরও কোনো ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত টাকা নিয়ে নেয় তাহলে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হলে তা ফেরত দেবে। আর সম্ভব না-হলে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া কোনো গরীব-মিসকীনকে দিয়ে দেবে। (যাকাত বিশ্বকোষ :পৃষ্ঠা -৬১)

ইনকাম ট্যাক্স

ইনকাম ট্যাক্স আদায় কারার দ্বারা যাকাত আদায় হবে না। বরং শতকরা আড়াই টাকা হারে হিসাব করে পৃথকভাবে যাকাত আদায় করা ফরয। (যাকাত বিশ্বকোষ,)

ইমাম সাহেবকে বেতন হিসেবে যাকাত দেওয়া

কোনো-কোনো এলাকায় ইমামের জন্য কোনো বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা হয় না। প্রথা হিসেবে মুসল্লিগণ এবং এলাকার অন্যান্য লোকজন ইমাম সাহেবকে যাকাত প্রদান করে থাকে। আর ইমাম সাহেব এর বিনিময়ে নামায পড়াতে থাকেন। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রদ্ধতি জায়েয নেই। যাকাত প্রদানকারী এরূপ লোকদের যাকাত আদায় হবে না। কেননা, এটা বিনিময়ের মতো। আর বিনিময় হিসেবে যাকাত প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে না।

তবে ইমাম সাহেবকে যদি ইমামতীর বেতন-ভাতা পৃথকভাবে দেওয়া হয়, অপর দিকে ইমাম সাহেব গরীব, অভাবগ্রস্ত ও ঋণী হওয়ার কারণে তাকে আলাদা ভাবে যাকাত দেওয়া হয় তাহলে সহীহ হবে। যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং ইমাম সাহেবকে সহযোগিতা করাও হয়ে যাবে।

ইমাম সাহেবকে যাকাত দেওয়া

১. ইমাম সাহেব যদি গরীব হন, যাকাতের নেসাবের মালিক না-হনঅথবা ঋণী হন তাহলে ইমাম সাহেবকে যাকাত দেওয়া এবং ইমাম সাহেবের জন্যে যাকাত গ্রহণ করা জায়েয হবে। এমতাবস্থায় কমিটি ও মুসল্লিদের জন্য উচিত হলো, অন্যদের উপর ইমাম সাহেবকে অধিক

প্রাধান্য দেওয়া। যাতে তিনি জীবিকা নির্বাহের পেরেশানী থেকে মুক্ত হয়ে দীনের কাজ করতে পারেন।

২. ইমাম সাহেব যদি গরীব না-হন, বরং যাকাতের নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হন তাহলে জেনে-শুনে এমন ইমাম সাহেবকে যাকাত দেওয়া এবং ইমাম সাহেবের জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

৩. যাকাত এবং ওয়াজিব সদকার টাকা ইমাম সাহেবকে ইমামতির বিনিময়ে বেতন-ভাতা হিসেবে দেওয়া জায়েয নেই। কেননা, যাকাতের টাকা বিনিময় ছাড়া কাউকে মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত। কোনো জিনিসের বিনিময়ে দিলে যাকাত আদায় হবে না।

৪. কোনো-কোনো অঞ্চলে মসজিদের ইমাম সাহেবকে সর্বাবস্থায় যাকাতের উপযুক্ত মনে করে। এটাও ঠিক নয়। কারণ, যাকাত পাওয়ার যোগ্য হলে তাকে দেওয়া হবে, নতুবা নয়। (যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা -৬২)
বরং ঈমান সাহেবের সাহায্যে প্রয়োজন হলে যাকাতের পরিবর্তে নফল এবং আদিয়া তফফা দিয়ে সাহায্য করা উচিত।

ঈদ উপলক্ষে যাকাতের টাকা দিয়ে বকশিশ দেওয়া

যাকাতের হকদার ব্যক্তিদেরকে ঈদের বকশিশ নামে যাকাতের টাকা দেওয়া জায়েয। দেওয়ার সময় মনে মনে যাকাতের নিয়ত করে নেবে।

উদাসীনতার কারণে যাকাত না দিলে

নিসাবের মালিক উদাসীনতার কারণে বা অন্য কোন কারণে বিগত এক বছরের যাকাত আদায় করেনি। তা মাফ হবে না। বরং যাকাত আদায় করতে হবে। এই যাকাত আদায়ের পদ্ধতি হলো, পরবর্তী বছরে বর্তমান বছর এবং পেছনের এক বছর উভয় বছরের যাকাত আদায় করবে।

আর এক্ষেত্রে হিসাব এভাবে করবে যে, গত বছরের যাকাতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার দিন যে পরিমাণ সোনা-রুপা, নগদ টাকা সম্পদ ছিল, প্রথমে ওই সম্পদের যাকাত দিয়ে দেবে। অতঃপর এই বছর যে পরিমাণ সম্পদ, নগদ টাকা ইত্যাদি আছে, এর যাকাত দিয়ে দেবে। আর এই বছর যে পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা ইত্যাদি মজুদ হবে তার যাকাতও দিয়ে দেবে।

উপহার/গিফটের নামে যাকাত দেওয়া

যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিকে গিফট বা উপহারের নামে যাকাত দেওয়া জায়েয। তবে শর্ত হলো, অন্তরে যাকাত দেওয়ার নিয়ত থাকতে হবে।

উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া

যে গরীব নেসাবের মালিক নয় এবং তার কাছে এই পরিমাণ টাকা নেই, যা দ্বারা নিজের এবং নিজের অধীনস্থদের (ভরণ-পোষণসহ) প্রয়োজনাদি পূরণ হয়। তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয। যদিও সে সুস্থ সবল ও উপার্জনে সক্ষম হয়। কেননা, সে গরীব। আর গরীব যাকাতের ব্যয়খাতের অন্তর্ভুক্ত।

এতদ্ব্যতীত বাস্তব দরিদ্রের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। এ জন্য যদি কেউ যাকাতের নেসাব পরিমাণ মালের মালিক না-হয় তাহলে নেসাবের মালিক না-হওয়াকেই অভাবগ্রস্ত দরিদ্র হিসেবে গণ্য করা হবে।

উশর সম্পর্কিত মাসআলা :

উশর অনাদায়ী থাকলে

জনৈক ব্যক্তির জিম্মায় বিগত বছরের উশর অনাদায়ী রয়ে গেছে। এখনো তা আদায় করেনি। তার উশর রহিত হবে না; বরং বিগত বছরের উশর আদায় করা ওয়াজিব। অনাদায়ে মৃত্যুকালে অসিয়ত করে যাওয়াও তার জন্য ওয়াজিব।

উশর আদায় না-করলে গুনাহগার হবে

যে ফসলের উশর আদায় করা হয় না, তা হালাল হলেও, উক্ত ব্যাক্তি উশয় অনাদায়ী রাখার কারণে গুনাহগার এবং ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে।

উশর আদায়ে শস্যের মূল্য দেওয়া

উৎপন্ন ফসলের পরিবর্তে মূল্য দ্বারা উশর আদায় করা জায়েয। অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশের পরিবর্তে এক-দশমাংশ ফসলের মূল্য আদায় করা জায়েখ।

উশর আদায়ের পর যাকাত দেওয়া

উৎপাদিত ফসলের উশর একবার আদায় করার পর, তা বিক্রি না-করা পর্যন্ত পুনরায় উশর বা যাকাত ফরয হবে না। অবশ্য উশর আদায় করার পর উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে দিলে, বিক্রয়লব্ধ টাকার উপর যাকাত তখন ওয়াজিব হবে। যদি ওই ফসলের উপর এক বছর অভিবাহিত হবে অথবা ওই ব্যক্তি পূর্ব থেকেই সাহেবে নেসাব হয় তাহলে তার নেসাবের বছর পূর্ণ হওয়ার পর এই টাকারও যাকাত আদায় করতে হবে।

উশর আদায়ের পূর্বে ব্যয় বাদ দেওয়া

উৎপন্ন দ্রব্যের উশর আদায়ের পূর্বে কোনো প্রকার ব্যয় বাদ দেওয়া যাবে না। কেননা, শরীয়ত ব্যয়নির্ভর চাষাবাদের ক্ষেত্রে ২০ ভাগের ১ ভাগে তথা অর্থ-উশর নির্ধারণ করেছে। তাই উৎপাদন ব্যয় উশরের মোট হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। বরং উৎপাদিত দ্রব্যের সবটুকু থেকেই উশর আদায় করতে হবে। এমনকি বীজও ব্যয়ের মধ্যে গণ্য হবে।

উশর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপরও ওয়াজিব

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যও উশরী জমিনের উৎপন্ন ফসলের উশর আদায় করা ওয়াজিব। উশর ফরয হওয়ার জন্য ঋণ প্রতিবন্ধক নয়।

উশর এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য

উশর এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য হলো, ব্যবসার মাল, স্বর্ণ-রুপা ইত্যাদি একবছর ধরে কারো নিকট থাকার পরও কোনোভাবে যদি তাতে কোনো ধরনের লাভ না আসে, বরং ক্ষতিই হয়, তবে ক্ষতি হওয়ার পরও যদি নেসাব পরিমাণ থাকে, কম না-হয় তাহলে এসব সম্পদের যাকাত আদায় করা ফরয।

পক্ষান্তরে উশর যাকাত থেকে ভিন্ন- উশরী জমিনে ফসল উৎপন্ন হলেই কেবল উশর আবশ্যক হয়, ফসল উৎপন্ন না-হলে উশর আবশ্যক হয় না।

উশর এর নেসাব

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতে 'উশর' এর সুনির্দিষ্ট কোনো নেসাব নেই। বরং উৎপন্ন ফসল কম হোক বা বেশি হোক সর্বাবস্থায় উশর আদায় করা ওয়াজিব। কুরআন-হাদীসে উশর সংক্রান্ত বাণীর ব্যাপকতা থেকে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায়- ১০০ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ অর্থাৎ 'আর (তোমরা ব্যয় করো) আমি তোমাদের জন্যে জমিন থেকে যা করি তা থেকেও।'

উশর এর হকদার কারা

যাকাতের উপযুক্ত যারা, তারাই উশরের উপযুক্ত

উশর ও উৎপাদন খরচ

১. উৎপাদিত সমস্ত ফসলের উশর আদায় করতে হবে। বপন করা, কাটা, হেফাজত করা, তদ্রুপ মাড়াই কাজে ব্যবহৃত ষাঁড়, ট্রাক্টর, পারিশ্রমিক, কীটনাশক, রাসায়নিক সার, হালচাষ ইত্যাদি খরচ উশর আদায়ের পর পরিশোধ করবে।

২. উশর আদায়ের পূর্বে সরকারী খাজনা / ট্যাক্সও বাদ দেওয়া যাবে না।

৩. বাজারে বিক্রির জন্যে পাঠানোর খরচ বাদ দেওয়া যাবে।

উশর ফরয হওয়ার শর্তাবলী

১. উশর প্রদানকারী মুসলমান হওয়া। কেননা, 'উশর' নিরেট ইবাদত। আর অমুসলিম-কাফের ইবাদতের উপযুক্ত নয়।

২. জমিন উশরী হওয়া। কেননা, খেরাজী জমিনে উশর ফরয নয়।

৩. জমিন থেকে ফসল উৎপন্ন হওয়া। সুতরাং ইচ্ছাকৃত বা উদাসীনতার কারণে শস্য উৎপন্ন না-হলে উশর রহিত হয়ে যায়।

৪. জমিনে বপন-করা ফসল হতে হবে। সুতরাং আগাছা, ঘাস (যা এমনিতেই জন্মে) ইত্যাদিতে উশর ফরয নয়।

উশর ফরয হওয়ার জন্য জমিনের মালিক সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া আবশ্যক নয়। বরং জমিনের মালিক শিশু কিংবা পাগল হওয়া সত্ত্বেও জমিনে ফসল উৎপন্ন হলে তাতে উশর ফরয হয়। তাদের অভিভাবকদের উপর তা আদায় করা ফরয হবে।

৬. উশর ফরয হওয়ার জন্য জমিনের মালিক থাকা শর্ত নয়। জমিন উশরী হওয়া শর্ত। যেমন ওয়াকফকৃত জমিনের উৎপন্ন ফসলের উপরও উশর ফরয। তদ্রুপ কেউ লিজ তথা ভাড়ায় কিংবা ধার হিসেবে জমিন নিয়ে চাষাবাদ করলে যে ফসল উৎপন্ন হবে তাতেও উশর ফরয হবে। এক্ষেত্রে লিজ গ্রহীতার উপর উশর ফরয হবে; লিজ দাতার উপর নয়।

৭. উশর ফরয হওয়ার জন্য উৎপন্ন ফসলের উপর বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়। বছরে যতবার জমিনে ফসল উৎপন্ন হবে, ততবারই উশর আদায় করা ওয়াজিব।

৮. ঋণ থাকলেও উশর আদায় করা আবশ্যক। উশরী শস্যাদি থেকে ঋণ বাদ দেওয়া যাবে না। বরং পূর্ণ উৎপাদন থেকেই উশর আদায় করবে।

৯. উশর ফরয হওয়ার জন্য জরুরী হলো, জমিনে বাস্তবেই চাষাবাদ হতে হবে। নতুবা উশর ফরয হবে না। কেননা, উশর হলো উৎপাদনের একটি অংশের নাম।

১০. যেসব উৎপাদিত ফসল দ্বারা আয় করা উদ্দেশ্য হয়, চাই তা শস্য হোক বা ফল, তাতে উশর ফরয হবে। সুতরাং ক্ষেত এবং বাগান উভয়ের উপর উশর ফরয হবে।

উশর মাফ হয়ে যায় যেসব ক্ষেত্রে

১. মালিকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও উৎপাদিত দ্রব্য নষ্ট হয়ে গেলে উশর মাফ হয়ে যায়। আংশিক নষ্ট হলে অবশিষ্টাংশের উশর দেওয়া ওয়াজিব।

সামর্থ্য থাকা অবস্থায়ও চাষাবাদ না-করলে উশর মাফ হয়ে যায়।

উশরী ভূমির ফসল কাটা কিংবা ফল তোলার পূর্বে বা পরে ফল-ফসল নষ্ট হয়ে গেলে অথবা চুরি হয়ে গেলে উশর মাফ হয়ে যায়।

উশর মাফ হয় না

সমকালীন শাসক বা তার প্রতিনিধি উশরী জমিনের উশর যদি কাউকে মাফ করে দেয়, উশর মাফ হবে না। জমির মালিকের উপর আবশ্যক হলো, নিজের পক্ষ থেকে হিসাব করে উপযুক্তদের মাঝে উশর বিতরণ করে দেওয়া।

উশর মৃত্যুর কারণেও মাফ হয় না

উশর ফরয হওয়া ব্যক্তির মৃত্যুতে উশর মাফ হয় না। বরং তার পরিত্যক্ত ফসলাদি থেকে উশর আদায় করতে হবে।

'উশর' শব্দের অর্থ ও প্রকারভেদ

উশর শব্দের শাব্দিক অর্থ এক-দশমাংশ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উশরী জমিনকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে এক শ্রেণির ভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের ১০ ভাগের ১ ভাগ উশর আদায় করা ফরয। আর অপর শ্রেণিতে উৎপন্ন দ্রব্যের ২০ ভাগের ১ ভাগ উশর আদায় করা ফরয করেছেন।

অবশ্য ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় উভয় শ্রেণির ভূমির ক্ষেত্রে আরোপিত যাকাতকে 'উশর' শব্দে ব্যবহার হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, উশরী জমিনের উশর আদায় করা একটি মৌলিক উবাদত এটি খাজনা বা ট্যাক্স নয়।

যে জমিনে বৃষ্টির পানি দ্বারা ফসল উৎপন্ন হয়, তার ফসল থেকে এক-দশমাংশ (১০ ভাগের ১ ভাগ) গরীবদেরকে দেওয়া ওয়াজিব। আর যে জমি সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ হয়, তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ উশর ফরয হয়।

উশরী জমিনে উৎপন্ন ফল-ফসলের যাকাত

১. উশরী জমিনে যা কিছু উৎপাদিত হবে-তা লাভের উদ্দেশ্যে বপন করা হলেও-সবগুলোর উপর উশর ফরয হবে। যেমন: গম, যব বাজরা, ধান, চাউল, শাক-সবজি, তরি-তরকারি, ফল, ফুল, তরমুজ, খরবুজা, খিরা, রসুন, পেয়াজ, ধনিয়া, পুদিনা, ঝিঙে, লাউ, করলা, গাজর, মুলা, সবজি, তাজা খেজুর, শুকনা খেজুর, আখ, শসা, বেগুন, জাফরান, আঙ্গুর, মেথি, মটরশুঁটি, দুর্বাঘাস, গোলাপ, পোস্তাবীজ, তামাক, পাট ও পাটবীজ, আখরোট, বাদাম, আম, জোহরা, জাম, আপেল, আতাফল, আনার ইত্যাদি যেসব ফল-ফসল উশরী জমিনে লাভের উদ্দেশ্যে বপন করা হয়েছে, সবগুলোর উপর উশর ফরয।

২. কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয় না এমন বীজের উপর উশর ফরয হয় না।

উশরের জরিমানা

উৎপাদিত ফসল যদি মালিক নষ্ট করে দেয় তাহলে নষ্টকৃত ফসলের উশরের জরিমানা তার জিম্মায় থাকবে এবং এটা ঋণ হিসেবে তাকে আদায় করে দিতে হবে। যদি মালিক ব্যতীত অন্য কেউ উৎপাদিত ফসল নষ্ট করে দেয় তাহলে মালিক তার থেকে ক্ষতিপূরণ নিয়ে তা থেকে উশর আদায় করবে।

উশরের বিধান

১. জমিন যদি উশরী হয় তাহলে উৎপন্ন ফসলের উপর উশর আবশ্যক হবে।

২. পশুর খাবারের জন্য চাষাবাদকৃত চারণভূমির উৎপন্ন ঘাস, ফসল ইত্যাদিতে উশর ফরয হয়।

৩. শস্য বের হওয়া কিংবা পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই কেউ পশুকে খাইয়ে দিলে উশর ফরয হবে না।

উশরী জমিনে উৎপন্ন ফল-ফসলের যাকাত

১. উশরী জমিনে যা কিছু উৎপাদিত হবে-তা লাভের উদ্দেশ্যে বপন করা হলেও-সবগুলোর উপর উশর ফরয হবে। যেমন: গম, যব বাজরা, ধান, চাউল, শাক-সবজি, তরি-তরকারি, ফল, ফুল, তরমুজ, খরবুজা, খিরা, রসুন, পেয়াজ, ধনিয়া, পুদিনা, ঝিঙে, লাউ, করলা, গাজর, মুলা, সবজি, তাজা খেজুর, শুকনা খেজুর, আখ, শসা, বেগুন, জাফরান, আঙ্গুর, মেথি, মটরশুঁটি, দুর্বাঘাস, গোলাপ, পোস্তাবীজ, তামাক, পাট ও পাটবীজ, আখরোট, বাদাম, আম, জোহরা, জাম, আপেল, আতাফল, আনার ইত্যাদি যেসব ফল-ফসল উশরী জমিনে লাভের উদ্দেশ্যে বপন করা হয়েছে, সবগুলোর উপর উশর ফরয।

২. কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয় না এমন বীজের উপর উশর ফরয হয় না।

উশরের জরিমানা

উৎপাদিত ফসল যদি মালিক নষ্ট করে দেয় তাহলে নষ্টকৃত ফসলের উশরের জরিমানা তার জিম্মায় থাকবে এবং এটা ঋণ হিসেবে তাকে আদায় করে দিতে হবে। যদি মালিক ব্যতীত অন্য কেউ উৎপাদিত ফসল নষ্ট করে দেয় তাহলে মালিক তার থেকে ক্ষতিপূরণ নিয়ে তা থেকে উশর আদায় করবে।

উশরের বিধান

১. জমিন যদি উশরী হয় তাহলে উৎপন্ন ফসলের উপর উশর আবশ্যক হবে।

২. পশুর খাবারের জন্য চাষাবাদকৃত চারণভূমির উৎপন্ন ঘাস, ফসল ইত্যাদিতে উশর ফরয হয়।

৩. শস্য বের হওয়া কিংবা পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই কেউ পশুকে খাইয়ে দিলে উশর ফরয হবে না।

৪. ফসল পরিপক্ক হয়ে কাটার পূর্বেই বিক্রি করে দিলে ক্রেতার উপর উশর ফরয হবে। আর বীজ পেকে যাওয়ার পর বিক্রি করলে বিক্রেতাকেই তার উশর আদায় করতে হবে।

উশরের ব্যয়খাত

১. যাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয, তাদেরকেই উশর দিতে হবে। যাকাতের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে কোনোরূপ বিনিময় ছাড়া উপযুক্ত কাউকে অর্থাৎ মুসলমান গরীব-মিসকীনকে মালিক বানিয়ে তার নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়া শর্ত, তদ্রুপ উশরের ক্ষেত্রেও মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরী।

২.যাকাত এবং উশর বা তার টাকা কেবলমাত্র মুসলমান গরীব-মিসকীনদেরই দেওয়া যাবে। জনকল্যাণমূলক কোনো খাতে তা ব্যয় করা জায়েয় নেই।

উশরের হিসাব কখন থেকে হবে

ফল-ফসল পরিপক্ক হয়ে গেলে উশর ফরয হয়।

উৎপাদিত ফসলের উশর

১. উশরী জমিনের উৎপন্ন ফসলের উশর আদায় করা ওয়াজিব।

২. অনেক সময় উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ এত কম হয় যে, যার মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের সমপরিমাণ। এমতাবস্থায়ও উশর আদায় করা ওয়াজিব। (যাকাত বিশ্বকোষ)

উৎপাদিত ফসল ধ্বংস হয়ে গেলে

মালিকের কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই উৎপাদিত ফসল ধ্বংস হয়ে গেলে উশর মাফ হয়ে যায়।

ঋণের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

শরীয়তের পরিভাষায় যে অর্থ বা বস্তু কোনো ব্যক্তির জিম্মায় বাকী রয়ে যায় বা পাওনা রয়ে যায়, তাকে ঋণ বলে। ঋণ চার প্রকার। যথা-

১. শক্তিশালী ঋণ)قوى(دين(: ওই ঋণকে বলে যা কোনো ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে অথবা কোনো ব্যবসায়ী কারো সঙ্গে বেচাকেনা করেছে এবং তার মূল্য বাকী রয়ে গেছে অর্থাৎ এখন পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়নি। এই জাতীয় ঋণকে শক্তিশালী ঋণ বা دين قوي বলে।

এই জাতীয় ঋণ যদি সবটুকু একসঙ্গে উসুল হয়ে যায় তাহলে সবটুকুরই যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি কয়েকবছর পরে উসুল হয় তাহলে বিগত বছরগুলোর সকল যাকাত যথাযথ হিসাব করে আদায় করতে হবে। আর যদি এই ঋণের টাকা অল্প-অল্প করে উসুল হয় এবং উসুল-হওয়া মালের মূল্য রুপার নেসাবের এক পঞ্চমাংশ বা তার বেশি হয় তাহলে উসুল-হওয়া মাল থেকে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে।

আর যদি উসুল হওয়া মাল / অর্থ রুপার নেসাবের এক পঞ্চমাংশের কম হয় তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না।

২. মধ্যম ঋণ বা دين وسط: বলা হয় কেউ কারো কাছ থেকে এমন কোনো মাল ক্রয় করেছে, যা মূলত ব্যবসায়ের জন্যে ছিল না আর তার মূল্য পরিশোধ করা হয়নি। এই বাকী থাকা ঋণকে মধ্যম ঋণ বা دين وسط বলে।

যখন এ জাতীয় ঋণ থেকে রুপার নেসাবের সমপরিমাণ উসুল হবে তখন বিক্রয়ের দিন থেকে একবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যাকাত ফরয হবে। আর যদি এই ধরনের ঋণ উসুল হতে-হতে উদাহরণস্বরূপ তিন বছর লেগে যায় তাহলে নেসাবের চেয়ে বেশি হলে অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া তিন বছরের যাকাতও দেওয়া আবশ্যক হবে।

আর যদি নেসাবের থেকে কম অর্থ অল্প-অল্প করে উসুল হয়- কখনো একশত কখনো দুইশত এভাবে-তাহলে তাতে যাকাত ফরয হবে না।

৩.দুর্বল ঋণ বা دين ضعيف : ওই ঋণকে বলে, যা কোনো মালের বিনিময়ে পাওনা হয়নি। যেমন- মহরের টাকা, যা কোনো মালের বিনিময়ে পাওনা হয় না; বরং নারীর বৈবাহিক সম্পর্কের বিনিময়ে পাওনা হয়। এ ধরনের অর্থের উপর ওই সময় যাকাত ফরয হবে, যখন পুরো অর্থ হস্তগত হবে এবং হস্তগত হওয়ার পরে পুরো একবছর অতিক্রান্ত হবে। আরো শর্ত হলো, এই ঋণের টাকা রুপার নেসাবের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে অথবা যাকাতযোগ্য অন্যান্য মালের সঙ্গে মিলিয়ে নেসাবের সমপরিমাণ হতে হবে।

এমন ঋণ, যা উসুল হওয়া বেশ মুশকিল বা এমন পণ্য, যা হস্তগত করা দুষ্কর, তার উপর যাকাত ফরয হয় না। তবে ঘটনাক্রমে যদি সেই মাল উসুল হয়েই যায় তাহলে অতিক্রান্ত সকল বছরের যাকাত দেওয়া আবশ্যক হবে। শরীয়তের পরিভাষায় এই জাতীয় অর্থকে "মালে যিমার" বলা হয়।

ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত দেওয়া

ঋণী ব্যক্তির নিকট যদি ঋণ আদায়ের কোনো টাকা না-থাকে এবং সে গরীব হওয়ার কারণে যাকাতের হকদার হয় তাহলে তাকে ঋণ পরিশোধের জন্য এই পরিমাণ যাকাতের টাকা দেওয়া যে, তার ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়, এটা জায়েয এবং সওয়াবের কাজ।

ঋণ দিচ্ছি বলে যাকাত দেওয়া

১. কাউকে ঋণ দেওয়ার কথা বলে যাকাতের টাকা দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অর্থাৎ মুখে বলবে ঋণের কথা, আর অন্তরে যাকাত দেওয়ার নিয়ত করবে, যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যাকাতযোগ্য ব্যক্তি এটাকে ঋণ মনে করলেও কোনো সমস্যা নেই।

২. যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত গরীব ব্যক্তি খুবই আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। যাকাত বলে যদি তাকে টাকা দেওয়া হয়, সে তা নেবে না। আর ঋণ বলে দিলে নেবে। এক্ষেত্রে মনে-মনে যাকাতের নিয়ত করে মুখে ঋণ বলে টাকা দেওয়া জায়েয হবে। যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

অবশ্য পরবর্তী সময়ে সে যদি এই টাকা পরিশোধ করতে চায় তাহলে তাকে বলে দেবে, আমি এই টাকা মাফ করে দিয়েছি এবং ওই টাকা নেবে না। যাতে সে চিন্তামুক্ত হয় ও প্রশান্তি লাভ করে।

ঋণ হিসেবে দেওয়া টাকার যাকাত

১. যে টাকা ঋণ হিসেবে কাউকে দেওয়া হয়েছে, তা যদি এককভাবে অথবা অন্যান্য মজুদ টাকা অথবা স্বর্ণ-রুপা অথবা ব্যবসায়িক মালের সঙ্গে যোগ করলে নেসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে ঋণতাদার উপর যাকাত ফরয হবে।

২. অবশ্য যাকাত আদায় করা আবশ্যক হবে ঋণ উসুল হওয়ার পরই। যদি ঋণ উসুল হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করে দেয়, যাকাত আদায় হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে উসুল হওয়ার পর বিগত বছরগুলোর যাকাত পুনরায় আদায় করতে হবে না।

যে ঋণের বদলায় কোনো জিনিস বন্ধক রেখেছে আর যে ঋণের বদলায় কোনো জিনিস বন্ধক রাখা হয় নাই। উভয়ের হুকুম বরাবর। ঋণ উসুল হওয়ার পর উভয়ের যাকাত আবশ্যক হবে। আর যদি উসুল হওয়ার পূর্বেই দিয়ে দেয়। যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

ঋণনির্ভর ব্যবসার যাকাত

১. জনৈক ব্যক্তির নিকট ব্যক্তিগত পুঁজি, স্বর্ণ-রুপা ইত্যাদি কিছুই নেই। সে কারো নিকট থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করল। তার উপর ওই সময় পর্যন্ত যাকাত ফরয হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঋণের টাকা কর্তন করার পর নেসাব বরাবর টাকা না-হয় এবং বছর অতিক্রান্ত না-হয়। যদি নেসাব বরাবর টাকা হওয়ার পর এক বছর অতিক্রান্ত হয় তাহলেই তার জন্যযাকাত আদায় করা আবশ্যক হবে। জনৈক ব্যক্তি ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করল বা দোকান দিল। বছর পূর্ণ হওয়ার পর, যে পরিমাণ মূল্যের বিক্রয়যোগ্য মাল মজুদ আছে, তার মূল্য থেকে ঋণের টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট টাকার সঙ্গে নগদ টাকা ইত্যাদি যোগ করে, মোট টাকা থেকে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করা আবশ্যক হবে, যদি এ টাকা নেসাব বরাবর বা তার চেয়ে বেশি হয়।

ঋণ দেওয়ার পর যাকাতের নিয়ত করা

১. জনৈক গরীব ব্যক্তি ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে পারছে না। পরিশোধের আশাও নেই। ঋণদাতা যদি ঋণের টাকাকে যাকাতের নিয়ত করে ছেড়ে দেয়, যাকাত আদায় হবে না।

কেননা, ঋণ দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়ত ছিল না এবং ঋণের টাকা যাকাতের নিয়তে পূর্বে পৃথকও করেনি। অথচ যাকাত আদায়ের জন্য এই দুই শর্তের কোনো একটি শর্ত পাওয়া যাওয়া জরুরী। নতুবা যাকাত আদায় হবে না।

২. বাদি ওদের টাকা উসুল হওয়ার পর, যাকাতের নিয়তে দিয়ে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

ঋণীর উপর যাকাত

জনৈক ব্যক্তির নিকট এক লাখ টাকা আছে। তার এক লাখ টাকার ঋণও আছে। তার উপর যাকাত ফরয নয়। চাই ওই এক লাখ টাকা পূর্ণ বছরই তার কাছে থাকুক না কেন।

কেননা, ঋণের টাকা বাদ দেওয়ার পর তার কাছে নেসাব বরাবর টাকা অবশিষ্ট থাকে না।

কারো কাছে যদি এক লাখ টাকা থাকে, আর তার পঞ্চাশ হাজার টাকার ঋণ থাকে, পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ বাবদ বাদ দেওয়ার পর পঞ্চাশ হাজার টাকা অবশিষ্ট থাকে। আর তা নেসাব সমপরিমাণ। সেক্ষেত্রে এই পঞ্চাশ হাজার টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

ঋণী ব্যবসায়ীকে যাকাত দেওয়া

১. জনৈক ব্যবসায়ী হঠাৎ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ল, তার সমস্ত পুঁজি শেষ হয়ে গেছে। তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয।

২. যদি ঋণী ব্যবসায়ীর স্ত্রীর মালিকানায় অলংকার থাকে, ঋণী ব্যবসায়ীর মালিকানায় না-থাকে, এক্ষেত্রেও ঋণী ব্যবসায়ীকে যাকাত দেওয়া জায়েয হবে। স্ত্রীর অলংকারের কারণে স্বামীকে মালদার মনে করা যাবে না।

৩. জনৈক ব্যক্তি উদাহরণস্বরূপ বিশ হাজার টাকার ঋণী। তার কাছে দশ হাজার টাকা নগদ আছে। এক্ষেত্রে দশ হাজার টাকার যাকাত দেওয়ার অনুমতি আছে।

৪. কেউ যদি বলে আমার এত টাকা ঋণ আছে, ঋণ আদায়ের জন্য আমাকে যাকাতের টাকা দেওয়া হোক তাহলে তার কাছে ঋণের প্রমাণ চাওয়া উচিত। (যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা ৮৪)

ঋণী ব্যক্তির যাকাত

জনৈক ব্যক্তি সম্পদশালী, তবে সে ঋণী। এক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের পর যদি নেসাব সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি সম্পদ থাকে তাহলে যাকাত ফরয হবে। আর যদি নেসাবের চেয়ে কম থাকে, যাকাত ফরয হবে না।

এই ঋণ থেকে আল্লাহর হক পৃথক। অর্থাৎ বান্দার উপর আল্লাহর যে ঋণ রয়েছে, যেমন কাফ্ফারা, সদকাতুল ফিতর, হজ্জের সফরের ব্যয় ইত্যাদি, এগুলোকে নেসাব থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। বরং এগুলো সহই পুরো নেসাবের যাকাত আদায় করতে হবে।

অবশ্য বান্দার হক বাদ দেওয়া যাবে। বাদ দেওয়ার পর যদি অবশিষ্ট টাকা নেসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয়, যাকাত ফরয হবে, নতুবা নয়। (যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা ৮৫)

ঋণের টাকায় যাকাত

যদি ঋণের টাকা নেসাব সমপরিমাণ হয় অথবা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে উজ্জ্বল হওয়ার পর যাকাত আদায় করা আবশ্যক। আর যদি ঋণের টাকা উসুল হতে কয়েক বছর সময় লেগে যায় তাহলে টাকা হাতে আসার পর বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে।

একান্নভুক্ত পরিবারের যাকাত

১. যদি কোনো ঘরে তিন ভাই এক সঙ্গে থাকে, খাওয়া-দাওয়াও এক সঙ্গে করে। কিন্তু প্রত্যেকের আয়-রোজগার আলাদা এবং প্রত্যেকের স্ত্রীর মালিকানায় সাড়ে সাত তোলা সোনা থেকে কম স্বর্ণালঙ্কার রয়েছে। তাদের কাছে অন্য কোনো মালও নেই, যার উপর যাকাত ফরয হবে এবং নেসাবের পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছবে। তবে সকলের স্ত্রীদের স্বর্ণালঙ্কার এক সঙ্গে করলে নেসাব পরিমাণ অথবা তার চেয়েও বেশি হয়। এমতাবস্থায় তিন ভাইয়ের স্ত্রীদের কারোর উপরই যাকাত ফরয হবে না। কেননা, যাকাতের নেসাবে একক মালিকানা ধর্তব্য। যৌথ মালিকানা ধর্তব্য নয়। আর এখানে কারো স্ত্রীর মালিকানায় এককভাবে নেসাব পরিমাণ স্বর্ণ নেই।

২. যদি তাদের প্রত্যেক স্ত্রীর নিকট নেসাবের সমপরিমাণ থেকে কম রুপা অথবা নগদ টাকা অথবা ব্যবসায়িক মাল মজুদ থাকে। আর সবগুলোর মূল্য একত্রিত করলে রুপার নেসাবের সমপরিমাণ হয়ে যায় তাহলে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব।

৩. যদি তাদের প্রত্যেকের স্ত্রীর নিকট নেসাব পরিমাণ সোনা বা রুপা অথবা নগদ টাকা বা ব্যবসায়িক মাল মজুদ থাকে, কিংবা যাকাতের বিভিন্ন নেসাবের মাল নেসাব পরিমাণ না-থাকে, কিন্তু সবগুলোকে একত্র করলে কোনো এক নেসাব পরিমাণ অথবা নেসাব থেকে বেশি হয় তাহলে বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব।

এতিমখানা নির্মাণ করা যাকাতের টাকা দিয়ে

১. যাকাতের টাকা দিয়ে এতিমখানা নির্মাণ করা জায়েয নেই। কেননা, এতিমখানা যাকাত ব্যয়ের খাত নয়। যাকাত ব্যয়ের খাত হলো, মুসলমান গরীব ও গরীব।

২.যাকাতের টাকা দিয়ে এতিমখানার এমন আসবাবপত্রও ক্রয় করা জায়েয নেই, যা গরীব ও অসহায় লোককে মালিক বানিয়ে দেওয়া যায় না। যেমন- এতিমখানার খাট, বিছানা, ফার্নিচার, থালা-বাসন ইত্যাদি।

এতিমখানার নির্মাণ কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করা

এতিমখানার নির্মাণ কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করা জায়েয নেই। কেউ যদি জামলীক তথা মালিকানাস্বত্ব প্রদান ব্যতীত এতিমখানার নির্মাণ কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করে, যাকাত আদায় হবে না। এই পরিমাণ টাকা যাকাত হিসেবে পুনরায় আদায় করতে হবে।

এতিমখানার কর্মচারীর বেতন যাকাতের টাকা দিয়ে দেওয়া

যাকাতের টাকা দিয়ে এতিমখানার কর্মচারীর বেতন দেওয়া জায়েয নেই। কেননা, যাকাতের টাকা যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে বিনিময় ছাড়া মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরী। নতুবা যাকাত আদায় হবে না। এক্ষেত্রে কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য যাকাত ব্যতীত অন্য কোনো সাধারণ চাঁদা এবং দানের টাকা থেকে ব্যবস্থা করবে।

এতিমখানায় যাকাত দেওয়া

এতিম ছেলে-মেয়ে যদি বুঝসম্পন্ন হয়, টাকা-পয়সা সামলে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। অর্থাৎ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে এবং তা নষ্ট করে ফেলবে না বা যত্রতত্র ফেলে রাখবে না। নিজের প্রয়োজনে এবং খাওয়া-দাওয়ায় খরচ করবে। এমন ধরনের নাবালেগ ছেলে-মেয়েকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।

এতিমকে যাকাত দেওয়া

এতিম যদি মুসলমান হয়, গরীব এবং অভাবী হয়, নেসাবের মালিক না-হয় তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া অথবা যাকাতের টাকা দিয়ে কোনো জিনিস কিনে দেওয়া কিংবা অলংকার দেওয়া জায়েয আছে। এমন এতিমের তদ্রুপ বিয়ে উপলক্ষে উপঢৌকন হিসেবে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করে দেওয়াও জায়েয আছে।

ওষুধ যাকাত হিসেবে প্রদান করা

হাসপাতাল বা কোনো ডাক্তার যদি যাকাতযোগ্য গরীবদেরকে মালিকানা হিসেবে যাকাতের নামে ওষুধ দেয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। ওষুধের মূল্যকে যাকাতের হিসাবে ধরা জায়েয।

ওষুধের উপর যাকাত

১. দোকানে মজুদ ওষুধের উপর যাকাত ফরয।

২. যাকাতের টাকা হিসাব করার সময়, মজুদ ওষুধের বর্তমান বাজারদর হিসেবে হিসাব করতে হবে এবং শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

৩. ফার্মেসীতে মজুদ ওষধের বর্তমান বাজারদরে মূল্য এবং নগদ টাকা দুটোরই যাকাত দিতে হবে।

৪. আন্দাজ করে যাকাত দেওয়া যথেষ্ট নয়। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসাব করে যাকাত আদায় করবে। নতুবা যাকাত বাকী থেকে গেলে পরকালে গ্রেফতার হবে। আর পরকালে হিসাব-কিতাব আন্দাজ করে হবে না। এক একটি পয়সা করে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব হবে। (যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা ৯০)

ওষুধের যাকাত

১. বছর পূর্ণ হওয়ার পর ফার্মেসীতে মজুদ সমস্ত ওষুধের হিসাব করে বিক্রয় মূল্যের হিসাবে মূল্য নির্ধারণ করবে। ঋণ থাকলে তা কর্তন করার পর, অবশিষ্ট টাকা এবং লাভের টাকার সমষ্টি থেকে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করা ফরয।

২. প্রত্যেক ওষুধের দাম পৃথকভাবে হিসাব করা যদি কঠিন হয় তাহলে হিসাব-নিকাশের খাতা দেখে নেবে। পুরো বছরে কী পরিমাণ ওষুধ এসেছে এবং কী পরিমাণ ওষুধ বিক্রি হয়েছে। বিক্রয়ের হিসাবকে ক্রয়ের হিসাব থেকে বাদ দেবে। অবশিষ্ট থেকে যাকাত আদায় করবে।

অজকাল কম্পিউটারের যুগ। হিসাব-কিতাব সহজ হয়ে গেছে। সুতরাং ফার্মেসিতে কী পরিমাণ ওষুধ মজুদ আছে, আর কী পরিমাণ বিক্রি হয়েছে, তার হিসাব-নিকাশ বের করা কোনো কঠিন বিষয় নয়।–(যাকাত বিশ্বকোষ :পৃষ্ঠা- ৯১)

ওস্তাদকে যাকাত দেওয়া

ওস্তাদ যদি গরীব হন, নেসাবের মালিক না হন, তাহলে ছাত্রের জন্য শিক্ষককে যাকাত দেওয়া জায়েয। শুধু শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক থাকা যাকাত দেওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। বরং যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ওস্তাদকে যাকাত দেওয়ার সওয়াব আরো বেশি। কারণ তাঁকে যাকাত দেওয়ায় তিনি চিন্তামুক্ত হয়ে কাজ করতে পারবেন।

কবরস্থানের জন্য যাকাত দেওয়া

১. যাকাতের টাকা দিয়ে কবরস্থানের জন্য জমি কেনা জায়েয নেই। কেননা এতে তামলীক হয় না। তবে এটা হতে পারে, কোনো গরীব ব্যক্তিকে যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দেবে। অতঃপর তাকে পরামর্শ দেবে, সে এই টাকা দ্বারা জমিন ক্রয় করে, কবরস্থানের জন্য ওয়াকফ করে দেবে। সে যদি সন্তুষ্টচিত্তে তা করে তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। সওয়াবও পাবে। কবরস্থানও হয়ে যাবে।

২. কবরস্থানের নির্মাণ খাতে যাকাতের টাকা ব্যয় করা জায়েয নেই।

কবরস্থানের জন্য যাকাতের টাকা দিয়ে জমিন কেনা

যাকাতের টাকা দিয়ে কবরস্থানের জন্য জমি কেনা বা পুরাতন কবরস্থান মেরামত করা জায়েয নেই। কবরস্থানের জন্য সাধারণ দান, চাঁদা ইত্যাদির টাকা খরচ করবে।

কন্যাকে যাকাত দেওয়া

নিজ কন্যাকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই।

কন্যার জন্য ক্রয় করা স্বর্ণের যাকাত

১. নাবালেগা কন্যার জন্য সোনা, রুপা অথবা অলংকার ক্রয় করে রেখেছে। পিতা মনে করে, কন্যা এগুলোর মালিক তাহলে এগুলোর উপর যাকাত ফরয হবে না। কেননা, কন্যা এখনো নাবালেগা। আর নাবালেগার উপর যাকাত ফরয হয় না।

২. মাতা বা পিতা বালেগা মেয়ের জন্য সোনা-রুপা অথবা অলংকার ক্রয় , তা নেসাব পরিমাণ। আর এগুলো মাতা বা পিতার নিকট রাখা মেয়েকে এখনো মালিক বানিয়ে তার অধিকারে দেয় নাই। এক্ষেত্রে তখনে অলংকারের মালিকানা মেয়ের জন্য সাব্যস্ত হয় নাই। কেননা, মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তার অধিকারে দেওয়া জরুরী। আর এখানে অধিকারে দেওয়া হয়নি। সুতরাং এগুলোর যাকাত আদায় করা ক্রয়কারী অর্থাৎ মাতা বা পিতার জিম্মায় আবশ্যক হবে; বালেগা মেয়ের জিম্মায় নয়।

৩. যদি মাতা, পিতা বা তাদের একজনে স্বর্ণ ইত্যাদি কিনে বালেগা মেয়ের অধিকারে দিয়ে দেয়। অতঃপর তার থেকে নিয়ে নিজেদের কাছে হেফাজত করে রাখে। তাহলে এগুলোর যাকাত আদায় করা মাতা-পিতা বা তাদের কারো উপর আবশ্যক হবে না।

অবশ্য উক্ত অলংকার ইত্যাদি মেয়ের মালিকানায় আসার পর এক বছর অতিক্রান্ত হলে মেয়ের উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে যাকাত মেয়ে আদায় করুক বা তার অনুমতিতে তার পিতা আদায় করুক, উভয় ক্ষেত্রে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা ৯৪)

কন্যাদের বিয়ে মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত

মেয়েদের বিয়ে না-হওয়া পর্যন্ত তাদের ভরণ-পোষণ, প্রয়োজনীয় খরচ এবং বিয়ে দেওয়া পিতার দায়িত্ব। সুতরাং এ সম্পর্কিত খরচ মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য মেয়েদের বিয়ের রুসুম-রেওয়াজী খরচ মৌলিক প্রয়োজনীয় খরচের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর তা যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক নয়।

কনেকে দেওয়া অলংকারের যাকাত

বিয়ের সময় বরের পিতা কনেকে যে অলংকার দিয়ে থাকে, তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ-

১. বরের পিতা কনেকে অলংকার দেওয়ার সময় এ কথা বলে দিল বা লিখে দিল যে, এই অলংকার তোমাকে গিফ্ট বা হাদিয়া হিসেবে দেওয়া হয়েছে অথবা কনে এর মালিক অথবা এটা মহরের অংশ বিশেষ, তাহলে এই অলংকারের মালিক হবে কনে। এই অলংকার নেসাব পরিমাণ বা তার চেয়েও বেশি হলে বছর অতিবাহিত হওয়ার পর কনের উপর যাকাত ফরয হবে। চাই সে নিজে আদায় করুক অথবা তার পক্ষ থেকে তার অনুমতিতে তার স্বামী আদায় করুক, উভয় ক্ষেত্রে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

২. যদি বরের পিতা কনেকে অলংকার দেওয়ার সময় লিখিত বা মৌখিকভাবে বলে দেয় যে, এটা শুধু ব্যবহারের জন্য দিচ্ছি তাহলে এই অলংকারের মালিক কনে হবে না; বরং বরের পিতাই হবে। সেগুলোর যাকাতও আদায়ের দায়িত্ব বরের পিতার উপর বর্তাবে, কনের উপর নয়।

৩. বরের পিতা কনেকে অলংকার দেওয়ার সময় লিখিত বা মৌখিকভাবে কিছুই বলেনি। সেক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত নিয়ম ধর্তব্য হবে- যদি বরের সমাজে প্রচলিত নিয়মে কনে মালিক হয় তাহলে কনের জিম্মায় যাকাত ফরয হবে আর যদি বরের সমাজে প্রচলিত নিয়মে কনে মালিক না-হয়; বরং শ্বশুর বা বরের পিতাই মালিক থাকে তাহলে বরের পিতার উপরই যাকাত ফরয হবে, কনের উপর নয়।

মোটকথা, মালের মালিকই যাকাত আদায় করবে। সুতরাং মালের মালিক নির্দিষ্ট না-থাকলে মালিক নির্দিষ্ট করে নেবে। যাতে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে ক্রটি না-হয়। আর আখেরাতে শাস্তি ভোগ করতে না-হয়।–(যাকাত বিশ্বকো: পৃষ্ঠা -৯৭)

মাতা-পিতা মেয়েকে অলংকার দিলে, তার যাকাত কে দেবে?

মাতা-পিতা মেয়ের বিয়ের সময় যে অলংকার দেয়, তার যাকাত মাতা-পিতা কিংবা স্বামী কারো জিম্মায় নয়; বরং যে মেয়েকে দেওয়া হয়েছে তার জিম্মায়। তবে তার পক্ষ থেকে

তার অনুমতিতে মাতা-পিতা অথবা স্বামী যদি যাকাত আদায় করে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

বিয়ে উপলক্ষে পাওয়া অলংকারের যাকাত

বিয়ে উপলক্ষে কনে যেসব অলংকার পায়, যদি তা পিতা মাতার পক্ষ থেকে হয় অথবা অন্যদের পক্ষ থেকে হাদিয়া-গিফ্ট হিসেবে পায়, তার মালিক কনে। এসব অলংকারের মালিক স্বামী নয়। এর যাকাতের দায়িত্ব কনের উপর। যদি স্বামী নিজের টাকা দিয়ে স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার অনুমতিক্রমে যাকাত আদায় করে দেয় তাহলে স্ত্রীর যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আর স্বামী স্ত্রীর উপর অনুগ্রহ করায় সওয়াবের অধিকারী হবে।

ছেলেকে যাকাত দেওয়া

নিজের ছেলেকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই।

ছেলের বিয়ে মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়

১. ছেলের বিয়ে মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, ছেলে যদি বালেগ হয় তাহলে তার বিয়ে পিতার জিম্মায় ফরয নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ের দায়িত্ব ছেলের নিজের উপর। আর ছেলে যদি নাবালেগ হয় তাহলে তাকে বিয়ে করানো জরুরী নয়।

২. ছেলে যদি নাবালেগ হয়, কামাই করার উপযুক্ত না-হয়, আর তার মালিকানায় এই পরিমাণ মাল না-থাকে, যার দ্বারা তার প্রয়োজনীয় খরচ পূর্ণ করতে পারে তাহলে তার প্রয়োজনীয় খরচ দেওয়া পিতার উপর আবশ্যক। আর যদি তার মালিকানায় এই পরিমাণ মাল থাকে, যার দ্বারা তার প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে পারে তাহলে তার প্রয়োজনীয় খরচ দেওয়া পিতার জিম্মায় আবশ্যক নয়। বরং তার মাল থেকেই তার খরচ দেওয়া হবে। তবে পিতা যদি নিজ মাল থেকে তার খরচ দিয়ে দেয় তাহলে পিতা সওয়াব পাবেন। (যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা - ১২৪)

জামাতাকে যাকাত দেওয়া

জামাতা অর্থাৎ মেয়ের স্বামী যদি গরীব হয়, নেসাবের মালিক না-হয় তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি গরীব এবং যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয় তাহলে ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর যাকাত দেওয়া জায়েয।

দাদা এবং দাদীকে যাকাত দেওয়া
নিজের আপন দাদা এবংদাদীকে যাকাত দেওয়া জায়েজ নেই।

দাসীকে যাকাত দেওয়া

মনিব বা মালিকের জন্য নিজ দাসীকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই।

তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে যে বাঁদী বা দাসী নয়; বরং প্রচলিত নিয়মে মানুষের ঘরে খাদেমা বা চাকরানী হিসেবে কাজ করে, সে অভাবী ও যাকাতের হকদার হলে তাহলে তাকে তার বেতন ব্যতীত সাহায্য হিসেবে যাকাত দেওয়া জায়েয। তবে যাকাতের টাকা বেতন হিসেবে দেওয়া জায়েয হবে না।

দুধ সন্তানকে যাকাত দেওয়া

দুধ সন্তান যদি গরীব ও অভাবী হয়, যাকাতের হকদার হয় তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয। কারণ, দুধ সন্তানের সম্পর্ক আপন সন্তানের সম্পর্কের মতো নয়। এ জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে সে কোনো অংশ পাবে না। তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম এবং পর্দা করা ফরয নয়।–(যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা -১৪৩)

দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়কে যাকাত দেওয়া

দুধ ভাই-বোনকে যাকাত দেওয়া জায়েয, যদি তারা যাকাতযোগ্য হয়।

দুধ মাতা-পিতাকে যাকাত দেওয়া

দুধ মাতা-পিতার সম্পর্ক আপন মাতা-পিতার মতো নয়। এ জন্য তারা যাকাত যোগ্য হলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয।

নানা এবং নানীকে যাকাত দেওয়া

নিজের নানা এবং নানীকে যাকাত দেওয়া জায়েজ নেই।

বাবা এবং মা কে যাকাত দেওয়া

নিজের বাবা এবং মা কে যাকাত দেওয়া জায়েজ নেই।

ব্যাখ্যা:যাকাত মূলত মাল পরিশুদ্ধকরণের জন্যে প্রদেয়। সে হিসাবে একে বলা হয়, সম্পদের ময়লা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আপন বাবা-মা বা সন্তানাদিকে এই নিম্নশ্রেণির মাল দেওয়া নিতান্তই অপমানজনক। তাই ইসলাম বাবা-মা কে যাকাত দিতে নিষেধ করেছে। বলেছে: তোমার বাবা-মা তোমাকে যেভাবে লালন-পালন করেছে, তোমার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করেছে, তোমাকেও সেভাবে তাদের দেখভাল করতে হবে, তাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করতে হবে-এটা তোমার উপর ফরয। কাজেই বাবা-মা কে সন্তানের যাকাত থেকে বঞ্চিত করে ইসলাম তাদের সম্মান করেছে। পাশাপাশি অন্য সম্মানজনক পন্থায় তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে রেখেছে। সুবহানাল্লাহ। -সম্পাদক –(যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা-১৬৫)

মাতা-পিতাকে দেওয়া অর্থের যাকাত

১. সন্তান মাতা-পিতাকে যে টাকা দেয়, তা দয়া এবং সৌজন্যমূলক দিয়ে থাকে। এ জন্য মাতা-পিতা তা হস্তগত করার পর মালিক হয়ে যায়, তদ্রুপ সন্তান মাতা-পিতাকে খরচের জন্য যে টাকা দেয়, মাতা-পিতা এই টাকারও মালিক হয়ে যায়। যদি মাতা-পিতার প্রত্যেকের

নিকট ওই টাকা খরচ করার পর নেসাব পরিমাণ থাকে এবং এই টাকার উপর বছরও অতিবাহিত হয়ে যায়, কোনো প্রকার ঋণও না-থাকে, এক্ষেত্রে বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

২.সন্তান যদি মাতা-পিতার নিকট টাকা আমানত হিসেবে রাখে। এ ক্ষেতে মাতা-পিতা এই টাকার মালিক হবে না। এই টাকার যাকাত মাতা-পিতার উপর ফরয হবে না; বরং আমানতকারী সন্তানের উপর ফরয হবে, যদি তা নেসাব বরাবর হয়। (যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা-২২৭)

শশুর এবং শাশুড়িকে যাকাত দেওয়া

শশুর এবং শাশুড়ি গরিব হলে নেশা বের মালিক না হলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েজ।

বোনকে যাকাত দেওয়া

সহোদরা, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় কিংবা দুধবোন যদি গরীব হয় এবং যাকাতের উপযুক্ত হয়, আর খানা-পিনাও আলাদা হয় তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয।

ভাইকে যাকাত দেওয়া

নিজের সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় কিংবা দুধভাই গরীব হলে তথা যাকাতের উপযুক্ত হলে, খানা-পিনা আলাদা হলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয।

যাকাতের উপযুক্ত' এর অর্থ হলো সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা অথবা এর মূল্যের সমপরিমাণ টাকা অথবা ব্যবসায়িক মালের মালিক না-হওয়া। এরকম সম্পদ না-থাকলে সে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত এবং তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয।

ভাইকে যাকাত দিয়ে পিতার জন্য ব্যয় করানো

তাই গরীব, যাকাতের উপযুক্ত, তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয।

কিন্তু ভাইকে যাকাত দিয়ে তাকে এ কথা বলা যে, সে যেন এ টাকা পিতার জন্য খরচ করে। এটা জায়েয নেই। তবে ভাই ভাইকে যাকাত দেওয়ার পর ভাই তার মালিক হয়ে যায়। তাই এখন যেখানে বা যার জন্য খুশি সে তা ব্যয় করতে পারবে।

অবশ্য ভাইকে যাকাত দেওয়া উদ্দেশ্য না-হয়ে যদি বাবাকেই দেওয়া উদ্দেশ্য হয়, আর ভাইকে শুধু উকিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে ভাইকে দেওয়ার দ্বারা যাকাত আদায় হবে না।

ভাতিজাকে যাকাত দেওয়া

যদি আপন ভাতিজা, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় বা দুধ ভাইয়ের ছেলে গরীব হয়, নেসাব পরিমাণ মালের মালিক না-হয় তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয।

ভাতিজিকে যাকাত দেওয়া

আপন ভাতিজি, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় বা দুধভাইয়ের মেয়ে যদি গরীব হয়, নেসাব পরিমাণ মালের মালিক না-হয় তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয।

ভাবীকে যাকাত দেওয়া

ভাবী যদি গরীব হয়, নেসাব পরিমাণ মালের মালিক না-হয়, অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা অথবা এর মূল্যের সমপরিমাণ টাকা অথবা ব্যবসায়িক কোনো মাল না-থাকে তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।

পুত্রবধূকে যাকাত দেওয়া

পুত্রবধু যদি গরিব হয়, নেসবের মালিক না -হয় তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েজ আছে।

পুত্রবধুর অলংকারের বিধান

১. যাকাত ফরয হওয়ার জন্য প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মালিকানা শর্ত। এক ব্যক্তির যাকাত অপর ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয় না।

২. পুত্রবধুর নিকট যে অলংকার আছে, সে যদি তার মালিক হয় এবং নেসাবের সমপরিমাণ হয় বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে বছরান্তে তার উপর যাকাত ফরয হবে। তবে যদি শ্বশুর অথবা স্বামী তার অনুমতিক্রমেতার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

৩. শ্বশুর, স্বামী বা অন্য কেউ যদি তার যাকাত আদায় না-করে তাহলে পুত্রবধুর উপর আবশ্যক সে তার মালিকানাধীন অলংকারের যাকাত আদায় করা। (চাই অলংকার দ্বারা আদায় করুক বা নগদ টাকা দ্বারা করুক) যদি যাকাত আদায় না-করে তাহলে কবরে ও হাশরের ময়দানে পুত্রবধূকে আযাব ভোগ করতে হবে। শ্বশুর ও স্বামীকে আযাব ভোগ করতে হবে না।

يَاتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ " فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هُذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকেদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকেদের নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রুপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ! শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্যপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। (সেদিন বলা হবে:) এগুলো সেই সব সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং এখন তোমরা যা জমা করে রাখতে তার স্বাদ গ্রহণ করো। "(সূরা তাওবা, আয়াত:৩৪-৩৫)

৪. আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দেখতে পাই যে, মহিলারা সাধারণত আয়-রোজগার করেন না। তারা স্বামীর ঘর সংসার রক্ষণাবেক্ষণ এবং সন্তান লালন-পালনের কাজেই ব্যস্ত থাকেন। এ জন্য স্বামীই স্ত্রীর পক্ষ থেকে (যাকাত) আদায় করে দেয়, এটা স্ত্রীর উপর স্বামীর এহসান ও অনুগ্রহ। এতে স্বামী সওয়াবের অধিকারী হবেন এবং উভয়ের মাঝে মহব্বত বৃদ্ধি পাবে।

পুত্রবধুর অলংকার যদি নেসাব পরিমাণ না-হয়, বরং তার চেয়ে কম হয় আর তার মালিকানায় নেসাবের চেয়ে কম স্বর্ণ ছাড়া অন্য কোনো জিনিসও না-থাকে, যেমন টাকা ইত্যাদি তাহলে যাকাত ফরয হবে না।

৬. আর অলংকারের পরিমাণ যদি নেসাবের পরিমাণ থেকে কম হয়, কিন্তু অন্যান্য মাল মিলানোর দ্বারা নেসাব পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে বছরান্তে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে।(যাকাত বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা :১৬৫-১৬৭)

বিবাহিতা মাহিলাকে যাকাত দেওয়া

বিবাহিতা মহিলার স্বামী যদি গরীব হয়, দিনমজুরি করে কষ্টে জীবন যাপন করে, এরূপ বিবাহিতা গরীব মহিলাকে যাকাত দেওয়া জায়েয।

বিয়ের পর থেকে যাকাত আদায় করেনি

জনৈক মহিলার বিয়ে হয়েছে প্রায় দশ বছর। তার মালিকানায় পঞ্চাশ তোলা স্বর্ণ আছে। সে এখন পর্যন্ত কোনো দিন যাকাত দেয়নি। তার জন্য আবশ্যক হলো বিগত দশ বছরের যাকাত হিসাব করে আদায় করার মতো টাকা না-থাকে তাহলে অলংকার দ্বারাই যাকাত আদায় করে দেবে।

স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে স্বামী যাকাত আদায় করে দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। স্বামী যদি যাকাত আদায় না-করে তাহলে স্ত্রী যেভাবেই হোক যাকাত আদায় করবে। কিয়ামতের দিন স্ত্রীকেই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, স্বামীকে নয়। (যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা-১৮৮)

বিয়ের জন্য টাকা জমা করে রাখলে

১. একজন ব্যক্তি বিয়ের খরচের জন্য টাকা জমা করে রাখে। টাকাও নেসাব পরিমাণ। বছরও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এখনো বিয়ে করেনি। এক্ষেত্রে এই টাকার শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

২. যদি মাতা বা পিতা ছেলে বা মেয়ের বিয়ের খরচের জন্য টাকা জমিয়ে রাখে। তা নেসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয়, বছরও অতিক্রান্ত হয় তাহলে বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এই টাকার শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

৩.উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রে যদি বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়েতে টাকা খরচ হয়ে যায় অথবা খরচের পর অবশিষ্ট টাকা নেসাবের চেয়ে কম হয় তাহলে যাকাত ফরয হবে না।

৪. ভাই কিংবা বোন, ভাই বা বোনের বিয়ের জন্য নেসাব সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি টাকা জমিয়ে রাখে, বছরও অতিবাহিত হয় তাহলে জমাকৃত টাকার উপর বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

জামানতের টাকার হুকুম

জামানত হিসেবে রাখা টাকার পরিমাণ যদি নেসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয় অথবা অন্যান্য যাকাতযোগ্য মালের সমন্বয়ে নেসাব পরিমাণ হয়ে যায় তাহলে বছরান্তে যাকাত ফরয হবে। যদি বছরান্তে যাকাত আদায় না-করে থাকে তাহলে জামানত ফেরত পাওয়ার পর বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে।

কাদিয়ানীকে যাকাত দেওয়া

কাদিয়ানীরা কাফের, বরং অন্যান্য কাফেরদের তুলনায় নিকৃষ্ট এবং মুসলমানদের ছদ্মবেশী শত্রু। কাফেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। কাদিয়ানীকে যাকায় দেওয়া কঠিন গুনাহ। যাকাতও আদায় হবে না। তাদেরকে কোনো প্রকার সদর দেওয়া জায়েয নেই।

কাফেরকে ভুলে যাকাত দিয়ে দিলে

জনৈক ব্যক্তি কাউকে গরীব এবং যাকাতের যোগ্য মনে করে যাকাত দিয়ে দিল। অতঃপর জানা গেল যে, সে জিম্মি" নয়, কাফের, তাহলে যাকাত আদায় হবে না। পুনরায় যাকাত আদায় করতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, যে অমুসলিম জিম্মি নয়', সে দারুল ইসলামে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পাবে না।

কাফেরদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাকাত দেওয়া

অমুসলিম কাফেরদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। কেননা, যাকাত মুসলমান গরীব ও মিসকীনকে দেওয়া জরুরী। অমুসলিমকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না।

খরচের টাকা

১. বার্ষিক অথবা মাসিক খরচের টাকার উপর যাকাত ফরয হবে না। কেননা,

এটা মৌলিক প্রয়োজনাদির অন্তর্ভুক্ত।

২. খরচের অতিরিক্ত টাকা যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব।

খালুকে যাকাত দেওয়া

খালু যদি গরীব হয়, নেসাবের মালিক না-হয় তাহলে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।

খালুর সন্তানদেরকে যাকাত দেওয়া

খালুর সন্তান অর্থাৎ খালাতো ভাই-বোন যদি গরীব হয়, নেসাবের মালিক না-হয় তাহলে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।

খালাকে যাকাত দেওয়া

খালা গরীব হলে এবং নেসাবের মালিক না-হলে যাকাত দেওয়া জায়েয।

মায়ের বোনকে (খালাকে) যাকাত দেওয়া

১. খালা যদি মুসলমান গরীব ও অভাবী এবং নেসাবের মালিক না হয়, বেতন ব্যতীত অভাবী হওয়ার কারণে তাকে যাকাত দিয়ে সাহায্য করা জায়েয।

২. খালা অমুসলিম খ্রিষ্টান বা হিন্দু হলে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই।

কেননা, যাকাত পাওয়ার যোগ্য হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। কেউ যদি জেনে-বুঝে অমুসলিম খালাকে যাকাত দিয়ে দেয় তাহলে এই পরিমাণ যাকাত পুনরায় মুসলমান গরীবকে দেওয়া জরুরী। নতুবা যাকাত আদায়ের জিম্মাদারী আদায় হবে না।(যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা -২৩১)

ফুফু /ফুফাকে যাকাত প্রদান

ফুফু এবং ফুফা গরিব হলে নেসাবের মালিক না হলে যাকাত দেওয়া জায়েজ আছে।

ফুফুর সন্তানকে যাকাত দেওয়া

ফুফুর সন্তানেরা গরিব হলে এবং যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত হলে, যাকাত দেওয়া জায়েজ।

মামা এবং মামীকে যাকাত দেওয়া

মামা এবং মামি গরিব যদি গরীব হয়, নেসাবের মালিক না- হয় তাহলে যাকাত দেওয়া জায়েজ আছে।

মামার সন্তানদেরকে যাকাত দেওয়া

মামার সন্তানরা অর্থাৎ মামাতো ভাই-বোন যদি গরিব হয়, নেসাবের মালিক না -হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েজ আছে।

খনিজ সম্পদের যাকাত

১. জমিনের অভ্যন্তরে যেসব খোদাপ্রদত্ত খনি আছে, তাতে তিন প্রকারের দ্রব্য পাওয়া যায়-

ক. আগুনের তাপে গলে-যায় এমন ধাতব পদার্থসমূহ। যেমন- স্বর্ণ রুপা, লোহা, রাঙ, তামা, পিতল ইত্যাদি। যদি খনি থেকে এসব ধাতব পদার্থ উত্তোলন করা হয় তাহলে এগুলোর উপর এক পঞ্চমাংশ ২০% হারে যাকাত হিসেবে আদায় করা ওয়াজিব। আর বাকী চার অংশ উত্তোলনকারী নিজের জন্য রাখতে পারবে।

খ. তরল ও প্রবহমান বস্তুসমূহ। যেমন- গন্ধক, লবণ, তেল, পেট্রোল ইত্যাদি। এসব বস্তু উত্তোনের পর উত্তোলনকারীর উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

গ.ওই সব দ্রব্যাদি যা তরলও নয় আবার আগুনেও দ্রবীভূত হয় না।যেমন- চুন, কাঁচ, কয়লা, মূল্যবান পাথর, মণি-মাণিক্য। এগুলোর উপর যাকাত ফরয হবে না।

অবশ্য ব্যবসা করলে বার্ষিক লাভের উপর শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

২. কেউ যদি খনি উত্তোলনের ঠিকাদারী নেয়, তবে খনি থেকে যে পরিমাণ সম্পদ উত্তোলিত হবে তা তারই মালিকানা ধরা হবে। (যাকাত বিশ্বকোষ :পৃষ্ঠা -১০৬)

গবাদিপশুর যাকাত

১. সায়েমা পশুর নেসাব পূর্ণ হলে বার্ষিক যাকাত ফরয হবে।

২. ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পশু চারণভূমিতে ছেড়ে রাখলেও ব্যবসার হিসাবে যাকাত ফরয হবে। অর্থাৎ পশুগুলোর মোট দাম থেকে শতকরা আড়াই টাকা হারে হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে।

৩. পশু জবাই করে গোশত বিক্রির নিয়তে যদি জমা করে রাখে তাহলে তার বিক্রিত মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে। কেননা এটা ব্যবসায়িক পণ্য। আর ব্যবসায়িক পণ্যের শতকরা আড়াই টাকা হারে হিসাব করে যাকাত আদায় করা আবশ্যক।

৪.যেসব পশু নিজের প্রয়োজনে বা জবাই করে গোশত খাওয়ার জন্যে বা কুরবানীর নিয়তে রাখে, সেগুলোর উপর যাকাত ফরয হবে না।

৫. গবাদিপশু ব্যবসার উদ্দেশ্যে হলে এবং ছয়মাস বা ততোধিক সময় চারণভূমিতে বিচরণ করলে মালিক কর্তৃক সেগুলোকে "সায়েমা" বানানোর নিয়ত করা ব্যতীত 'সায়েমা' বলে ধর্তব্য হবে না।

৬. ব্যবসার উদ্দেশ্যে পশু ক্রয় করে 'সায়েমা' বানিয়ে রাখলে যখন থেকে তা মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে তখন থেকেই বছর গণনা আরম্ভ হবে।(যাকাত বিশ্বকোষ)

গরীব আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেওয়া দ্বিগুণ সওয়াব

গরীব আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দিলে দু'টি সওয়াব পাওয়া যায়। একটি হলো যাকাত আদায়ের, আর অপরটি হলো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সওয়াব।

গরীবের ছেলে-মেয়ের বিয়েতে যাকাত দেওয়া

১. বিবাহযোগ্য গরীব ছেলে বা মেয়ের পিতাও গরীব, যাকাত গ্রহণের যোগ্য, তার গরীব সন্তানের বিয়ের জন্য যাকাতের টাকা দেওয়া জায়েয।

২. নেসাবের মালিক নয় এমন গরীব ছেলে-মেয়েকে তার বিয়েতে খরচ করার জন্য যাকাতের টাকা দেওয়া জায়েয। যাকাতের টাকা এই পরিমাণ দেওয়া জায়েয হবে, যে পরিমাণ টাকা বিয়েতে প্রয়োজন হবে।

৩. নগদ টাকা বা সামানাপত্র ক্রয় করে দেওয়া উভয়ই জায়েয।

৪. ছেলে বা মেয়ে প্রথমে গরীব ছিল। লোকজন এই পরিমাণ টাকা দিল, যা নেসাবের সমপরিমাণ হয়ে যায় তাহলে অতিরিক্ত টাকা যাকাত হিসেবে দেওয়া জায়েয হবে না। তবে যাকাত ব্যতীত অন্যান্য টাকা হাদিয়া-তোহফা বা সাধারণ দান হিসেবে দেওয়া জায়েয হবে। (যাকাত বিশ্বকোষ :পৃষ্ঠা -১০৮)

গরীবের ঘর মেরামতে যাকাতের টাকা দেওয়া

১. গরীব ব্যক্তির হাতে যাকাতের টাকা না-দিয়ে ধনী ব্যক্তি যদি যাকাতের টাকা দিয়ে ঘর মেরামত করে দেয়, যাকাত আদায় হবে না। সুতরাং ঘর মেরামতের আগে যাকাতের টাকা গরীব ব্যক্তির হাতে দিয়ে দেবে এবং তাকে প্রকৃত মালিক বানিয়ে দেবে। অতঃপর সে তার মর্জি মোতাবেক ঘর মেরামতে খরচ করবে। তাহলে যাকাতও আদায় হয়ে যাবে এবং ঘরও মেরামত হয়ে যাবে।

২. অথবা যাকাতের টাকা গরীবের হাতে দেওয়ার পর বলবে, টাকা আমাকে দাও আমি ঘর মেরামত করে দেই। সে টাকা দিয়ে দেয় আর ওই ব্যক্তি ঘর মেরামত করিয়ে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

গরীব শিক্ষককে যাকাতের টাকা দিয়ে সাহায্য করা

যাকাতের টাকা দিয়ে গরীব শিক্ষকের বেতন দেওয়া জায়েয নেই। অবশ্য যাকাতদাতার অনুমতি সাপেক্ষে যাকাত গ্রহণযোগ্য গরীব শিক্ষককে (কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া) মাসিক সাহায্য হিসেবে যাকাতের টাকা দেওয়া জায়েয। এক্ষেত্রে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

গরীব রোগীকে যাকাত দেওয়া

১. অসুস্থ ব্যক্তি যদি গরীব হয় তাহলে তাকে যাকাতের টাকা দিয়ে ওষুধ, খাবার, ফল ইত্যাদি ক্রয় করে দেওয়া জায়েয। এতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

২. যাকাতের টাকা দিয়ে ডাক্তারের ফি আদায় করতে চাইলে দুইটি পদ্ধতি রয়েছে-

ক. ডাক্তারের ফি এর টাকা গরীব রোগীর হাতে দিয়ে দেবে, যাতে সে মালিক হয়ে যায়, এরপর তার থেকে নিয়ে ডাক্তারের ফি বাবদ দিয়ে দেবে।

খ. হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায়ের জন্য লিখিত বা মৌখিকভাবে উকিল হবে। অতঃপর উকিল হয়ে তার সমস্ত খরচ যাকাতের টাকা দিয়ে করবে, উভয় ক্ষেত্রে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

অথবা রোগীর পরিবারের লোকদেরকে দিয়ে দেবে, যাতে করে তারা তার জন্য খরচ করে।

গরীবদের শিক্ষার জন্য যাকাত দেওয়া

মুসলমান গরীব ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার জন্য যাকাতের টাকা দিয়ে সাহায্য করা জায়েয।

গরীবদের সমস্যার সমাধান

উম্মতে মুসলিমার গরীব ও মিসকীনদের সমস্যার সমাধানের উত্তম পদ্ধতি হলো, বিত্তশালীরা নিজ সম্পদের সঠিক হিসাব করে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করবে এবং তা যাকাতের সঠিক ব্যয়খাতে গুরুত্বের সঙ্গে বণ্টনের ব্যবস্থা করবে তাহলে একজন মুসলমানও বস্ত্রহীন, ক্ষুর্ধাত এবং পেরেশান থাকবে না। (যাকাত বিশ্বকোষ :পৃষ্ঠা -১১০)

গরীব কাকে বলে

যে ব্যক্তি সাহেবে নেসাব নয়, কিন্তু তার পানাহারের কোনো সমস্যা নেই, তাকে "গরীব” বলে। উর্দু ভাষায় গরীব ও মিসকিনের অর্থ অভিন্ন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত। –(যাকাত বিশ্বকোষ :পৃষ্ঠা -১১০)

গরীব ভেবে যাকাত দেওয়ার পর জানা গেল সে ধনী

জনৈক ব্যক্তি কাউকে গরীব এবং যাকাতযোগ্য ব্যক্তি মনে করে তাকে যাকাত দিয়ে দিল। পরবর্তী সময়ে জানতে পারল, সে আসলে গরীবরা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত নয়, বরং সে

নিজেই একজন সম্পদশালী ব্যক্তি, যাকাতদাতার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যাকাত পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নেই।

গরীব-মিসকীন আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেওয়া

যদি আত্মীয়-স্বজন গরীব, অভাবী বা অসুস্থ হয়, তাদের আয়-রোজগার তাদের ব্যয় নির্বাহে যথেষ্ট না-হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া শুধু জায়েযই নয় বরং অধিক সওয়াবের কাজ।

তবে তাদেরকে এক সঙ্গে এই পরিমাণ যাকাতের টাকা দেবে না, যাতে তারা আবার নেসাবের মালিক হয়ে যায়। কিছু টাকা দেবে তা খরচ হয়ে গেলে আবার দেবে।

অবশ্য ওই ব্যক্তির যদি অধিক সন্তান থাকে তাহলে তাকে একসঙ্গে এই পরিমাণ টাকা দিতে পারবে যে, সকলের মধ্যে বণ্টন করলে কারো নিকট নেসাব পরিমাণ টাকা হবে না। তবে ঋণ অথবা অন্য কোনো প্রয়োজন কিংবা চিকিৎসার জন্য নেসাবের চেয়েও যদি বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে তা-ও দেওয়া জায়েয আছে।

নিজ আত্মীয় যেমন চাচা,চাচাতো ভাই, চাচাতো বোন, চাচী,খালা, ফুফু এনারা যদি গরীব হয়, নেসাবের মালিক না -হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েজ আছে।
উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি অভিজাত বংশীয়, গরীব এবং যাকাত পাওয়ার যোগ্য, কিন্তু লজ্জা-শরমের কারণে কারো নিকট চাইতে পারে না। এমন ব্যক্তিদেরকে যাকাত প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া।

এতিমের প্রতি সদাচারীর পুরস্কার এবংঅভাবী আতীয়কে বঞ্চিত করে অন্যদের দান করার শাস্তি।
এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে,
হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ বলেছেনঃ ঐ সত্তার শপথ! যিনি আমাকে সত্য দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দিবেন না যে ইয়াতীমকে দয়া করে এবং তার সাথে নম্রভাবে কথা বলে, ইয়াতীম ও অসহায় হওয়ার কারণে যে তার প্রতি
দয়াপরবশ হয় এবং আল্লাহর দান ও করুণাপ্রাপ্ত হয়ে যে আপন প্রতিবেশির প্রতি গর্বিত আচরণ করে না। তিনি আরও বলেছেনঃ হে মুহাম্মদের উম্মতগণ! ঐ সত্তার শপথ, যিনি

আমাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, আল্লাহ্ এমন ব্যক্তির দান গ্রহণ করবেন না, যার মুখাপেক্ষী আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। অথচ সে তার দানের অর্থ অন্যত্র ব্যয় করে। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার প্রতি (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।

(হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য। রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির আসলামী সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন, লোকটি পরিত্যজ্য পর্যায়ের নয়।)--(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব:১৩৩২)

আত্মীয়কে যাকাত দেওয়ার বিষয়ে আরো কয়েকটি হাদীসে এসেছে,

‹عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ لِي زَوْجًا وَيَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِي، فَأَأَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»

অর্থ:

জায়নাব (রাঃ) বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার একজন স্বামী রয়েছে এবং আমার তত্ত্বাবধানে দুটি এতিম আছে। আমি কি তাদের যাকাত দিতে পারি?

তিনি বললেন: "হ্যাঁ, তোমার জন্য রয়েছে দুইটি সওয়াব— আত্মীয়তার সওয়াব এবং সদকার সওয়াব।"--- (সহীহ বুখারী: ১৪৬২, সহীহ মুসলিম: ১০০০)

আত্মীয়কে দান করার ফজিলত:

> الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة <

অর্থ:

“কোনো গরীবকে সদকা দিলে তা শুধু সদকা, আর আত্মীয়কে দিলে তা দুইটি: সদকা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা।”(তিরমিযী, হাদীস: ৬৫৮, হাদীসটি হাসান)

ফিকহের নিয়ম:

আত্মীয়দের মধ্যে যারা আপনার উপর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নয় (যেমন ভাই, বোন, চাচা, খালা, শ্বশুরবাড়ির লোক), এবং যদি তারা গরীব হয়, তাহলে তাদের যাকাত দেওয়া জায়েয।

কিন্তু বাবা-মা, সন্তান, নাতি-নাতনি, দাদা-দাদীকে যাকাত দেওয়া যাবে না, কারণ তাদের ভরণপোষণ আপনার ওপর ফরয।

সারসংক্ষেপ:

আত্মীয় যদি ফকীর-মিসকীন বা ঋণগ্রস্ত হয়, তাহলে তাদের যাকাত দেওয়া জায়েয।

আত্মীয়কে দান করলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়: সদকা + সিলাতুর রাহিম (আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা)।

যাকাত ট্যাক্স নয়, যাকাত ইবাদত

প্রশ্ন-: জনৈক বিত্তবান ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে সম্পদের যাকাত দেয় না। সে বলে, 'যাকাত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ট্যাক্স। সরকার নির্ধারিত ট্যাক্স মানুষ সামর্থ্যানুযায়ী আদায় করে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ট্যাক্সও যতটুকু পারে দিলেই হবে। বাকিগুলো আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা। করে দেবেন। কারণ এটা কোনো ইবাদত নয়।' তাকে আমি বলি, 'ভাই, যাকাতও নামাযের মতো একটি ইবাদত। নামায আদায় না করলে যেমন কবীরা গুনাহ হয়, কিয়ামতের দিন এজন্য আযাব ভোগ করতে হবে- তদ্রূপ যাকাতও একটি ইবাদত। যাকাত পরিপূর্ণরূপে আদায় না করলেও কবীরা গুনাহ হবে। কিয়ামতের দিন এজন্য আযাব হবে। আমি বড় বড় আলেমদের থেকে এমনটাই শুনেছি।' সে বলে, 'এটা তো মৌলবীদের বানোয়াট কথা। কুরআন ও হাদীসে এমন কোনো কথা নেই।'

মুফতী সাহেব, আপনার নিকট আবেদন, কুরআন ও হাদীসের আলোকে উত্তর প্রদান করবেন। যেন তাকে দেখাতে পারি। হয়তো সে মেনে আল্লাহ তায়ালার আযাব থেকে বাঁচতে পারে।

উত্তর: যাকাত ইবাদত, ট্যাক্স নয়। এই বিষয়ে 'ইকরা ডাইজস্টে'-এ আমার একটি দলীলসমৃদ্ধ প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। সম্ভব হলে তাকে পড়তে বলবেন। যাকাত ফরয হওয়া ও আদায় করা জরুরি হওয়া সম্পর্কে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা অনেক আয়াত বর্ণনা করেছেন।

অনেক হাদীস শরীফে রাসুল। (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকাত দেয়া ফরয বলেছেন এবং যারা যাকাত আদায় করে না, তাদেরকে আযাবের ভীতি প্রদর্শন করেছেন।

যাকাত অস্বীকারকারী কাফির। কাফিরের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম। যাকাতকে ফরয বিশ্বাস করে কিন্তু আদায় করে না, এই ধরনের মানুষের জন্যও আযাবের হুমকি রয়েছে। তবে তারা আযাব ও সাজা ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে। যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাদেরকে আল্লাহ পাক কুরআন কারীমের মধ্যে কাফির সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ বলেছেন,

والذين لا يؤتون الزكوة وهم بالآخرة هم كافرون

যারা যাকাত আদায় করে না, তারা আখিরাত অস্বীকারকারী।
(সূরা হা-মীম সিজদাহ-৪)

কেননা যাকাত আদায় না করার শাস্তি সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তার অস্বীকার শুধু আখিরাত অস্বীকারকারীরাই করতে পারে। হযরত আবু হুরায়রা রা. এক হাদীসে বর্ণনা করেন, রাসুলল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছন, যে সম্পদশালী ব্যক্তি নিজ সম্পদের শরয়ী হক অর্থাৎ যাকাত আদায় করে না, তার সম্পদকে কিয়ামতের দিন অতিশয় বিষধর সাপে পরিণত করা হবে। এই সাপ তাকে দংশন করতে থাকবে। এই আযাব কিয়ামত ও হিসাবের দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। (সহীহ বুখারী)

আমি কুরআনের একটি আয়াত ও একটি হাদীস শরীফ লিখে দিয়েছি। ঈমানদারের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। বেঈমানের জন্য আরো অনেক হাদীস ও আয়াত লিখলেও সে মানবে না। তবু আপনি জাওয়াহিরুল ফাতাওয়ার দ্বিতীয় খণ্ডে 'যাকাত ইবাদত, ট্যাক্স নয়' অধ্যায়টি অধ্যয়ন করতে পারেন।
(হাদিস ভিত্তিক ফাতাওয়া ও মাসাইল দ্বিতীয় খন্ড)

ট্যাক্স আদায় করলে যাকাত আদায় হবে না

১.

ট্যাক্স আদায়ের দ্বারা যাকাত আদায় হবে না। যাকাতের টাকা ট্যাক্স হিসেবে আদায় করা জায়েয নেই। কেননা, যাকাত হলো একটি ইবাদত। এতে নিয়ত এবং ইচ্ছা থাকা জরুরী। যাকাত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই দেওয়া জরুরী। যাকাতের ব্যয়খাত এবং যাকাতের হকদার সুনির্দিষ্ট। তাই তাদের মধ্যেই যাকাত ব্যয় করা আবশ্যক। অমুসলিম, যাকাতের অনুপযুক্ত এবং সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করা জায়েয নেই। আর এসব আহকাম ও বিধান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুম দ্বারাই প্রমাণিত।

২. ট্যাক্স আদায় করা ইবাদত নয় বরং ট্যাক্স হলো সরাসরি একটি জুলুম। এর মধ্যে রাষ্ট্রের নাগরিকের নিয়ত এবং ইচ্ছার কোনো দখল নেই। এর ব্যয়খাতও অনির্দিষ্ট। তবে যদি রাষ্ট্রের সাহায্য-সহযোগিতা অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক উপকৃত হওয়ার বিনিময় দিতে হয় অথবা রাষ্ট্র এমনভাবে অপারগ হয়ে পড়ে যে, ট্যাক্স ব্যতীত চলা অসম্ভব সেক্ষেত্রে প্রয়োজন মোতাবেক ট্যাক্স গ্রহণ করা রাষ্ট্রের জন্য জায়েয।

ইমাম ইবনে হাজম 'আল-মুহাল্লা' নামক কিতাবে : ষষ্ঠ খণ্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন।

৩. কেউ যদি ট্যাক্স আদায় করে মনে করে, যাকাত আদায় হয়ে গেছে তাহলে এটা ভুল ধারণা হবে। তাকে নিজের মালের হিসাব করে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে। (যাকাত বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা-১৩০)

প্রশ্ন :কিছু লোক যাকাত দেয়াকে বোঝা মনে করে। তারা বলে, আমরা সরকারকে ট্যাক্স দেয়ার পরে আবার কেন যাকাত দিতে হবে? সরকারকে ট্যাক্স দেয়ার সময় আমরা যাকাতের নিয়ত করি। যেন সরকারকে যাকাত দিচ্ছি। কিন্তু আলেমগণ বলেন, এরপরও পৃথকভাবে ফকির ও মিসকিনকে যাকাত দিতে হবে। নইলে ধনীরা গুনাহগার হবে। এটা ধনীদের ওপর জুলুম বা অতিরিক্ত নয় কি?

উত্তর: প্রকাশ থাকে যে, যাকাত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। ইসলামের অন্যতম রুকন। এটা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। যাকাত আদায় না করলে ইসলামের রুকন মানা হয় না। আর যখন ইসলামের একটি রুকন থাকবে না, তখন ইসলাম থাকবে না। যেমন নামায ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। যে-ব্যক্তি নামায অস্বীকার করবে, সে কুফরিতে পতিত হবে। তেমনি যাকাত অস্বীকার করাও কুফরি। একইভাবে রোযা ও হজ অস্বীকারও কুফরি। এগুলো অস্বীকারকারী বান্দা কাফির হয়ে যাবে। মুসলমান থাকবে না।

আর যদি যাকাত অস্বীকার না করে, বরং কার্যত যাকাত না দেয়, তাহলে এটা যদিও কুফরি নয়, তবু এর দ্বারা সে অবশ্যই ফাসিক হবে। আল্লাহ তায়ালার নাফরমানির গুনাহ হবে। তাঁর শাস্তি বড় ভয়াবহ।

যাকাতের বিপরীতে রয়েছে ট্যাক্স, যা একটি সরকারি ব্যবস্থা। এটা অস্বীকার করলে কাফির বা ফাসিক হবে না। তবে না দিলে আইনানুযায়ী সরকারি আদেশের বিরোধিতা হবে। যার ফলে আইনানুগ সাজা ভোগ করতে হতে পারে। ট্যাক্স জায়েয ও নাজায়েয উভয় প্রকার আছে। কিন্তু যাকাত হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয। নিসাব হওয়ার পরে যাকাত ফরয হয়, অন্যথায় ফরয হয় না।

এ নিসাবের ওপর পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হলে আল্লাহর আদেশ হলো, চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করা। আর আল্লাহ তায়ালা যাকাত দেয়ার খাত সম্পর্কে কুরআনে আলোচনা করেছেন। তাদেরকে যাকাত দিতে হবে। এটাই যাকাতের বিধান। বেদীন সরকারকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। কাফির ও কাফির সরকারকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না।

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র ছিল। তাই সরকারকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হতো। কারণ তাঁরা যাকাত ব্যয়ের খাত অর্থাৎ ফকির, গরিব, মিসকিন ও নিঃস্বদের কাছে যাকাত পৌঁছে দিতেন।

বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র নেই। সরকারি লোকেরা যাকাত ব্যয়ের স্থানে যাকাত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আদায় করে না। সুতরাং বর্তমানে বেদীন সরকারকে যাকাত দেয়া বা বিভিন্ন ট্যাক্স আদায়ের সময় যাকাতের নিয়ত করা দ্বারা যাকাত আদায় হবে না। কেননা যাকাতের হকদার তো ফকির ও মিসকিন। সরকার ও সরকারি লোক তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেউ ট্যাক্স না

দিলে আখিরাতে শাস্তি হবে না। তবে যাকাত অনাদায়ে আখিরাতে বড় ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

এ সংক্রান্ত হাদীসের সার কথা হলো, যাকাত ফরয হওযার পরে যে-ব্যক্তি যাকাত আদায় করেনি এবং অর্থ-সম্পদ রেখে মারা যায়, তার এ সম্পদকে কিয়ামতের দিন তার জন্য বড় অজগর বানানো হবে, এ অজগরকে তার গলায় লটকে দেয়া হবে। সম্পদের মালিককে সে অজগর বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার জমাকৃত ভাণ্ডার। তুমি যাকাত দাওনি। এ অজগর সে বান্দাকে দংশন করতে থাকবে। তারপর পুনরায় তাকে জীবিত করা হবে। অতঃপর সেই সাপ তাকে খেতে থাকবে। এভাবে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে থাকবে।

যাকাত দিলে মাল পরিষ্কার হয়। এমন মাল ভোগের দ্বারা নূর পয়দা হয়। আর যাকাত আদায় দ্বারা অন্তরও পরিষ্কার হয়। এ মালের কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত সৃষ্টি হয়। গরিবদের সঙ্গে সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। যাকাত আদায়কারীর মাল সকল বিপদ থেকে রক্ষা পায়। যাকাত না দেয়ার দ্বারা মালের হেফাজত হয় না।

মোটকথা, যাকাত দেয়ায় দীন-দুনিয়ার অনেক উপকার আছে। ক্ষতি মোটেই নেই। অথচ যাকাত না দেয়া সীমাহীন ক্ষতির কারণ। আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমানকে দীনি জ্ঞান দান করুন, যেন তারা যাকাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আদায় করতে সক্ষম হয় এবং আখিরাতে গুনাহগার সাব্যস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।(হাদিস ভিত্তিক ফাতাওয়া ও মাসায়েল, পৃষ্ঠা: ৩০৯-৩১১)

ডাকাত যাকাতের টাকা ছিনিয়ে নিলে

১. কোনো এক মাদরাসার মুহতামিম সাহেবকে যাকাতের টাকা প্রদান করা হয়। পথিমধ্যে তিনি ডাকাতের শিকার হন। ডাকাতদল তার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এখন প্রশ্ন হলো, যাকাতদাতার যাকাত আদায় হয়েছে কিনা- এ মাসআলার জবাব কিছুটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

২. মাদরাসার মুহতামিম সাহেব টাকা হেফাজতের ক্ষেত্রে যদি ত্রুটি না-করে থাকেন, এতদ্বসত্ত্বেও ডাকাতরা টাকা ছিনিয়ে নিয়ে থাকে তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তার উপর ক্ষতিপূরণ আসবে না। যাকাত আদায় হওয়ার কারণ হলো, তিনি যাকাতের হকদার ছাত্রদের প্রতিনিধি। যদিও যাকাতের টাকা হকদারদের নিকট পৌছেনি। যেমন বায়তুল মালের

প্রতিনিধিকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয়ে যায়, চাই সে টাকা বায়তুল মাল পর্যন্ত না পৌঁছুক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

বায়তুল মালের পক্ষ থেকে যাকাতের টাকা উসুল করার নিমিত্তে যাকাতের টাকা উসুল করার সঙ্গে-সঙ্গে পবিত্র হয়ে যাবে। অর্থাৎ যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আর ক্ষতিপূরণ এ জন্য আসবে না যে, কারণ টাকা হেফাজতের ক্ষেত্রে তিনি কোনো প্রকার ত্রুটি করেননি।

তবে টাকা হেফজতের ক্ষেত্রে তিনি যদি কোনো প্রকার ত্রুটি বা অলসতা করে থাকেন, যেমন- টাকা নিয়ে রাতের বেলা রওয়ানা করেছেন অথবা ভয়ঙ্কর ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা দিয়ে যাচ্ছেন অথবা অপরিচিত লোকের সঙ্গে পথ চলেছেন অথবা টাকা এমনভাবে রেখেছেন, সহজেই মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় অথবা টাকা নিয়ে বের হওয়ার পূর্বে কারো সঙ্গে আলোচনা করেছেন ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ আসবে।

৩. যদি সেবাসংস্থা বা সংগঠনের প্রতিনিধি থেকে যাকাতের টাকা ছিনিয়ে নেয় তাহলে যাকাত আদায় হবে না। কারণ, সেবাসংস্থা বা সংগঠনের প্রতিনিধিরা গরীবের প্রতিনিধি নয়, বরং যাকাতদাতাদের প্রতিনিধি। এ জন্য যাকাতের টাকা উপযুক্ত খাতে ব্যয় না-হওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় হবে না।

এক্ষেত্রেও যদি সেবাসংস্থা কিংবা সংগঠনের প্রতিনিধি টাকা হেফাজতে কোনো প্রকার ত্রুটি বা শৈথিল্য প্রদর্শন করে তাহলে টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর যদি হেফাজতের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ত্রুটি বা গাফলতি না-করে তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। অবশ্য যাকাতদাতাদের পুনরায় যাকাত আদায় করতে হবে। (যাকাত বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা :১৩১-১৩২)

যাকাতের টাকা বিদেশের গরিবদের জন্য পাঠালে কি যাকাত আদায় হবে?

আমাদের দেশে বাইরের কিছু লোক আসে, আমরা তাদের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাদকা ও যাকাত দিয়ে সাহায্য করি। কিন্তু গত কিছুদিন যাবত দারুল উলুম করাচি থেকে ফতোয়া দেয়া হচ্ছে যে, নিজ দেশের গরিবদেরকে যাকাত না দিয়ে অন্য দেশের মাদরাসায় যাকাত দেয়া নাজায়েয এবং হারাম। উক্ত ফতোয়া দ্বারা আমাদের দু'টি সন্দেহ দেখা দিয়েছে। **১.**

আমাদের বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় হয়েছে কি না? কারণ, আমরা আগে দেওবন্দ, সাহারানপুর, গুজরাট মাদরাসা এবং বিভিন্ন সংগঠনকে – যাদের খুব বেশি প্রয়োজন ছিল যাকাত দিয়েছি। তখন উলামায়ে কিরাম বলেছেন, যাকাত আদায় হবে। তাঁরা এর অনেক ফযীলত বর্ণনা করতেন। আমাদের বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় হয়েছে তো? ২. আমরা এখনও অন্য দেশের মাদরাসায় যাকাত দিই। তাদের দরিদ্রতা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে আমাদের দেশের মাদরাসার পরিবর্তে তাদেরকে যাকাত দিতে চাই। কেননা আমাদের দেশের মাদরাসার ছাত্ররা সকাল-সন্ধ্যা গোশত খেতে পারে, পোশাক-পরিচ্ছেদে ধনী মনে হয়, গরিব মনে হয় না। অন্যদিকে বাইরের মাদরাসার ছাত্ররা সকাল-সন্ধ্যা ডাল-ভাত খায়। তাদের পোশাক-পরিচ্ছেদে অসহায়ত্ব ও দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। বাইরের মাদরাসায় এখনও বৈদ্যুতিক পাখা পর্যন্ত নেই। এমতাবস্থায় আমরা কি তাদেরকে যাকাত দিতে পারব? কুরআন-হাদীসের আলোকে উত্তর দিয়ে সন্দেহ দূর করবেন।

যাকাত খরচ করার স্থান সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ, ফকির, মিসকিন ও ঋণগ্রস্ত প্রমুখকে যাকাত দেয়া যাবে। সে যে দেশেরই হোক। তবে এক হাদীসে আছে,

توخذ من اغنیاتهم وترد علی فقراتهم

মুসলমান ধনীদের কাছ থেকে যাকাত নেয়া হবে, এবং তাদের গরিবদের মধ্যেই যাকাতের টাকা খরচ করা হবে।

ফকীহ হাদীস ও ফিকহের কিতাবে এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, নিজ এলাকার গরিবদের প্রয়োজন যদি বেশি হয়, আত্মীয়-স্বজন যদি বেশি গরিব হয়, তাহলে যাকাতের টাকা তাদেরকেই দিতে হবে। কিন্তু যদি অন্য এলাকার লোকজন নিজ এলাকার গরিবদের থেকে বেশি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, তাহলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে যাকাত দেয়া যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুয়ায বিন জাবাল রা.-কে যাকাত উসূল করার জন্য ইয়েমেনে প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন, মদীনার বাসিন্দারা বেশি মুখাপেক্ষী। এজন্য ইয়েমেন থেকে আদায়কৃত যাকাত মদীনাবাসীদের জন্য নিয়ে আসবে। আর

ইয়েমেনবাসীদের উচিত, সম্পদের যাকাত হিসাবে ফসল ও প্রাণী দেয়ার পরিবর্তে কাপড় দেয়া। কারণ, মদীনাবাসীদের কাপড়ের প্রয়োজন বেশি।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ফুকাহায়ে কিরাম ফতোয়া দিয়েছেন, বাইরের দেশের গরিবরা যদি বেশি অভাবী হয়, তখন এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে যাকাত স্থানান্তর করা যাবে; বরং স্থানান্তর করাই উত্তম। এটাই উলামায়ে কিরামের ফতোয়া। আমাদের দেওবন্দের বড় বড় আলেমদের আমল এমনটাই ছিল। তাঁরা দেওবন্দ থেকে গিয়ে কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লি, পাকিস্তান, রেঙ্গুন ইত্যাদি শহর ও রাষ্ট্র থেকে যাকাত উসূল করতেন। এভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র যেমন আফ্রিকা ও লন্ডনের অধিবাসীরা নিজেদের যাকাত দেওবন্দ, সাহারানপুর ও উত্তর প্রদেশের মাদরাসাসমূহে পাঠিয়ে দেন। পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ যাকাতের টাকা মিয়ানমার, হিন্দুস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে পাঠিয়ে থাকেন। সে যুগে বড় বড় মুফতী ছিলেন। তাঁরা বাইরের দেশের প্রয়োজনের ভিত্তিতে তাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন এবং নিজেদের মাদরাসার পক্ষ থেকে অন্যান্য রাষ্ট্রে প্রতিনিধি পাঠাতেন।

অতএব অভাবী দেশে যাকাত স্থানান্তর করা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

আপনি দারুল উলুম করাচির ফতোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। যার বিষয়বস্তু ও দলিল সম্পর্কে আমি অবগত নই। তাই সে-সম্পর্কে অবগত হওয়ার আগে কিছু বলা বা লেখা সম্ভব নয়। তবে ফতোয়া হবে আকাবিরের আমলের ভিত্তিতে। কুরআন-হাদীসে এ সম্পর্কে অসংখ্য দলিল পাওয়া যায়। এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করলাম। আশা করি প্রশান্তি লাভ করবেন।(হাদিস ভিত্তিক ফাতাওয়া ও মাসায়েল, দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা :৩১৫-৩১৭)

তামলীক ছাড়া লিল্লাহ বোর্ডিং থেকে যাকাতের খানা দেওয়া

তামলীক ব্যতীত যাকাতের টাকা দিয়ে খানা পাকিয়ে গরীব ছাত্রদেরকে বোর্ডিংয়ে

বসিয়ে খানা খাওয়ালে যাকাত আদায় হবে না। কেননা, এতে তামলীক পাওয়া যায়নি। কিন্তু যাকাতে তামলীক অর্থাৎ অন্যকে মালিক বানানো জরুরী।

তবে ছাত্রদেরকে যদি খানা-দিয়ে দেওয়া হয় আর তারা বোর্ডিং থেকে নিয়ে কামরায় অথবা যেখানে ইচ্ছা নিয়ে বসে খেতে পারে তাহলে খানার মালিক হওয়ার কারণে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

খানা যদি বোর্ডিংয়ে পাকঘরে বসিয়ে খাওয়াতে চায়, এর পদ্ধতি হলো, যাকাতের টাকা অথবা যাকাতের জিনিসগুলো ছাত্রদেরকে মালিক বানিয়ে দেবে। অতঃপর খানার হিসাবে জমা করবে এবং তা দ্বারা খানা তৈরী করবে। এই সুরতে বোর্ডিংয়ে বসিয়েও খানা খাওয়ানো জায়েয হবে।(যাকাত বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা:১৩৬-১৩৭)

ব্যাখ্যা:লক্ষ্যণীয় হলো, আমাদের দেশের এতিমখানা-মাদরাসাগুলোতে গরীব ছাত্ররা লিল্লাহ বোর্ডিং থেকে যে খাবার পায়, তার মালিক হয় কি না। আমরা দেখছি, সেখানে কোনো ছাত্র/ছাত্রী বোর্ডিং থেকে খাবার নেওয়ার পর সে সেটা যদি না-খায়, সে অন্যের কাছে সেটা বিক্রি করতে পারে না, মাদরাসার বাইরের কাউকে দিতে পারে না ইত্যাদি সীমাবদ্ধতা থাকে। যদিও খাবারটা তারা বোর্ডিংঘর থেকে নিয়ে কামরায় বা মাদরাসার ভেতরে যে কোনো জায়গায় খেতে পারে। এতে স্পষ্ট হয়, এতিমখানা কর্তৃপক্ষ তাকে খাবারটা খাওয়ার জন্যে দিয়েছে, পুরোপুরি মালিক বানিয়ে দেয়নি। যার কারণে এভাবে লিল্লাহ ফান্ডের যাকাতের খাবার খাওয়ানোর দ্বারা পূর্ণ "তামলীক" পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই এতিমখানা কর্তৃপক্ষের উচিত এ বিষয়ে সচেতন হওয়া, যাতে অন্যদের যাকাত অনাদায়ী থাকার দায় নিজেদের কাঁধে না-চাপে।

সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা এটা করতে পারেন-যেটা অনেক জায়গায় চালুও আছে-প্রতি মাসের শুরুতে এতিমখানা কর্তৃপক্ষ একটি দরখাস্তের ফরম ছাড়বেন। যার বিষয়বস্তু হবে, আগামী... মাসের খোরাকী বাবদ লিল্লাহ ফান্ড থেকে... টাকা মঞ্জুরের আবেদন। মুহতামিম বা = এতিমখানা প্রধান বরাবর করা এ দরখাস্তটি মঞ্জুর করলে ছাত্র সেটি বোর্ডিং ইনচার্জের কাছে জমা দেবেন। ইনচার্জ নির্দেশনা অনুযায়ী আগামী একমাসের খানা জারী করে দিয়ে মুহতামিমের কাছ থেকে সেই ছেলের বোর্ডিং ফী উসুল করবেন। মুহতামিম সাহেব ওই গরীব ছেলের উকিল হিসেবে টাকাটা বোর্ডিং ইনচার্জকে পরিশোধ করবেন।

এভাবে "তামলীক" করার বহু ফায়দা রয়েছে। যেমন: ১. গরীব ছাত্রটি সরাসরি যাকাতের খাবার খাচ্ছে না: বরং তার প্রাপ্য যাকাতের টাকা দিয়ে খাবার কিনে খাচ্ছে। ২. বোর্ডিংয়ে অন্য যেসব ধনী ছাত্ররা টাকা দিয়ে খাবার নেয়, যাকাতের খাবারের সঙ্গে তাদের খাবারটা

মিশ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না। কারণ, সবাই যার-যার টাকা দিয়েই কিনে খাচ্ছে। ৩. এতিমখানার আবাসিক শিক্ষকদেরকে মাদরাসার চুক্তিবাবদ পারিশ্রমিক হিসেবে বোর্ডিং থেকে যে খাবারটা দেওয়া হয়, সেটিও যাকাতের খাবারের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে না। ৪. যারা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত নয়, তাদেরকে যাকাতের খাবার খাওয়ানোর দায় এড়ানো সম্ভব হচ্ছে। ৫. কোনোরকম সন্দেহ-সংশয় ছাড়াই জনসাধারণের যাকাত পরিষ্কারভাবে আদায় হয়ে যাচ্ছে। -সম্পাদক(যাকাত বিশ্বকোষ)

তালিবুল ইলম যাকাতের উত্তম ব্যয়খাত

দীনি মাদরাসায় ইলমে দীন হাসিলকারী গরীব তালিবুল ইলম হলো যাকাতের উত্তম ব্যয়খাত। ফুকাহায়ে কেরাম দীনি মাদরাসার তালিবুল ইলমকে فِي سَبِيلِ الله এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর ছাত্রদেরকে ابن السبيل তথা মুসাফিরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনি তালিবুল ইলমের সঙ্গে সদাচরণ এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য গুরুত্বের সঙ্গে অসিয়ত করেছেন।

তালিবুল ইলমের জন্য সাহায্য চাওয়া

ফুকাহায়ে কেরাম গরীব তালিবুল ইলমকে সওয়াল করা বা সাহায্য চাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তবে এটা ওই জমানার কথা, যখন সাধারণ মানুষের মাঝে ইলমে দীনের প্রতি ঘৃণা ছিল না। দীনি ইলমকে হীন দৃষ্টিতে দেখত না। কিন্তু বর্তমান জমানায় ইহুদী-খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যা প্রোপাগান্ডার কারণে কিছু লোক ইলমে দীন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদেরকে কটাক্ষ ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এবং ঘৃণার চোখে দেখে। এ জন্য একাজ বর্জন করাই উত্তম। যাতে ইলমে দীনের অবমাননা ও অবজ্ঞা না-হয়।

তালিবুল ইলমকে যাকাত দেওয়া

১. তালিবুল ইলম যদি গরীব হয়, মালদার সাহেবে নেসাব না-হয়, তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয।

২. তালিবুল ইলম গরীব নয় বরং মালদার এবং মুসাফিরও নয় তাহলে জেনে-শুনে এমন তালিবুল ইলমকে যাকাত দেওয়া এবং তার জন্য সেটা নেওয়াও জায়েয নেই। কেউ যদি যাকাত দেয়, যাকাত আদায় হবে না।

তালিবুল ইলম অবাধ্য হলে তাকে যাকাত দেওয়া

যে ছাত্র মাদরাসার নিয়ম-নীতির পাবন্দি করে না, নিয়মিত মাদরাসায় উপস্থিতও থাকে না, কিন্তু মাদরাসার কর্তৃপক্ষ তাকে মাদরাসা থেকে বহিষ্কারও করেনি এবং সে গরীব, যাকাত পাওয়ার যোগ্য এমন তালিবুল ইলমকেও যাকাত দেওয়া জায়েয।

নাবালেগ তালিবে ইলমকে যাকাত দেওয়া

তালিবুল ইলম নাবালেগ। তার মাতা-পিতা মালদার। তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। ৫৩৭

এজন্য নাবালেগ বাচ্চাদেরকে যাকাত দেওয়ার পূর্বে যাচাই করে নেওয়া উচিত যে, তার মাতা-পিতা মালদার কি না?

তবে তালিবুল ইলম যদি নাবালেগ হয়, তাদের মাতা-পিতা মালদার হয়, কিন্তু মাতা-পিতা বাচ্চাদের খরচপাতি না-দেয়, এক্ষেত্রে নাবালেগ বাচ্চাদেরকেও যাকাত দেওয়ার অনুমতি আছে।

নাবালেগকে যাকাত দেওয়া

পিতা গরীব, যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু মাতা মালদার, সাহেবে নেসাব, এমন গরীব পিতার নাবালেগ অভাবী বাচ্চাকে যাকাত দেওয়া জায়েয।

নাবালেগের মালের যাকাত

১. নাবালেগ নেসাবের মালিক হলেও তার সম্পদের উপর যাকাত ফরয হবে না। অভিভাবকের জন্যও নাবালেগের মাল থেকে যাকাত আদায় করা আবশ্যক নয়। যেমনিভাবে

নামায, রোযা, হজ্জ উত্যাদি অন্যান্য ইবাদত তার উপর ফরয নয়, তেমনিভাবে যাকাতও তার উপর ফরয নয়।

২. নাবালেগের মাল কোনো অভিভাবকের নিকট আমানত হিসেবে থাকলে-তাতেও যাকাত ফরয হবে না।

৩. নাবালেগের জমাকৃত সম্পদ থেকে যাকাত কেটে নেওয়া রাষ্ট্রের জন্য জায়েয নেই। যদি রাষ্ট্র এরূপ করে তাহলে রাষ্ট্র জালিম ও আত্মসাৎকারী বলে গণ্য হবে।

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا।***

৪. শিশু বালেগ হওয়ার পর থেকে নেসাবের বছরের হিসাব শুরু হবে। বালেগ হওয়ার দিন থেকে চান্দ্রমাসের হিসাবে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে।

৫. বালেগের উপর যাকাত ফরয। আর বালেগ হওয়ার আলামত হলো স্বপ্নদোষ হওয়া, দাড়ি, নাভির নিচে পশম গজানো অথবা বীর্যপাত হওয়া অথবা গর্ভবতী হওয়া ইত্যাদি।

নিজের অবৈধ সন্তানকে যাকাত দেওয়া

১. ব্যভিচারী নিজের জারয সন্তানকেও যাকাত দিতে পারবে না।

তদ্রুপ যে সন্তানকে সে নিজের সন্তান বলে স্বীকার করে না, তাকেও তার

যাকাত দেওয়া জায়েয নেই।

অবশ্য যে মহিলার স্বামী মানুষের নিকট পরিচিত, তার সন্তানকে যাকাত দেওয়া যাবে।

২. বিয়ের পর ছয় মাসের পূর্বে বাচ্চা জন্ম হলে, শরীয়তের দৃষ্টিতে সে বাচ্চা অবৈধ। কিন্তু যার বীর্য থেকে এ বাচ্চার জন্ম হয়েছে, সে ব্যক্তি এ বাচ্চাকে যাকাত দিতে পারবে না। যদি যাকাত দেয়, যাকাত আদায় হবে না। পুনরায় তাকে যাকাত আদায় করতে হবে। (যাকাত বিশ্বকোষ)

নেশায় অভ্যস্ত ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া

নেশায় অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি মুসলমান, রিক্তহস্ত, গরীব হয়, নেসাবের মালিক না-হয়, তাকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

অবশ্য যাকাত, সদকা ও খায়রাত নেককারদেরকে দেওয়াই উত্তম। কেননা, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- وَلْيَأْكُل طَعَامَكُمْ الأَبْرَار: "আর তোমাদের খানা যেন নেককারগণ ভক্ষণ করেন।

আর এ ব্যাপারে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, উক্ত ব্যক্তি নেশায় আসক্ত, যাকাতের টাকা নিয়ে সে নেশায় বা মদপানে ব্যয় করবে, তবে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে নেশা করার জন্য যাকাতের টাকা দিয়ে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করা আবশ্যক হয়, আর গুনাহের কাজে সহযোগিতা করা জায়েয নেই।(যাকাত বিশ্বকোষ

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে -

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থাৎ তোমরা গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না। (সূরা মায়েদা :আয়াত-২)

পাগলের মালের যাকাত

১. পাগল যদি নেসাবের মালিক হয়, তার মালের উপর যাকাত ফরয হবে না।

অভিভাবকের জন্য পাগলের মাল থেকে যাকাত দেওয়া আবশ্যক নয়। অবশ্য পাগলের মাল থেকে তার ঋণ আদায় করা জরুরী। কেননা, এটা বান্দার হক।

২ পাগল ব্যক্তির জমিনের উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ উশর হিসেবে আদায় করা এবং সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। (যাকাত বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা- ১৬৩)

নিম্নমানের জিনিস দ্বারা যাকাত দেওয়া

কোনো-কোনো লোকের অভ্যাস হলো, নিম্নমান ও খারাপ বস্তু দ্বারা যাকাত দেওয়া। যেমন: কোনো-কোনো কুতুবখানা ও লাইব্রেরি এমন সব কিতাব দ্বারা যাকাত প্রদান করে, যা সাধারণত বিক্রি হয় না। তদ্রুপ কাপড় ব্যবসায়ীরা পুরাতন থান অথবা কাপড়ের ছোট-ছোট টুকরা দ্বারা যাকাত প্রদান করে। অনুরূপভাবে তরকারি বিক্রেতা পুরাতন তরকারি, যা বিক্রি হয় না, সেগুলো দ্বারা যাকাত প্রদান করে।

খারাপ, মন্দ, নষ্ট ও নিম্নমানের বস্তু দ্বারা যাকাত আদায় করার এই অভ্যাস নিঃসন্দেহে এখলাসের পরিপন্থী। কিয়ামত দিবসে যখন সওয়াব কম পাবে তখন শুধু আফসোসই করতে হবে। কিন্তু সেই আফসোস কোনো কাজে আসবে না, ক্ষতিপূরণেরও কোনো ব্যবস্থা হবে না।

এ সব বস্তু দ্বারা যাকাত আদায়ের ব্যাপারে হুকুম হলো: যাকাত দাতা এবং ব্যবসায়ীরা খারাপ ও নিম্নমানের বস্তুর যে মূল্য নির্ধারণ করেছে, যদি বাজারে এ বস্তু এই মূল্যেই বিক্রি হয় তাহলে এই মূল্যের হিসাবে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আর যদি বাজারে এই মূল্যে বিক্রি না-হয় তাহলে এই মূল্যের হিসাবে যাকাত আদায় হবে না। বরং বাজারের মূল্যের হিসাবে যে মূল্য হবে, সে পরিমাণেরই যাকাত আদায় হবে। যাকাতদাতা বা ব্যবসায়ী বাজার দর থেকে যে অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করেছে, তা নিজ জিম্মায় থেকে যাবে। তা পুনরায় আদায় করতে হবে। এ জন্য খারাপ বা নিম্নমানের বস্তু দ্বারা যাকাত না-দেওয়া উচিত।(যাকাত বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা -১৫৫)

নারীরা যাকাত না-দিলে

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইজন মহিলার হাতে স্বর্ণের চুড়ি দেখতে পেলেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এই চুড়ির যাকাত দাও? তারা আরজ করল, না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি এটা পছন্দ কর যে, এর পরিবর্তে তোমাদেরকে আগুনের চুড়ি পরিধান করানো হবে? তারা আরজ করল, না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তাহলে তোমরা এর যাকাত আদায় করো। (সুনানে তিরমিযী)

স্বর্ণের নেসাব সাড়ে সাত তোলা। বর্তমান পরিমাপে ৮৭.৪৭৯ গ্রাম।

২. রুপার নেসাব সাড়ে বায়ান্ন তোলা। বর্তমান পরিমাপে ৬১২.৩৬ গ্রাম।

৩. ব্যবসার মালের নেসাব হলো, কমপক্ষে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যের বরাবর পুঁজি হওয়া।

৪. নগদ টাকার নেসাব হলো, কমপক্ষে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য বরাবর হওয়া।

৫. অলংকারের নেসাব হলো, যদি স্বর্ণের অলংকার হয় তাহলে কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা ওজন হওয়া। আর রুপার অলংকার হলে, কমপক্ষে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার ওজন হওয়া।

৬.স্বর্ণ যদি সাড়ে সাত তোলা থেকে কম হয় এবং রুপা যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা থেকে কম হয়, এক্ষেত্রে উভয়টির মোট মূল্য যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যের সমপরিমাণ হয় তাহলে মোট মূল্যের শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

যদি সোনা এবং রুপার মোট মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য থেকে কম হয়, এক্ষেত্রে নেসাব পূর্ণ না-হওয়ায় যাকাত ফরয হবে না।

৭. কারো নিকট যদি কিছু নগদ টাকা এবং কিছু স্বর্ণ বা কিছু রুপা থাকে আর সবগুলোর মোট দাম সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য বরাবর হয় তাহলে যাকাত ফরয হবে। কম হলে যাকাত ফরয হবে না।

৮. ব্যবসার মালের হুকুমও তদ্রুপ।

৯. সারকথা, স্বর্ণ, রুপা, নগদ টাকা, ব্যবসার মাল, এগুলোর দুটির দাম যখন রুপার নেসাব বরাবর হবে তখন যাকাত ফরয হবে।

১০. এ জিনিসগুলো ব্যতীত বিচরণকারী গবাদিপশুর উপরও যাকাত ফরয হবে। ভেড়া, ছাগল, গরু, মহিষ, উটের পৃথক-পৃথক নেসাব আছে।

নেসাবের পরিমাণ সর্বকালীন

নেসাবের পরিমাণ আল্লাহ তাআলার নিকট নির্দিষ্ট। আল্লাহ তাআলা এই নির্দিষ্ট হকের পরিমাণ বর্ণনার দায়িত্ব রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ন্যস্ত করেছেন। এ

জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে এত বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন যে, সাহাবায়ে কেরামকে শুধু মৌখিকভাবে বলাকেই যথেষ্ট মনে করেননি, বরং এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ফরমান লিখিয়ে হযরত ফারুকে আযম রাযি. এবং হযরত আমর ইবনে হাযম রাযি.-এর উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন।

যার দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, যাকাতের নেসাব এবং প্রত্যেক নেসাবের যাকাতের পরিমাণ সর্বকালের জন্য আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছেন। এতে কোনো কালে কোনো দেশে বা কারো পক্ষে কম-বেশি করা কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার কোনো সুযোগ নেই।

নেসাব একাধিক হলে

কারো মালিকানায় স্বর্ণ, রুপা, নগদ টাকা এবং ব্যবসার মাল ইত্যাদির নেসাব পৃথক-পৃথক হলে, প্রত্যেক নেসাবের হিসাব পৃথক পৃথকভাবে হিসাব করে যাকাত আদায় করবে।

নিয়ত ছাড়া যাকাত দেওয়া

যাকাতের যে টাকা নিয়ত ছাড়া দান-খয়রাত করা হয়েছে আর প্রাপক তা খর্য করে ফেলেছে, সেই টাকাকে পরে যাকাতের মধ্যে গণনা করা জায়েয হবে না। এবং যাকাতও আদায় হবে না।

প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয়ের জন্য টাকা জমা করলে

১.কেউ প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন ফ্রিজ, ঘর, দোকান, জমিন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয়ের জন্য টাকা জমা করল। আর এই টাকা নেসাব ফরয হবে।

সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয়, এক্ষেত্রে বছর অতিক্রান্ত হলে যাকাত ফরয হবে।

২.যদি বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করে নেয় আর টাকা নেসাব পরিমাণ বাকী না-থাকে তাহলে যাকাত ফরয হবে না।

প্রয়োজনের জন্য রাখা টাকার হুকুম

যদি কারো নিকট ঘর বা ঘরোয়া সামানাপত্র না-থাকে অথবা বিয়ে করেনি আর সে ঘর বা সামানা ক্রয়ের জন্য অথবা বিয়ের খরচার জন্য টাকা জমিয়ে রাখে।

যদি তা নেসাব সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয়, তার উপর বছরও অতিক্রান্ত হয় তাহলে যাকাত ফরয হবে। শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

তবে যদি বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ঘর অথবা সামানা ক্রয় করে অথবা বিয়ে করে টাকা খরচ করে ফেলে তাহলে নেসাব পরিমাণ টাকা না-থাকার কারণে যাকাত ফরয হবে না।

বছর শেষে যাকাত ফরয হয়

চাঁদের হিসাবে বছর শেষে 'সাহেবে নিসাব' ব্যক্তির নিকট যে পরিমাণ অর্থ. সম্পদ থাকবে, তার উপর যাকাত ফরয হবে। যেমন: কোনো সাহেবে নিসাব ব্যক্তির বছর শুরু হলো মুহাররম মাসের এক তারিখ থেকে তাহলে পরবর্তী বছরের এক তারিখে তার বছর পূর্ণ হবে। সুতরাং ওই সময় তার নিকট যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকবে, সেই পরিমাণের যাকাত আদায় করবে।

বছরের মাঝে যেসব অর্থ-সম্পদ হস্তগত হবে, তার জন্য পৃথকভাবে বছর পূর্ণ হওয়ার হিসাব করতে হবে না। বরং যখন আসল নেসাবের উপর বছর পূর্ণ হবে তখন বছরান্তে যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকবে, তার উপর যাকাত ফরয হবে-কিছু মালের উপর বছর পূর্ণ না-হলেও।

যেমন- কোনো 'সাহেবে নেসাব' ব্যক্তির মালিকানায় বছরের শুরুতে পাঁচ লাখ টাকা ছিল, বছর শেষে দশ লাখ টাকা হয়ে গেল তাহলে শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে দশ লাখ টাকার যাকাত দিতে হবে। শুধু পাঁচ লাখ টাকার যাকাত আদায় কালে জিম্মাদারী আদায় হবে না।

যদি বছরের শুরুতে পাঁচ লাখ টাকা থাকে, আর একাদশ মাসে আরো পাঁচ লাখ টাকা যুক্ত হয় তাহলে পূর্ণ দশ লাখ টাকারই যাকাত আদায় করতে হবে। এ কথা বলার সুযোগ থাকবে না যে, একাদশ মাসে আসা টাকার উপর তো বছর অতিক্রান্ত হয়নি। সুতরাং আরো এগারো মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর যাকাত আদায় করব। এ জাতীয় যুক্তি যথার্থ নয়। বরং বছরের

শুরুতে যে পাঁচ লাখ টাকা ছিল, তার উপর বছর পূর্ণ হওয়ার দ্বারা একাদশ মাসে আসা টাকার উপরও বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই পূর্ণ টাকারই যাকাত আদায় করতে হবে। (যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা-১৭৯)

বে-নামাযীকে যাকাত দেওয়া

বে-নামাযী ব্যক্তি যদি অভাবগ্রস্ত ও গরীব হয় তাহলে তাকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে নামাযী, দীনদার গরীব ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে যাকাত দিলে যে পরিমাণ সওয়াব, বে-নামাযীকে দিলে সে পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে না। এ জন্য নামাযী, দীনদার গরীব ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া উচিত।

উল্লেখ্য যে, নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফের হয়ে যায় না। তবে কুফরী কাজ করার কারণে ফাসেক এবং কবীরা গুনাহের অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

বে-নামাযী লোক কিয়ামত দিবসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ জন্য নামাযের পাবন্দী জরুরী।

ব্যবসায়ের মাল বছরের পর বছর পড়ে থাকা

১. কারোর ব্যবসায়ের মাল কয়েক বছর পড়ে থাকল। তার যাকাতও আদায় করল না। পরবর্তী সময়ে কোনো এক সময় তা বিক্রি করল, তাহলে বিগত বছরগুলোর যাকাত হিসাব করে আদায় করতে হবে। শুধু এক বছরের যাকাত আদায় করলে তার জিম্মাদারী আদায় হবে না।

২. যদি প্রতি বছরের যাকাত আদায় করে থাকে তাহলে বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় হয়ে গেছে। পুনরায় বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে না। বরং এক বছরের যাকাত আদায় করাই যথেষ্ট।

ব্যবসায়িক মালের যাকাতের শর্ত

ব্যবসায়িক মালে যাকাত ফরয হওয়ার কয়েকটি শর্ত। যেমন-

১. ব্যবসায়িক মালের মূল্য কমপক্ষে রুপার নেসাবের হিসাবে নেসাব সমপরিমাণ বা তার চেয়েও বেশি হওয়া অথবা অন্যান্য যাকাতের মালের সঙ্গে মিলিয়ে নেসাবের সমপরিমাণ হলে, বছরান্তে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত ফরয হবে। আর মালের দাম নির্ধারণ করা হবে যা সেই শহরে প্রচলিত দাম রয়েছে।

ব্যবসায়িক মাল যদি কোনো অনাবাদি অর্থাৎ জনবসতির বাইরে থাকে, যেখানে মূল্যের প্রশ্নই আসে না তাহলে সেই এলাকার নিকবর্তী যে শহর রয়েছে, সেখানকার মূল্য অনুযায়ী মালের মূল্যমান নির্ধারণ করে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে।

. দ্বিতীয় শর্ত হলো- মালের উপর এক বছর অতিক্রান্ত হতে হবে। এ ব্যাপারে বছরের শুরু এবং শেষ উভয়ের প্রান্ত ধর্তব্য হবে। মাঝের আশ দেখা হবে না। সুতরাং যদি কোনো ব্যবসায়ী বছরের শুরুতে নেসাবের মালিক থাকে, আর বছরের মাঝে নেসাবের চেয়ে মাল কমে যায়। কিন্তু বছরের শেষপ্রান্তে আবার নেসাব পর্ণ হয়ে যায় তাহলে যাকাত ফরয হবে। অবশ্য যদি বছরের শুরু এবং শেষে নেসাবের পরিমাণের চেয়ে কম থাকে তাহলে যাকাত ফরয হবে না।

৩. তৃতীয় শর্ত হলো- বিদ্যমান মালে ব্যবসার নিয়ত থাকতে হবে, যদি মাল ক্রয়ের শুরুতে ব্যবসার নিয়ত না-করে থাকে, পরবর্তী সময়ে ব্যবসার। নিয়ত করে তাহলে নিয়তের সঙ্গে-সঙ্গে বাস্তবেও কারবার শুরু করে দিয়েছে। সুতরাং যদি কেউ ব্যবহারের নিয়তে গাড়ি ক্রয় করে, অতঃপর সে ইচ্ছা করে যে, সে তার এই গাড়ি দিয়ে ব্যবসা করবেতাহলে শুধু নিয়তের দ্বারা এ গাড়ি ব্যবসার মালের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না এই গাড়ি বিক্রি না-করা পর্যন্ত।

যদি কোনো ব্যক্তিকে নগদ টাকা ব্যতীত ব্যবসার কিছু মাল কেউ উপহার হিসেবে দেয় অথবা কোনো ব্যক্তি তার ব্যাপারে কোনো মালের বিষয়ে অসিয়ত করে আর সেই ব্যক্তি উপহারের মাল এবং অসিয়তের মাল গ্রহণ করার সময় ব্যবসার নিয়ত করে তাহলে এই মাল দ্বারা ব্যবসায়িক কারবার শুরু না-করা পর্যন্ত তার নিয়ত ধর্তব্য হবে না।

যদি কোনো ব্যক্তি ব্যবসায়িক মাল অন্য কোনো ব্যক্তির মালের সঙ্গে পরিবর্তন করে তাহলে পরিবর্তনকৃত মালও ব্যবসায়িক মাল হিসেবে গণ্য হবে। আর শুরুতে সে যে নিয়ত করেছিল তা-ই যথেষ্ট হবে।

অবশ্য পরিবর্তনের সময় যদি ব্যবসার নিয়ত না-করে থাকে তাহলে এই মাল ব্যবসায়িক মাল হিসেবে ধর্তব্য হবে না।

৪. চতুর্থ শর্ত হলো- এই মাল ব্যবসা করার নিয়ত জায়েয হওয়ার উপযুক্ত হতে হবে। সুতরাং যদি কেউ উশরী জমিন ক্রয় করে তাতে চাষাবাদ করে অথবা আবাদী জমির ফসল ক্রয় করে তাহলে এই উশরী জমিনের ফসল যে পরিমাণ হবে, তার উপর উশর ফরয হবে, যাকাত ফরয হবে না। (যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা:১৯৭-১৯৯)

ব্যাংকে জমাকৃত টাকার যাকাত

১. বিশুদ্ধ মতানুসারে ব্যাংকে জমাকৃত টাকা অপ্রকাশ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। অপ্রকাশ্য সম্পদের যাকাত উসল করার অধিকার সরকারের নেই। সুতরাং ব্যাংক কর্মকর্তা বা সরকার ব্যাংকে জমাকৃত টাকা থেকে জোরপূর্বক টাকা কর্তন করতে পারে না।

২. একাউন্ট হোল্ডার যদি বছরান্তে যাকাতের টাকা কর্তন করে যাকাতযোগ্য ব্যক্তিদের মাঝে খরচ করার জন্যে ব্যাংককে অনুমতি দিয়ে দেয় আর ব্যাংক কর্মকর্তা টাকা যাকাতের টাকা উপযুক্তদের মধ্যে ব্যয় করে তাহলে ব্যাংক কর্মকর্তা টাকা জমাকারীর পক্ষ থেকে উকিল হয়ে তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করার কারণে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

৩. ব্যাংকে যে টাকা জমা রাখা হয়, তা যদি নেসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয় অথবা টাকা জমাকারী সাহেবে নেসাব হয় তাহলে বছরান্তে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দেওয়া আবশ্যক হবে।

৪. ব্যাংকে যে টাকা রাখা হয়, সেটা হলো আমানত। টাকা জমাকারী যখনই চাইবে টাকা উত্তোলন করে ব্যয় করতে পারবে। সুতরাং হেফাজতের জন্য টাকা ব্যাংকে জমা থাকুক অথবা নিজের কাছে থাকুক উভয়ের বিধান একই। (যাকাত বিশ্বকোষ)

মহর হিসেবে দেওয়া অলংকারের যাকাত

মহর হিসেবে যে অলংকার দেওয়া হয়েছে, তার মালিক স্ত্রী, স্বামী নয়। এ জন্য যাকাত আদায়ের জিম্মাদারী স্ত্রীর উপর, স্বামীর উপর নয়। স্ত্রীর অনুরোধে স্বামী যদি যাকাত আদায় করে দেয়, আদায় হয়ে যাবে। আর স্বামী যদি আদায় না-করে তাহলে স্ত্রীকেই যাকাত আদায় করা আবশ্যক হবে। নতুবা কবর এবং আখেরাতে আযাব হবে।

মহরের যাকাত

১. মহর উসুল হওয়ার পূর্বে যাকাত ফরয হয় না।

২. মহরের টাকা বা অলংকার উসুল হওয়ার পর যদি তা নেসাব বরাবর বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শতকরা আডাই টাকা হারে যাকাত স্ত্রীর জিম্মায় আবশ্যক হবে। চাই স্ত্রী নিজে আদায় করুক অথবা তার অনুমতিতে তার স্বামী আদায় করুক। ৮৩১

৩. কোনো মহিলার বিয়ের পর একত্রে সম্পূর্ণ মহর পেয়ে গেল, তা নেসাব বরাবর বা তার চেয়ে বেশি। তার দখলে ও নিয়ন্ত্রণে উক্ত মহরের টাকা পূর্ণ এক বছর থাকার পর, তার স্বামী সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দিয়ে অর্ধেক মহর ফেরত নিয়ে নিল। ৮৩২ এক্ষেত্রে মহর যদি নগদ টাকা বা স্বর্ণ-রুপার আকারে হয়, তবে উক্ত মহিলাকে পূর্ণ মহরের যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি নগদ টাকা তথা স্বর্ণ রুপা না-হয় তাহলে পূর্ণ মহরের যাকাত আদায় করা আবশ্যক হবে না, বরং অর্ধেক মহরের যাকাত আদায় করবে।(যাকাত বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা -২১৩)

মহরের টাকা স্বামী নিজ নেসাব থেকে কর্তন করবে কি না

১. মহর দুই প্রকার। যথা-

4. مهر مؤجل যা তাৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ বিলম্বে আদায়যোগ্য মহর।

؟. مهر معجل যা স্ত্রী চাহিবামাত্র স্বামী দিতে বাধ্য থাকে।

২. স্বামীর জিম্মায় যদি مہر مؤجل থাকে, অর্থাৎ যে মহর তাৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব নয় বরং বিলম্বে আদায়যোগ্য মহর, আর তা আদায়ের ইচ্ছা না-থাকে তাহলে এ মহর স্বামীর নেসাব থেকে কর্তন করা যাবে না। বরং পূর্ণ সম্পদেরই শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করবে।

উদাহরণস্বরূপ: কারো কাছে এক লাখ টাকা মজুদ আছে। তন্মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা স্ত্রীর বাকীতে আদায়যোগ্য মহর তার জিম্মায় রয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি পূর্ণ এক লাখ টাকার যাকাত শতকরা আড়াই টাকা হারে আদায় করবে। এটা করতে পারবে না যে, পঞ্চাশ হাজার টাকা স্ত্রীর মহরের ঋণ বাবদ কর্তন করে দেবে, আর বাকী পঞ্চাশ হাজার টাকার যাকাত আদায় করবে। নতুবা পূর্ণ টাকার যাকাত আদায় হবে না।

৩. স্বামীর উপর স্ত্রীর মহর ওয়াজিব হয়ে আছে। তা যদি مہر معجل)যা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব) অথবা مہر مؤجل)যা তাৎক্ষণিক আদায় করা জরুরী নয়) হয় আর স্বামী তা পরিশোধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে চেষ্টা চালিয়ে যায়, তাহলে এ জাতীয় ঋণ নেসাব থেকে কর্তন করা যাবে।

এক্ষেত্রে যদি মহরের টাকা কর্তন করার পর অবশিষ্ট টাকা নেসাবের বরাবর বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে যাকাত ফরয হবে। আর যদি অবশিষ্ট টাকা নেসাব থেকে কম হয় এবং যাকাত ফরয হওয়ার মতো অন্য জিনিসও না-থাকে তাহলে যাকাত ফরয হবে না।

৪. স্বামীর যদি مہر مؤجل আদায় করার ফিকিরই না-থাকে, এজন্য চেষ্টা তদবিরও না-করে; বরং সে আদায়ই করতে না-চায়, তাহলে মহরের টাকা নেসাব থেকে কর্তন করা যাবে না।

তার সম্পূর্ণ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। আর মহর আদায় না-করার নিয়তকরা উচিত নয়। কেননা, জীবদ্দশায় যদি কেউ মহর আদায় না-করে, মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আদায় করা হবে। (তখন সেটা কত লজ্জাজনক বিষয় হবে?!) যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা:২১৩-২১৪

মধুর যাকাত

১. উশরী জমিন অথবা পাহাড় কিংবা জঙ্গল থেকে মধু আহরণ করলে তাতে উশর আদায় করা ওয়াজিব।

২. অবশ্য ফার্মের মধুর উপর উশর ফরয নয়; বরং এর সামষ্টিক মূল্যের উপর বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে। যেমন গরু, ছাগল ব্যবসার জন্য রাখলে সামষ্টিক মূল্যের শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে যাকাত আদায় করতে হয়। তবে সায়েমা গাভী ও ছাগলের যাকাতের হিসাব ভিন্ন।(যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা-২১৬)

মসজিদ নির্মাণে যাকাতের টাকা ব্যয় করা

১. মসজিদ নির্মাণে যাকাতের টাকা খরচ করলে যাকাত আদায় হবে না। কেননা, মসজিদ যাকাত ব্যয়ের খাত নয়।

২. যাকাতের টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নেই। কেননা, যাকাতের টাকায় গরীবদের তামলীক তথা মালিকানাস্বত্ব দান শর্ত। আর এখানে তামলীক হয়নি।

মিসকীনের সংজ্ঞা

১. নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না-হলে এবং অভাবগ্রস্ত হলে, তাকে গরীব ও মিসকীন বলা হয়।

২. তবে পরিভাষায় মিসকীন ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যার কাছে কিছুই থাকে না এবং একেবারেই রিক্তহস্ত।

৩. আর হাদীসের ভাষায় মিসকীন ওই ব্যক্তি, যার এমন কোনো উপায় উপকরণ নেই যা তাকে বিত্তশালী করে দেয়। সে তার অভাব অনটন প্রকাশ করে না। যাতে মানুষ তাকে খায়রাত দেয় এবং সে নিজেও সওয়াল করা এবং ভিক্ষা করার জন্য মানুষের দ্বারে-দ্বারে ঘুরে বেড়ায় না।

উর্দু ভাষায় (এবং বাংলা ভাষায়ও) ৯১৯ গরীব-মিসকীন উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যে যাকাতের উপযুক্ত সে মিসকীনও এবং গরীবও।

৪. সমাজে যারা জীবন ধারণের উপকরণের সংকীর্ণতার কারণে মানবেতর জীবন যাপন করে। যদিও স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য তারা চেষ্টার ত্রুটি করে না। কিন্তু চাকরী-বাকরী এবং জীবিকা নির্বাহের কোনো ব্যবস্থা থাকে না, নিঃসন্দেহে এরা মিসকীন। এরাই যাকাতের প্রথম পর্যায়ের উপযুক্ত খাত। তাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয।

৫. যারা বিত্তশালী ছিল কিন্তু ব্যবসায়িক ক্ষতি কিংবা অস্বাভাবিক কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে দেউলিয়া হয়ে যায়। তার পূর্বের অবস্থার বিচারে যদিও সম্মানিত ও বিত্তশালী জ্ঞান করা হয়, তথাপি মিসকীনদের কাতারে শামিল হয়ে যায়। তাই যাকাতের অর্থ দিয়ে তাদের সহযোগিতা করা জরুরী। (যাকাত বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা :২৩২-২৩৩)

মুসাফিরের উপর যাকাত

মুসাফির যদি সাহেবে নেসাব হয় তাহলে বছরান্তে যাকাত দেওয়া তার উপরও আবশ্যক। মুসাফির হওয়ার কারণে যাকাত মাফ হবে না।

কেননা, সে তার প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজের মাল পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখে।

মুসাফিরখানা নির্মাণে যাকাতের টাকা ব্যয় করা

মুসাফিরখানা নির্মাণ কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করা জায়েয নেই। কেউ যদি তামলীক ব্যতীত মুসাফিরখানা নির্মাণ কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করে তাহলে যাকাত আদায় হবে না। পুনরায় এই পরিমাণ টাকা যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে।

মুসাফিরকে যাকাত দেওয়া

১. মুসাফিরের নিকট যদি নেসাব পরিমাণ মাল বা টাকা না-থাকে তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া তার জন্য নেওয়া জায়েয আছে।

২. মুসাফিরের বাড়িতে টাকা আছে, কিন্তু এখন সফর অবস্থায় তার কাছে কোনো টাকা নেই। তাৎক্ষণিক বাড়ি থেকে টাকা আনারও কোনো ব্যবস্থা নেই। এখন সে বর্তমানে যেখানে আছে সেখানে কোনো বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে ঋণ নেওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। এমন মুসাফিরকে যাকাত দেওয়া এবং তার জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয হবে।(যাকাত বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা -২৪০)

মুয়াজ্জিনকে যাকাত দেওয়া

১. মুয়াজ্জিন গরীব, নেসাবের মালিক নয় অথবা ঋণগ্রস্ত তাহলে তাকে যাকাতের উপযুক্ত গরীব মনে করে যাকাত দেওয়া এবং তার জন্য গ্রহণ করা জায়েয আছে।

২. মুয়াজ্জিনকে বিনিময় হিসেবে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। বিনিময় হিসেবে ব্যতীত গরীব এবং যাকাতের উপযুক্ত মনে করে যাকাত দেওয়া জায়েয।

মেয়ের বিবাহের আসবাবপত্র বা অলংকারের যাকাত

১. যদি মাতা-পিতা মেয়েকে বিবাহোপলক্ষে দেবার জন্যে সোনা-রুপা কিনে রেখে দেয়, কিন্তু তাকে মালিক না-বানায়, আর সেই সোনা-রুপাও নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে ক্রয়কারীর উপর প্রতি বছর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। মেয়ের বিবাহে দেবে এ অজুহাতে যাকাত আদায় থেকে বাঁচা যাবে না।

কিন্তু যদি মেয়েকে সেসবের মালিক বানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে মালিক হয়ে যাবে। তবে বালেগা হওয়ার আগ পর্যন্ত তার উপর যাকাত ফরয হবে না। বালেগা হওয়ার পর অলংকার যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে বছরান্তে মেয়ের জিম্মায় যাকাত ফরয হবে।

২. মেয়েকে অলংকারের মালিক বানানোর পর তার অনুমতি ব্যতীত এই অলংকার মা অথবা অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা জায়েয হবে না। (মিশকাত: খন্ড -১,পৃষ্ঠা -২৫৫)

৩. বিবাহের জন্যে যেসব আসবাবপত্র প্রস্তুত করা হয়, সেগুলোর উপর যাকাত নেই। কেননা এগুলো ব্যবসায়িক মাল নয়।

হজ্জের জন্য জমাকৃত টাকার যাকাত

কোনো-কোনো দেশে চার পাঁচ মাস পূর্বে অগ্রিম টাকা জমা দিতে হয়। আর হজ্জের যাত্রা শুরু হয় চার পাঁচ মাস পরে। যদি যাত্রার আগেই সাহেবে নেসাবের যাকাতের বছর পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে তার যাকাতের হুকুম হবে নিম্নরূপ-

যাতায়াত টিকেট, মুআল্লিম ফি, থাকা-খাওয়ার খরচ, মিনা, আরাফাতের তাঁবুর ভাড়ার জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে, এই টাকার যাকাত দিতে হবে না। এর অতিরিক্ত টাকা, যা বৈদেশিক মুদ্রা হিসেবে ফেরত পাওয়া যাবে, তার যাকাত আদায় করতে হবে। সারকথা হলো, খরচ বাবদ যে টাকা কেটে রাখা হয়েছে, এর যাকাত দিতে হবে না আর যে টাকা ফেরত পাওয়া যাবে, সে টাকার যাকাত দিতে হবে। (ফাতাওয়া শামী :খন্ড -২, পৃষ্ঠা -২৬২)

হজ্জের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত টাকার যাকাত

এক ব্যক্তি পাঁচ বছর পূর্বে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ফাণ্ড পৃথক করে রেখে দিয়েছে। এ বছর সে হজ্জে যাচ্ছে। এই টাকা খরচ না-হওয়া পর্যন্ত বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে।(ফাতাওয়া শামী :খন্ড -২,পৃষ্ঠা-২৬০)

হাজীকে যাকাত দেওয়া

যদি রাস্তায় মুসাফির হাজীর রাহা খরচ শেষ হয়ে যায় অথবা অর্থ চুরি হয়ে যায় অথচ সে সম্পদশালী, বাড়িতে তার ধন-সম্পদ টাকা-পয়সা আছে, কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ প্রাপ্তির কোনো উপায় নেই তাহলে এই হাজী সাহেবকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। (ফাতাওয়া শামী :খন্ড- ২, পৃষ্ঠা -৩৪৩)

হারাম মাল হালাল মালে মিশ্রিত হয়ে গেলে

হারাম মাল যদি হালাল মালের সঙ্গে মিশে যায় তাহলে তা তার মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যদিও তা নিকৃষ্ট বস্তুর মালিকানাই হোক। আর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য মালিকানা শর্ত। পবিত্রতা শর্ত নয়। পবিত্র হওয়া গ্রহণযোগ্যতার শর্ত। সুতরাং এ ধরনের মালের উপর যাকাত ফরয হবে। যদিও তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

যাকাত দেওয়ার উপকারিতা হলো, যাকাত না-দেওয়ার কারণে যে শাস্তি হতো, তা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। আর কবুল না-হওয়ার কারণে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হলেও শাস্তি দেওয়া হবে না। সুতরাং শাস্তি না-হওয়া আর সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া উভয়টা এক কথা নয়। অবশ্য হারাম উপার্জনের যে শাস্তি হবে সেটা ভিন্ন।

সারকথা, যাকাত আদায় না-করার কারণে দু'ধরনের শাস্তির যোগ্য হবে। একটি হলো হারাম উপার্জনের, আর দ্বিতীয়টি হলো যাকাত আদায় না-করার। আর যাকাত আদায় করলে শুধু একটি শাস্তি হবে। (যাকাত বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা-৩৪৩)

হারাম মালের যাকাত

১. সম্পদ যদি একেবারে হারাম হয়, তবে তাতে যাকাত ফরয হয় না। কেননা হারাম মালের হুকুম হলো এর মালিক জানা থাকলে মালিককে তা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। মালিক না-জানা গেলে সওয়াবের নিয়ত ব্যতীত সম্পূর্ণ মাল সদকা করে দেওয়া আবশ্যক। নিজের কাছে রাখবে না।

২. আর যদি হালাল মাল হারাম মালের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তবে দেখতে হবে হারাম মালের পরিমাণ বাদ দেওয়ার পর হালাল মাল নেসাব পরিমাণ বা তার চেয়েও বেশি কিনা। তবে যাকাত ফরয হবে। আর যদি নেসাব পরিমাণ না-হয় বরং তার চেয়েও কম হয় তাহলে যাকাত ফরয হবে না। অবশ্য হারাম মাল যদি মালিককে ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে ফেরত দেবে, নতুবা সদকা করে দেবে।

৩. হারাম মালে যাকাত ফরয হওয়া না-হওয়ার ব্যাপারে কথা হলো-

যদি তার নিকট হালাল মাল নেসাব পরিমাণ থাকে। আর তাতে হারাম মাল মিশ্রিত করে দেওয়া হয় তাহলে ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.-এর মতে তার উপর যাকাত ফরয হবে। যদি হালাল মাল নেসাব পরিমাণ না-হয় তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। বরং সম্পূর্ণ মাল সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। অর্থাৎ যদি হারাম মালের মালিক অথবা তার উত্তরাধিকার জানা থাকে তাহলে তা ফেরত দেবে। নতুবা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দেবে।(যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা-৩৪৪)

হারাম সম্পদ সদকা করলে সাওয়াব হয় না

প্রশ্ন- কিছু লোক সুদের টাকা বা হারাম উপায়ে উপার্জিত টাকা আল্লাহর পথে ব্যয় করে। এতে সে আনন্দ পায়, দান গ্রহীতাও না জানার কারণে তার জন্য দোয়া করে। অধিকন্তু মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তো তার জন্য জান্নাতুল ফিরদাউসের দোয়া করে দেন।

এভাবে অনেক লোক হারাম অর্থ-সম্পদ দ্বারা লোকদেরকে সাহায্য করে থাকে। যাকে সাহায্য করা হয়েছে সেও দোয়া করে। জিজ্ঞাসা এই যে, হারাম টাকা সদকা করলে সাওয়াব পাবে কি না? এমন দানে সাওয়াবের আশা রাখা ঠিক হবে কি না?

উত্তর: হালাল মাল থেকে যাকাত, ফিতরা, সদকা-খয়রাত করলে সাওয়াব পাবে। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম মাল সদকা করা ওয়াজিব, তবে এ সদকায় সাওয়াব হবে না, সাওয়াবের আশা করলে বরং গুনাহগার হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ (رواه أحمد في مسند أبي هريرة

অর্থাৎ হালাল মাল সদকা করলে সাওয়াব পাবে, কিন্তু হারাম মাল সদকায় কোনো সাওয়াব হবে না, বরং সাওয়াবের নিয়ত করলে উলটো গুনাহ হবে। সুতরাং খবরদার, হারাম মাল সদকা করে সাওয়াবের নিয়ত করবেন না। এ নিয়ত করবেন যে, আল্লাহ তায়ালা হারাম মাল থেকে মুক্ত করেছেন। আমি প্রথমে হারাম মালের বোঝা নিয়ে চলতাম, এখন আমার সেই বোঝা হালকা হয়েছে।

আর গ্রহীতা জানে না যে, দাতা হারাম মাল থেকে দিয়েছে নাকি হালাল মাল থেকে দিয়েছে। গ্রহীতা হালাল মাল থেকে দিয়েছে ধারণা করে দোয়া করার কারণে গুনাহগার হবে না। আর যদি হারাম মাল থেকে দান করার কথা জেনেও তার জন্য দোয়া করে, তাহলে গুনাহগার হবে।(হাদিস ভিত্তিক ফাতাওয়া ও মাসাইল, দ্বিতীয় খন্ড)

হীলায়ে তামলীক' তথা মালিকানা প্রদানের কৌশল

১. মাদরাসা/এতিমখানার মুহতামিম/প্রধান যদি যাকাতের টাকা উসুল করে হীলায়ে তামলীক বা মালিকানা প্রদানের কৌশল অবলম্বন করেন তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তারপর সেই অর্থ মাদরাসার যে কোনো প্রয়োজনে ব্যবহার করা জায়েয হবে।

২. কোনো-কোনো ব্যক্তিকে দেখা যায়, যাকাতের টাকা তাবলীগ ইত্যাদি ক্ষেত্রের জন্য দেয় আর বলে দেয় যে, হীলা করে নেবেন। অর্থাৎ কৌশলে মালিক বানিয়ে নেবেন। যেহেতু মালিকানা গ্রহণকারী এবং মালিকানা দানকারী উভয়েই এ কথা ভালো করে জানে যে, তামলীক মালিক বানানো মূল উদ্দেশ্য নয়, তবুও হীলা করার দ্বারা যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু এটা অনুচিত কাজ।

নোট:

হীলা অর্থ কৌশল অবলম্বন করা। হীলা দুই প্রকার বৈধ এবং অবৈধ। এ সম্পর্কে হাকীমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন- যে হীলার উদ্দেশ্য শরীয়তের কোনো উদ্দেশ্যকে বিনষ্ট করা, সেটি নিন্দনীয়। আর যে হীলার উদ্দেশ্য কোনো শরয়ী উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা, সেটি প্রশংসিত। যেমন, শরীয়ত সুদকে হারাম করেছে। এক্ষেত্রে কেউ যদি সুদ খাওয়ার জন্য কোনো হীলা অবলম্বন করে, সেটা গুনাহের কাজ। আর যেখানে সুদ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য হবে না; বরং এক জাতীয় বস্তু ভালো-মন্দ হওয়ার কারণে মূল্য কমবেশি হয় কিন্তু উভয় বস্তু এক জাতীয় হওয়ার কারণে অতিরিক্ত গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে

بع الجمع بالدرهم ثم ابتع بالدراهم ... الحديث.

এই হাদীসের আলোকে হীলা অবলম্বন করা বৈধ। (যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা -৩৪৫)

হীলা বা কৌশল অবলম্বন করা

১. দরিদ্র এলাকার মাদরাসাগুলোয় স্থায়ী চাঁদা ও সাধারণ দান খুব কমই আসে। তবে যাকাত, সদকায়ে ফিতর, কাফ্ফারা, কুরবানীর চামড়া ইত্যাদির অর্থ প্রচুর পরিমাণে আসে। যেহেতু দান এবং স্থায়ী চাঁদা দ্বারা শিক্ষকদের বেতন যথেষ্ট হয় না। এদিকে যাকাতের টাকা জমা পড়ে থাকে। তাই মাদরাসা কর্তৃপক্ষ কোনো দরিদ্র ছাত্রকে যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে বলে দেয় যে, তুমি নিজের পক্ষ থেকে সন্তুষ্টচিত্তে তা মাদরাসায় দান করে দাও। সে খুশীমনে মাদরাসায় দান করে দেয় তাহলে এ টাকা দ্বারা মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন দেওয়া জায়েয হবে। ১৪১০

২. হীলা জায়েয হওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের সংখ্যা নেই। যত টাকার হীলার প্রয়োজন করা যাবে। ১৪১১

৩. প্রয়োজন এবং দীন ইসলামকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে এভাবে হীলাকারী শিক্ষক এবং যাদের মাধ্যমে হীলা করানো হয়, তাদের কেউই গুনাহগার হবেন না; বরং খালেস নিয়ত থাকলে সওয়াবের আশা করা যায়। ১৪১২

হীলার মধ্যে মালিক বানানো শর্ত

যাকাত আদায় হওয়ার জন্য গরীবদের তামলীক তথা মালিক বানানো শর্ত। এটা পবিত্র কুরআনের إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء আয়াত দ্বারা বোঝা যায়। কেননা 'সদকা' শব্দটিই দরিদ্রদের মালিকানা দাবী করে। এরপর للفقراء এর শুরুতে لام تمليك মালিকানার জন্য হওয়ার সুস্পষ্ট প্রামাণ। আর ১ মানাফে বা উপকার অর্থে আসাটাও তামলীক বা মালিক বানানোর অর্থের পরিপন্থী নয়। কেননা, পরিপূর্ণ উপকারিতা যাকে মালিক বানানো হয় তার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার পরই অর্জিত হয়। আর হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ

এ হাদীসই উক্ত বিষয়ের প্রমাণ বহন করে। কেননা, র্ভ দ্বারা ধনীদের মালিকানা থেকে মাল বেরিয়ে আসা প্রমাণিত হয় আর إِلَى فُقَرَائِهِم কথাটি দরিদ্রদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবী করে।

মোটকথা, যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে দরিদ্রদেরকে সে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরী। এছাড়াও সদকা শব্দটি নিজেই কোনোরূপ বিনিময়হীন দানেরই অর্থ বুঝায়; নতুবা তা সদকাই থাকে না।(যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা -৩৪৬)

স্বামী এবং স্ত্রীর যাকাতের হিসাব আলাদা

স্ত্রী সাহেবে নেসাব, স্বামী সাহেবে নেসাব নয়, কিন্তু তার নিকট কিছু স্বর্ণ অথবা রুপা কিংবা নগদ টাকা আছে, কিন্তু সবগুলোর মূল্য যোগ করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যের সমপরিমাণ হয় না। এক্ষেত্রে স্বামীর নিকট যা কিছু আছে, তা স্ত্রীর নেসাব বা টাকার সঙ্গে যুক্ত করবে না। কেননা, উভয়ের হিসাব পৃথক-পৃথক। একজনের টাকার সঙ্গে অপর জনের টাকার কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং স্ত্রীর উপর যাকাত ফরয স্বামীর উপর নয়।(ফাতাওয়া শামী :খন্ড -২,পৃষ্ঠা-৩৩৭)

স্বামীকে যাকাত দেওয়া

১. স্ত্রী মালদার, স্বামী গরীব। এমন ক্ষেত্রে মালদার স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না। অবশ্য স্ত্রী যদি তার স্বামীর উপর আস্থাশীল হয় তাহলে স্ত্রীর উচিত নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের মাল দ্বারা স্বামীকে সহযোগিতা করা অথবা নিজের মাল দ্বারা স্বামীকে কোনো ব্যবসা করার সুযোগ করে দেওয়া। এরপরও স্বামীকে যাকাতের টাকা দেবে না।

২. যেহেতু স্বামী-স্ত্রীর ভোগ উপকরণ স্বাভাবিকভাবেই যৌথ হয়ে থাকে। তাই একে অপরের জিনিসপত্র দ্বারা সাধারণভাবেই উপকৃত হয়। এ জন্য স্বামী স্ত্রী পরস্পরে একে অপরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই।

৩. স্ত্রী মালদার, স্বামী গরীব হলে স্বামী মাতা-পিতা, সন্তান এবং স্ত্রী ছাড়া অন্য লোকদের নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। স্ত্রী মালদার হওয়ার কারণে স্বামীকে মালদার গণ্য করা যাবে না। (যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা -৩৩৭)

স্বামীর অন্য স্ত্রীর সন্তানকে যাকাত দেওয়া

স্বামীর অন্য স্ত্রীর সন্তানরা যদি গরীব হয়, নেসাবের মালিক না-হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয। (ফাতাওয়া শামী :খন্ড -২,পৃষ্ঠা -৩৪৪)

স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া

স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই।

স্ত্রীর প্রথম স্বামীর সন্তান যদি গরীব হয়, নেসাবের মালিক না-হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয। (ফাতাওয়া শামী, খন্ড -২)

স্ত্রীর অলংকার এবং সোনা-রুপার বিধান

১. যদি স্ত্রীর নিকট সোনা-রুপা বা অলংকার নেসাব সমপরিমাণ বা তার চেয়েও বেশি মজুদ থাকে এবং সে এসবের মালিক হয় তাহলে বছরান্তে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দেওয়া আবশ্যক। চাই সে নিজে আদায় করুক অথবা তার স্বামী তার পক্ষ থেকে অনুমতিক্রমে নিজে আদায় করুক। উভয় ক্ষেত্রে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

২. যদি অলংকার ইত্যাদির পরিমাণ নেসাব থেকে কম হয়, কিন্তু যাকাতের অন্য মালের সঙ্গে মিলানোর দ্বারা নেসাব পরিমাণ অথবা তার চেয়েও বেশি হয়ে যায়, এমতাবস্থায়ও বছরান্তে যাকাত ফরয হবে।

৩. অলংকারের পরিমাণ যদি নেসাব থেকে কম হয় এবং যাকাতের অন্য মালও না-থাকে তাহলে বছরান্তে যাকাত ফরয হবে না।

৪. স্ত্রীর যাকাত আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়, যেহেতু সাধারণভাবে মহিলারা কামাই-রোজগার করে না, বরং স্বামীর খেদমত, সন্তানের লালন পালন এবং সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকে, এ জন্য স্বামী আদায় করে দেয়।

অবশ্য স্বামী যখন স্ত্রীর যাকাত আদায় করে দেবে, তার আগেই স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে নেবে যে, আমি তোমার যাকাত আদায় করে দেব তাহলে স্ত্রীর যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং স্ত্রী কবর,

হাশরের ময়দান এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বেঁচে যাবে। আর স্বামী স্ত্রীর উপর অনুগ্রহ করার কারণে সওয়াব পাবে এবং উভয়ের মাঝে মহব্বত বৃদ্ধি পাবে।

৫. স্বামী যদি স্ত্রীর যাকাত আদায় না- করে তাহলে স্ত্রীর উপর আবশ্যক, নিজের যাকাত নিজেই আদায় করে দেওয়া। নতুবা পরকালের আযাব স্ত্রীকেই ভোগ করতে হবে, স্বামীকে নয়।(যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা-৩৩২)

স্ত্রীর অলংকারের যাকাত স্বামীর জিম্মায় নয়

১. অলংকারের মালিক স্ত্রীই, স্বামী নয়। চাই সে অলংকার নেসাবের সমপরিমাণ হোক বা তার চেয়ে বেশি হোক। এর যাকাত আদায় করা স্ত্রীর জিম্মায়, স্বামীর জিম্মায় নয়।

যদি স্ত্রীর বলার কারণে স্বামী স্ত্রীর পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এর দ্বারা স্ত্রীর উপর বিরাট অনুগ্রহ হবে। **১৩৫৯**

স্বামী যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে যাকাত আদায় না-করে তাহলে স্ত্রীর জন্যে জরুরী হলো, সে নিজেই তার যাকাত আদায় করে দেবে। স্বামীর জিম্মায় ছেড়ে দেবে না। নতুবা সে নিজেই গুনাহগার হবে, স্বামী হবে না।

২. আমাদের দেশে যেহেতু মহিলারা নিজেরা কামাই-রোজগার করে না, স্বামীর খেদমত, সন্তানের লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা, সংসারের দেখা-শুনা, আসবাবপত্র ও ধন-সম্পদের হেফাজতেই ব্যস্ত থাকে, এ জন্য স্বামীই স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহ পূর্বক যাকাত আদায় করে দেয়। নতুবা পরকালে স্ত্রী আযাব ভোগ করতে থাকবে আর স্বামী শুধু দেখতেই থাকবে। সে দৃশ্য অত্যন্ত ভয়াবহ। এজন্য একে অপরকে আযাব থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। যাতে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। (সূরা তাহরীম:আয়াত-৬)

৩.স্বামী যদি গরীব হয় তাহলে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব তার ওপর ফেলবে না। বরং নিজের যাকাত নিজে আদায় করবে। (যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা -৩৩৩)

রুপার নেসাবই যাকাতের মাপকাঠি

কারো নিকট যদি পূর্ণ কোনো নেসাবই না-থাকে। বরং কিছু স্বর্ণ, কিছু রুপা অথবা নগদ কিছু টাকা কিংবা ব্যবসার কিছু মাল থাকে তাহলে রুপার নেসাবের মূল্যে সেগুলো হিসাব করবে। যদি সবগুলো মিলিয়ে রুপার হিসাবে নেসাব পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে যাকাত ফরয হবে। নতুবা নয়, এর দু'টি কারণ-

১. যাকাত প্রদান করা হয় গরীবদের উপকারের দিকে লক্ষ করে। স্বর্ণের নেসাবের তুলনায় রুপার নেসাবে গরীবদের উপকার বেশি হয়। রুপার নেসাবে হিসাব করলে গরীবরা পরিমাণে যাকাত বেশি পায়। পক্ষান্তরে স্বর্ণের নেসাবে হিসাব করলে কম লোকের উপর যাকাত ফরয হয়। যাকাতের ক্ষেত্রে গরীবদের প্রতিই বেশি লক্ষ রাখা হয়েছে। যাতে অর্থনৈতিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ একটি স্বচ্ছল ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা যায়।

২. রুপার নেসাবে হিসাব করার মধ্যে সাবধানতা বেশি। যেহেতু নগদ টাকা ইত্যাদি দ্বারা রুপার নেসাব (আগেই) পূর্ণ হয়ে যায়। আর স্বর্ণের নেসাবে হিসাব করলে নেসাব পূর্ণ হয় না, এ জন্য সাবধানতার দাবী হলো, যে নেসাব দ্বারা হিসাব করলে নেসাব (আগেভাগে) পূর্ণ হয়ে যায়, সে নেসাবকেই মানদণ্ড হিসেবে ধার্য করা। (যাকাত বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা -৩০৬)

রমযান মাসে যাকাত আদায় করা

১. যে কোনো দিন এবং যে কোনো মাসে যাকাত আদায় করা জায়েয। যাকাত আদায়ের জন্য কোনো দিন বা কোনো মাস নির্ধারিত নেই। রমযান মাসে যাকাত দেওয়াতে আলাদা কোনো বিশেষত্ব নেই; বরং যখনই মালের যাকাতবর্ষ পূর্ণ হবে তখনই যাকাত আদায় করে দেওয়া উত্তম। মৃত্যুর কোনো ঠিক নেই। যে কোনো সময়ই চলে আসতে পারে। এমন যেন না-হয় যে, যাকাত আদায়ের পূর্বেই মৃত্যু এসে গেল আর কবর থেকে হাশরের ময়দান পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক আযাবে পড়ে থাকতে হলো।

২. যাকাত আদায় করা ফরয। রমযানুল মুবারকে এক ফরযের সওয়াব সত্তরগুণ বেশি পাওয়া যায়। সুতরাং রমযানুল মুবারকে যাকাত আদায় করলে সত্তরগুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে।(আত তারগীব ওয়াত তারহীব :খণ্ড ২, পৃষ্ঠা -২১৩)

৩. যদি রমযান মাসের এক তারিখ থেকে পরবর্তী রমযান মাসের এক তারিখ বছর পূর্ণ হয় তাহলে রমযান মাসে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে তো আর কোনো কথা নেই। বরং সত্তরগুণ বেশি সওয়াব তাতে রয়েছে।

৪. যদি কারো যাকাতবর্ষ রজবের এক তারিখ পূর্ণ হয় তাহলে সে রজবের এক তারিখেই যাকাত আদায়ের চেষ্টা করবে। অতঃপর আরো এক মাসের যাকাত আদায় করে দেবে। এরপর থেকে রমযান থেকে রমযান হিসাবে যাকাত বর্ষ গণনা করবে। (যাকাত বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা- ৩০২)

রমযান পর্যন্ত যাকাত বিলম্বিত করা

১. কারো যাকাতবর্ষ যদি রমযানের চার মাস পূর্বে পূর্ণ হয়ে যায় আর সে রমযান মাসে যাকাত আদায় করতে চায় তাহলে এর পদ্ধতি হলো, পূর্ণ এক বছরের যাকাত আদায় করার সঙ্গে-সঙ্গে আরো অতিরিক্ত চার মাসের যাকাতও হিসাব করে আদায় করবে। তখন আগত বছর রমযান থেকে রমযান পর্যন্ত হিসাব করা সঠিক হবে।

যদি অতিরিক্ত এই চার মাসের হিসাব করে যাকাত আদায় না-করে, আর রমযান থেকে রমযান হিসাব চালু রাখে তাহলে তা ভুল হবে এবং তার জিম্মায় যাকাত অনাদায়ী থেকে যাবে। মৃত্যুর পর তা আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

২. কখনো এরূপ হয় যে, রমযানের চার মাস পর যাকাতবর্ষ পূর্ণ হয়, কিন্তু ওই ব্যক্তি চার মাস পূর্বেই রমযান মাসে যাকাত আদায় করে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত মনে করে। এটা কোনো অবস্থাতেই দুরস্ত নয়। তবে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দুরস্ত আছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে দুরস্ত নেই।

দুরস্ত বা শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রটি হলো, রমযান মাসে যে পরিমাণ মালের যাকাত আদায় করেছে, যদি চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর বছর শেষে ওই পরিমাণ মালই থাকে, একেবারেই মাল বৃদ্ধি না পায় তাহলে যে পরিমাণ যাকাত আদায় করেছে তা সহীহ হবে।

আর রমযান মাসে যাকাত দেওয়ার পর চারমাস অতিক্রান্ত হয়ে বছরের শেষে নেসাবে যদি মাল বৃদ্ধি পায় তাহলে বর্ধিত মালের হিসাব করে তারও যাকাত আদায় করতে হবে। যেমন-

জনৈক ব্যক্তির বছর শেষ হয় যিলহজ্জ মাসে। লোকটি বছর পূর্ণ হওয়ার তিন মাস পূর্বে যাকাত আদায় করে ফেলে। রমযান মাসে তার নিকট এক লাখ টাকা ছিল। যার যাকাত আড়াই হাজার টাকা। সে তা আদায় করে দিয়েছে। অতঃপর তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর যিলহজ্জ মাসের শেষে তার নিকট দুই লাখ টাকা ছিল, এমতাবস্থায় আরো আড়াই হাজার টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। অর্থাৎ মোট পাঁচ হাজার টাকা যাকাত আদায় করতে হবে।

এ জন্য বছর পূর্ণ হওয়ার পর নেসাবের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। আর বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে রমযান মাসে যে পরিমাণ যাকাত আদায় করা হয়েছে, তা নোট করে রাখবে। অতঃপর বছর শেষে যদি মাল বা টাকা বৃদ্ধি পায় তাহলে অতিরিক্ত বর্ধিত মালের হিসাব করে তারও যাকাত আদায় করতে হবে।

যদি বছর রমযান মাসের আগে রজব মাসে পূর্ণ হয়ে যায় আর যাকাত রমযান মাসে দিতে চায় তাহলে এর দুইটি পদ্ধতি-

যদি রজব এবং রমযান মাসে মালের পরিমাণ বরাবরই থাকে তাহলে যাকাতের পরিমাণও একই হবে। যেমন- রজব মাসে এক লাখ টাকা ছিল, রমযান মাসেও সেই এক লাখই ছিল তাহলে আড়াই হাজার টাকা যাকাত দিতে হবে।

আর যদি রজব মাসে এক লাখ টাকা ছিল, রমযান মাসে দুই লাখ টাকা হয়ে গেল তাহলে এক লাখ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে দুই লাখের নয়।

আর যদি রজব মাসে দুই লাখ টাকা থাকে, রমযানে এক লাখ টাকা হয়ে যায়। তাহলে রমযানে এক লাখ টাকার যাকাত আদায় করলে দায়িত্বমুক্ত হতে পারবে না। বরং রজব মাসির হিসাবে দুই লাখ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে।(যাকাত বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা :৩০২-৩০৩)

যাকাতবর্ষ গণনার মূলনীতি

১. যে তারিখে কারো মালিকানায় নেসাব পরিমাণ মাল এসে যায়, ওই তারিখ হিসেবে চান্দ্রবর্ষ পূর্ণ হওয়ার পর তার মালিকানায় যে পরিমাণ মাল থাকবে, তাতে যাকাত ফরয হবে। মুহাররম মাস হোক বা অন্য কোনো মাস- এতে কোনো তফাত নেই। বছর পূর্ণ হয়ে গেলেই যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে।

২. চান্দ্র মাসের যে তারিখে নেসাবের মালিক হয়েছে, ওই তারিখই যাকাতের হিসাবের জন্য নির্ধারিত হবে। ওই তারিখের হিসাবেই বছর পূর্ণ হবে। ওই তারিখে সোনা-রুপা ব্যবসায়িক মাল এবং নগদ টাকা সহ যা কিছু থাকবে, বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন আগেও যদি আসে তাহলে সবগুলোর সমষ্টির উপর যাকাত ফরয হবে। যাকাতের হিসাব ওই তারিখেই হবে। যখন ইচ্ছা আদায় করবে। অবশ্য যত দ্রুত সম্ভব আদায় করে দেবে। তবে এমন যেন না হয়ে যায় যে, বিলম্ব করতে-করতে মৃত্যু এসে যায়। আর যাকাত অনাদায়ের দায়িত্ব নিজ জিম্মায় রয়ে যায়। এর জন্য কবরে কিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৩. বছরের মাঝে যদি নেসাব পরিমাণ মাল না-থাকে, কিন্তু বছর পূর্ণ হওয়ার নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নেসাব পূর্ণ হয়ে যায় তাহলেও যাকাত আদায় করতে হবে।

বছরের শুরুতে নেসাব পরিমাণ বা তার চেয়েও বেশি মাল ছিল, কিন্তু বছরের মাঝখানে একবারেই মাল ছিল না তাহলে পূর্বের নির্দিষ্ট তারিখ আর থাকবে না। অতঃপর পুনরায় যখন নেসাবের মালিক হবে তখন বছর গণনার জন্য ওই তারিখই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।

৫. যদি তারিখ পরিবর্তন করতে চায় আর তা এক বছরের বেশি হয়ে যায় তাহলে এক বছরের যাকাতের সঙ্গে অতিরিক্ত দিনগুলোরও যাকাত আদায় করে দেবে তাহলে তারিখ পরিবর্তন করা জায়েয হবে। যেমন: জনৈক ব্যক্তির বছর পূর্ণ হতো রজব মাসের এক তারিখ। আর সে রমযান মাসের এক তারিখ যাকাত আদায় করতে চায় তাহলে রজব পর্যন্ত এক বছরের যাকাত হিসাব করার পর, অতিরিক্ত আরো দুই মাসের যাকাত দেবে। অতঃপর রমযান মাসের এক তারিখ থেকে পরবর্তী রমযান মাসের এক তারিখ পর্যন্ত বছর গণনা করা সহীহ হবে।

৬. যাকাত ফরয হওয়ার জন্য যাকাতের নেসাবের উপর বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরুরী। জনৈক ব্যক্তি বছরের শুরুতে নেসাবের চেয়ে কম মালের মালিক ছিল। এই কম মাল নিয়েই সে ব্যবসা শুরু করল, ব্যবসায় এই পরিমাণ লাভ হলো যে, পরে তার ব্যবসায়িক মালের মূল্য নেসাব পরিমাণ পূর্ণ হয়ে গেল। এক্ষেত্রে যখন নেসাব পূর্ণ হলো তখন থেকে বছর শুরু হবে। সেদিন থেকে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত ফরয হবে।

৭. বছরের শুরুতে নেসাব পূর্ণ ছিল। অতঃপর বছরের মাঝে ওই টাকা দ্বারা ব্যবসা করে লাভবান হলো। লাভের টাকাও মজুদ আছে। এক্ষেত্রে মূল পুঁজির উপর যখন বছর পূর্ণ হবে এবং যাকাতের হিসাব করা হবে তখন লাভের টাকারও যাকাতের হিসাব করতে হবে। যদিও লাভের টাকার উপর বছর পূর্ণ হয়নি, আসল টাকার উপর বছর পূর্ণ হওয়ার কারণে লাভের টাকার উপরও বছর পূর্ণ হয়ে গেছে বলে ধর্তব্য হবে।(যাকাত বিশ্বকোষ)

যাকাত ফরয হওয়ার দলীল

যাকাত দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন- وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ তোমরা যাকাত আদায় করো।

যাকাতের ব্যাপারে একদু'টি হাদীস নয়, বহু হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস হলো এই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর। তন্মধ্যে একটি হলো যাকাত। "(বুখারী শরীফ)

এছাড়াও যাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন হওয়ার ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে।

কুরআনুল কারীমে ৩২ স্থানে নামাযের সঙ্গে যাকাতের বিধানের আলোচনা এসেছে।

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَইসলামের পাঁচ খুঁটির মধ্যে অন্যতম একটি হলো যাকাত। আল্লাহ তাআলা وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ - َ

"আর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করো। "সূরা বাকারা :আয়াত-৪৩

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

"তারা সেসব লোক, যাদের আমি রাষ্ট্রক্ষমতা প্রদান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত ব্যবস্থার প্রচলন ঘটাবে, (রাষ্ট্রের নাগরিকদের) সৎ কর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কর্ম থেকে ফেরাবে। আর (শুনে রাখো,) সব কাজেরই চূড়ান্ত পরিণতি একান্তভাবেই আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। "সূরা হজ্জ :আয়াত-৪১

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيتَاءِ الزَّلٰوةِ يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

"তারা হলো সেসব লোক, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বেচাকেনা যাদেরকে আল্লাহর স্মরণ, সালাত কায়েম এবং যাকাত প্রদান করতে বিরত রাখতে পারে না। তারা সেই দিনকে ভয় করে, যেদিন সমস্ত মানুষের অন্তর এবং চক্ষুসমূহ (পরিস্থিতির ভয়াবহতায়) ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে। "(সূরা নূর:আয়াত-৩৭)

যাকাতের উপকারিতা

১. বর্তমানে গোটা বিশ্বের ধনী ও দরিদ্রদের মাঝে এক ভয়ানক যুদ্ধ চলছে। সর্বত্রই অধিকার আদায়ের শ্লোগান। এর কারণ, আল্লাহ তাআলা বিত্তশালীদের উপর অসহায় দরিদ্র শ্রেণির জন্য যেসব অধিকার আরোপ করেছেন, সেগুলো থেকে তাদের উদাসীনতা ও বিমুখতা। যদি সারা দেশে বিত্তশালীদের সম্পদের বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হতো, বিত্তশালীরা কোনোরূপ চাপপ্রয়োগ ছাড়াই স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব পালন করত এবং এই টাকা ইনসাফের ভিত্তিতে বার্ষিক হিসেবে বণ্টন হতো তবে দেখা যেত, কিছুদিন পর ধনীদের বিরুদ্ধে গরীবদের কোনো অভিযোগই থাকত না। এই গরীব লোকেরাই ধনীদের ধন-সম্পদের রক্ষক হয়ে যেত এবং দারিদ্র্যের অবসান ঘটত। সঙ্গে-সঙ্গে ধনী-দরিদ্রের যুদ্ধেরও অবসান হতো এবং গোটা পৃথিবী স্বস্তি ও শান্তিময় এক বেহেশতে রূপান্তরিত হতো।

২. মানবজীবনে ধন-সম্পদ হচ্ছে দেহের রক্তসদৃশ। রক্ত সঞ্চালন সঠিক থাকলে শরীরও সঠিক থাকে। পক্ষাঘাত ও হার্ট এ্যাটাকের আশঙ্কা থাকে না। রক্ত সঞ্চালন হ্রাস পেলে জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। অনেক সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আকস্মিক মৃত্যু হয়ে যায় ঠিক তদ্রুপ সম্পদের আবর্তন যদি সমাজে ন্যায়ানুগভাবে না-হয়, সমাজজীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। পুরো সমাজজীবন ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যায়। শান্তি ও স্বস্তির নাম-নিশানা খতম হয়ে যায়। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী, হত্যা, লুটতরাজে চারদিক সয়লাব হয়ে যায়। দুনিয়া পরিণত হয় জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে। আর জাহান্নামে আরাম-আয়েশের তালাশে লাগা মানে তো শতভাগ মেহনত বরবাদ করে দেওয়া।

আল্লাহ তাআলা বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা। তিনি প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে অবগত। সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন এবং ন্যায়নিষ্ঠ আবর্তনের জন্য তিনি যাকাত-সদকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই যাকাত ও সদকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা না-হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন কল্পনাও করা যাবে না। সমাজও পতনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে না।

৩. গোটা সমাজকে একটি দেহের মতো কল্পনা করুন আর সমাজের সকল মানুষকে তার একটি অঙ্গ হিসেবে ধরে নিন। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, কোনো দুর্ঘটনা কিংবা আঘাতে দেহের কোনো অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যখন রক্ত জমাটবদ্ধ হয়ে যায়, তা ফোঁড়া বা নোংরা কোনো চর্মরোগের আকৃতিতে ফুলে পুঁজ হয়ে ফেটে বেরিয়ে আসে। তদ্রুপ সমাজের মানুষের মাঝে প্রয়োজনাতিরিক্ত রক্ত (অর্থ) জমা হয়ে গেলে এরও বিস্ফোরণ ঘটতে আরম্ভ করে। কখনো ভোগ বিলাসিতায় অপচয়ের মাধ্যমে, কখনো উকিলদের খপ্পরে পড়ে কোট কাচারিতে, কখনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আবার কখনো উঁচু-উঁচু প্রাসাদ-অট্টালিকা নির্মাণে সম্পদ বরবাদ হয়ে যায়।

সম্পদ পুঞ্জিভূত করার অভিশাপে সমাজের যে বিষফোঁড়া গজিয়ে উঠে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকাত ও সদকার মাধ্যমে সমাজের এ সব ফোঁড়া-পাঁচড়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন।

৪. স্বজাতির সঙ্গে সহমর্মিতা মানবতার সর্বোত্তম গুণ। নিজের সমজাতীয় মানুষদের অসহায়ত্ব, দারিদ্র্য, নিঃস্বতা, অভাব-অনটন, সংকীর্ণতা ও মর্মান্তিক অবস্থা দেখেও যার হৃদয় গলে না, সে মানুষ নয় বরং মানুষরূপী রক্তবাহী চতুষ্পদ জন্তু।

এসব ক্ষেত্রে শয়তান এর কু-প্রবৃত্তি মানুষকে মানুষের জন্য হিতাকাঙ্খী হতে এবং নিজ দায়িত্ববোধ আদায় করা থেকে ফিরিয়ে রাখে। এ কারণে খুব কম মানুষেরই এই হিম্মত হয়ে থাকে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অসহায় বান্দাদের জন্য ধনীদের উপর ধাকাতরূপে বিশেষ দায়িত্ব আরোপ করে দিয়েছেন, যেন আল্লাহ পাকের আরোপিত দায়িত্বের বিপরীতে কোনো মূর্খ বন্ধুর পরামর্শকে আমলে না-নেয়।

৫.সম্পদ যেমনিভাবে মানব জীবনের ভিত্তি। তদ্রুপ মানব চরিত্র গঠন এবং তা ধ্বংস করার ক্ষেত্রেও সম্পদের গভীর সম্পর্ক ও প্রভাব রয়েছে। কখনো-কখনো সম্পদ না-থাকার কারণে মানুষ অনেক অমানবিক কাজ করে বসে। সমাজের অন্যায়-অবিচার দেখে সামাজিক নিরাপত্তায় আক্রমণ করে। কখনো চুরি, ডাকাতি, মদ, জুয়ার মতো মারাত্মক ঘৃণিত কাজও করে। কখনো বা দারিদ্র্যের কষাঘাতে পিষ্ট হয়ে নিজের জীবনকে বিদায় জানিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। আবার কখনো পেটের দোযখ পূর্ণ করার জন্য নিজের মান-ইজ্জত (সতীত্ব) পর্যন্ত বিকিয়ে দেয়। কখনো দরিদ্রতা থেকে মুক্তির জন্য নিজের দীন-ঈমান পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। কখনো অমুসলিমদের মাধ্যম হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন সব কর্ম করে বসে, যা একজন কাফেরও করতে সাহস পায় না।

দরিদ্রতা থেকেই সমাজে এসব অসামাজিক ও অমানবিক কার্যকলাপের জন্ম হয়। কখনো তা বহু পরিবার ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ তাআলা যাকাত-সদকার মাধ্যমে এসব খারাপ কার্যকলাপের দরজা বন্ধকরে দিয়েছেন।

৬. ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণেও চারিত্রিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়। ধনীর দুলালরা যাচ্ছেতাই করে চলে এবং তাদের এমনসব অনৈতিক কার্যকলাপ প্রকাশ পায়, যা তা বর্ণনা করার অবকাশ রাখে না। আল্লাহ তাআলা সদকা-যাকাতের নেজাম চালু করে ধন-সম্পদের মাধ্যমে সৃষ্ট চারিত্রিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের চিকিৎসা করেছেন। যাতে ধনীরা দরিদ্রদের অভাব ও প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারে এবং অসহায়দের অবস্থা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

৭. যাকাত ও সদকা দ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। মানুষের উপর যে বিপদ-আপদ আসে যাকাতের মাধ্যমে তা দূর হয়ে যায়। এতে মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকে।

৮. যাকাত-সদকা প্রদানে ধন-সম্পদ ও জীবনে বরকত হয়। যাকাত-সদকা প্রদানে কৃপণতা করলে আসমানী বরকতসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে জাতি যাকাত বন্ধ করে দেয়, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি চাপিয়ে দেন। আসমান থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। (কিতাবুল কাবায়ের)

যাকাত: দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার

১. ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনে যে সমাধান পেশ করেছে এবং দরিদ্র ও অসহায় জনগণের দায়িত্বভার গ্রহণের যে যুগান্তকারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, অপরাপর আসমানী মতাদর্শ কিংবা মানবরচিত প্রচলিত বিধি-বিধানগুলোতে যার কোনো দৃষ্টান্তই নেই।

২. মক্কী যুগের সূচনালগ্নেই আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পদের মধ্যে দরিদ্র ও অসহায়দের নিশ্চিত অধিকার রয়েছে।

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"আর তাদের (ঈমানদারদের) সম্পদে রয়েছে সাহায্যপ্রার্থী ও সম্পদবঞ্চিতদের জন্যে নিশ্চিত অধিকার। "(সূরা জারিয়াত, আয়াত-১৯)

وَ الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"আর যাদের সম্পদে রয়েছে নিশ্চিত অধিকার, সাহায্যপ্রার্থী ও সম্পদবঞ্চিতদের জন্যে। "(সূরা মা'আরিজ,আয়াত-২৪)

প্রত্যেক বিত্তবান মুসলমানের উপর আবশ্যক হলো সেই হক আদায় করা।

৩. ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনে অধিক মানোযোগ ও গুরুত্ব দিয়েছে। কুরআনে কারীম এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক নিদের্শনা প্রদান করেছে। কখনো এ বিষয়টিকে কুরআনে কারীম طَعَامُ مِسْكِيْنٍ তথা "দরিদ্রদের খানা খাওয়ানো" আবার কখনো আল্লাহ তাআলার দেওয়া

রিযিক থেকে দান করার উপদেশ দিয়েছে। কখনো ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার আদায়ের গুরুত্বারোপ করেছে। কখনো যাকাত আদায়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে।

যাকাত দিয়ে খোঁটা দেওয়া

কিছু লোক এমন আছে যে, যাকাত দেওয়ার পর খোঁটা দেয়। আমি আপনাকে যাকাতের এত টাকা দিয়েছি। আর আপনি আমার অমুক কাজটি করে দিতে পারেননি। এভাবে অনুগ্রহ প্রকাশ করা বা খোঁটা দেওয়া ঠিক নয়। এমতাবস্থায় যাকাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না এবং প্রতিদান থেকেও বঞ্চিত থাকতে হবে।

নফল সদকার ফযিলত

নফল সদকার ফযিলত সম্পর্কে হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

খেজুর হলেও দান কর, কেননা তা ক্ষুধার্তের তৃষ্ণা মেটায় এবং পাপকে নিভিয়ে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সদকা করো, যদিও তা একটি খেজুর দিয়ে হয়।

কেননা, এটা ক্ষুধার্তের কিছু না কিছু কষ্ট লাঘব করে এবং গুনাহকে এমনভাবে নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। (কিতাবুয যুহদ ইবনুল মুবারক: ৬৫১)

তিনি আরও বলেন,

নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন, যদিও তা অর্ধেক তারিখ দিয়ে হয়, তবে যদি আপনি এটি না পান তবে একটি সদয় কথা দিয়ে।

এক টুকরো খেজুর দান করে হলেও জাহান্নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করো। যদি তা না পাও, তবে ভালো কথা বলে নিজেকে রক্ষা করো। (সহিহ বুখারী: ১৪১৩; সহিহ মুসলিম : ১০১৬
الله إلا طيبًا إلا كانَ اللهُ يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيْهَا لَه كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَصِيلَهُ أَوْ

فَلُوهُ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ مِثْلَ أُحُدٍ.

যে মুসলমান তার হালাল উপার্জন থেকে সদকা করে- আর আল্লাহ পাক পবিত্রই গ্রহণ করেন- আল্লাহ তাআলা এই সদকা ডান হাতে গ্রহণ করেন, এরপর তা লালনপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ উটের বাচ্চা লালনপালন করে। অবশেষে খেজুর বাড়তে বাড়তে ওহুদ পাহাড়ের সমান হয়ে যায়। (সহিহ বুখারী: ১৩৪৪, সহিহ মুসলিম : ১০১৪)

রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবুদ দারদা (রা)-কে বলেন,

إذا طَبَخْتَ مَرَقَةٌ فَأَكثِرُ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرُ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِبْهُمْ

مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ.

তমি যখন তরকারি রান্না করো তখন তাতে বেশি পরিমাণে পানি দাও। এরপর তা থেকে প্রতিবেশীদের দান করো। (সহিহ মুসলিম: ২৬২৫)

তিনি আরও বলেন,

مَا أَحْسَنَ عَبْدُ الصَّدَقَةَ إِلَّا أَحْسَنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخِلَافَةَ عَلَى تَرَكَتِهِ.

যে ব্যক্তি ভালো জিনিস সদকা করে, আল্লাহ তার সম্পদে অনেক বরকত

দেন। (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ৬৪৬)

এক হাদিসে বর্ণিত আছে,

كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

হাশরের মাঠে মানুষের মধ্যে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি তার সদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে। (সহিহ ইবনে হিব্বান : ৩৩১০; হিলয়াতুল আউলিয়া: ৮: ১৮১)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

الصَّدَقَةُ تَسُدُّ سَبْعِينَ بَابًا مِّنَ الشَّرِ.ِ

সদকা অনিষ্টের ৭০টি দরজা বন্ধ করে দেয়। (আল-মুজামুল কাবীর, তাবারানি: ৪: ২৭৪)

আরও বর্ণিত আছে,

صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ عَزَّ وَجَل.َّ

গোপন সদকা আল্লাহ তাআলার রাগ উপশম করে। (আল-মুজামুল কাবীর, তাবারানি: ৮:২৬১)

এক হাদিসে ঘোষণা হয়েছে,

مَا الَّذِي أَعْطَى مِنْ سَعَةٍ بِأَفْضَلَ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُقْبِلُ مِنْ حَاجَة.ٍ

যে লোক সচ্ছলতার কারণে দান করে, সে সওয়াবের দিক থেকে সেই লোকের চেয়ে ভালো নয়, যে অভাবের কারণে তা গ্রহণ করে। (আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি: ৮২৩১)

এর উদ্দেশ্য সম্ভবত এই- যে লোক সদকা কবুল করে নিজের অভাব দূর করে, যাতে ধর্মের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে, সে ওই দাতার সমান, যে তার দানখয়রাত দ্বারা ধর্মের উন্নতির নিয়ত করে।

কেউ রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করল, কোন সদকা উত্তম? তিনি বললেন, এমন সময়ে সদকা করা উত্তম, যখন মানুষ সুস্থ থাকে, মাল আটকে রাখতে চায়, অনেকদিন বেঁচে থাকার আশা রাখে এবং উপবাসকে খুব ভয় করে। সদকা দিতে এতদূর দেরি করবে না যে, মরণাপন্ন অবস্থায় বলতে থাকবে, এই পরিমাণ অমুককে এবং এই পরিমাণ অমুককে দেবে, অথচ তখন তোমার মাল অন্যের অর্থাৎ, ওয়ারিশদের হয়ে গেছে। (সহিহ বুখারী : ১৪১৯; সহিহ মুসলিম: ১০৩২)

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ : تَصَدَّقُوْا، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ عِنْدِي دِينَارًا، فَقَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِهِ. فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي أَخَرَ، قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ، قَالَ : إِنَّ عِنْدِي أَخَرَ، قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ : إِنَّ عِنْدِي أَخَرَ ، قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ : إِنَّ عِنْدِي أَخَرَ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتَ أَبْصَرُ بِهِ.

একদিন রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা সদকা করো। এক ব্যক্তি নিবেদন করল, আমার কাছে একটি দীনার আছে। তিনি বললেন তোমার নিজের জন্য খরচ করো। লোকটি বলল, আমার নিকট আরও একটি দিনার আছে। তিনি বললেন, এটি তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ করো। লোকটি বলল, আমার কাছে আরও একটি দিনার আছে, তিনি বললেন, এটি সন্তানদের জন্য খরচ করো। লোকটি আরজ করল, আমার নিকট আরেকটি দিনার আছে, তিনি বললেন এটি তোমার খাদেমের জন্য খরচ করো। লোকটি বলল, আমার কাছে আর একটি দিনার আছে। তিনি বললেন, এটা তুমি যেখানে ভালো মনে করো, খরচ করো। (সুনানে আবু দাউদ ১৬৯১)

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেন,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ.

মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য সদকা বৈধ নয়। কারণ, সদকা মানুষের সম্পদের আবর্জনা। (সহিহ মুসলিম: ১০৭২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, رُدُّوا مَذَمَّةَ السَّائِلِ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الطَّائِرِ مِنَ الطَّعَامِ.

তোমরা তোমাদের খাবারের পাখির মাথা জাতীয় কিছুর বিনিময়ে হলেও ভিক্ষুকের তিরস্কার থেকে বাঁচো। (উকাইলী, জুআফা : ১: ১২১)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, لَوْ صَدَقَ السَّائِلُ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّه.

ভিক্ষুক যদি সত্য বলে থাকে তাহলে যে তাকে ফিরিয়ে দেয় সে কৃতকার্য হতে পারে না।' (আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি: ৮: ২৪৬)

হযরত ঈসা (আ) বলেন, যে লোক ভিক্ষুককে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেয়, ফেরেশতারা তার ঘরের ওপর সাতদিন পর্যন্ত ছায়া দান করেন না।

দুটি কাজ রাসূলুল্লাহ (স) অন্যের হাতে অর্পণ করতেন না; নিজে করতেন।

এক. অযুর পানি নিজে রাখতেন ও তা ঢেকে রাখতেন এবং দুই. মিসকিনকে নিজের হাতে দান করতেন। (ইবনে মাজাহ : ৩৬২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تُرَدُّهُ الثَّمَرَةُ وَالثَّمَرَتَانِ وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ.

সে লোক মিসকিন নয়, যাকে এক খেজুর অথবা দুই খেজুর এবং এক লোকমা অথবা দুই লোকমা দিয়ে বিদায় করা হয়; বরং সে-ই মিসকিন যে হাত পাতা থেকে বিরত থাকে। তুমি এ আয়াত পড়ে দেখ-

لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ الْحَافًا তারা মানুষের নিকট স্বেচ্ছায় সাওয়াল করে না। (সূরা বাকারা: ২৭৩; সহিহ বুখারী: ৪৫৩৯, সহিহ মুসলিম: ১০৩৯)

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكْسُوْ مُسْلِمًا إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ اللَّهِ مَا دَامَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ رُقْعَةٌ.

যে মুসলমান অন্য কোনো মুসলমানকে কাপড় পরিধান করায়, সে মিসকিনের গায়ে ওই কাপড়ের তালি থাকা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার হিফাযতে থাকে। (জামে তিরমিযি: ২৪৮৪)

কোনটি গ্রহণ উত্তম, সদকা না যাকাত

ইবরাহীম খাওয়াস, জুনায়দ বাগদাদী প্রমুখ বুযুর্গের অভিমত হচ্ছে, যাকাতের তুলনায় সদকার অর্থ গ্রহণ করা উৎকৃষ্ট। কেননা, যাকাতের অর্থ নিলে মিসকিনদের স্বার্থ নষ্ট করা হয়।

এতদ্ব্যতীত যাকাতের হকদার হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত উল্লিখিত আছে, কখনো কখনো সেগুলো নিজের মধ্যে থাকে না। সদকার মধ্যে এ ব্যাপারে সুযোগ বেশি।

কেউ কেউ বলেন, যাকাত গ্রহণ করা উচিত- সদকা নয়। কেননা, যাকাত গ্রহণ করলে মানুষকে ফরয আদায়ে সহযোগিতা করা হয়। সকল মিসকিন যাকাত নেওয়া বর্জন করলে সকল মানুষ গুনাহগার হবে। এছাড়া যাকাত কারও অনুগ্রহ নয়। এটা মালদারের দায়িত্বে স্বয়ং আল্লাহর দেওয়া ওয়াজিব হক। এর মাধ্যমে অভাবী বান্দাদের রুজি হাসিল হয়।

যাকাত অভাবের কারণে গ্রহণ করা হয়। অভাব প্রত্যেক লোকের নিশ্চিতরূপে জানা থাকে। কিন্তু সদকা গ্রহণ করা দীনদারির কারণে হয় কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাতা তাকেই সদকা দেয়, যার দীনদারি সম্পর্কে তার বিশ্বাস থাকে। এক্ষেত্রে সত্য হচ্ছে, এ বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তির বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ হয়। যে ধরনের অবস্থা প্রাধান্য পায় এবং যেরূপ নিয়ত করা হয়, সেই ধরনের বিধান হয়ে থাকে।

সুতরাং যদি কোনো লোক সংশয় করে, তার মধ্যে যাকাতের হকদার হওয়ার শর্ত আছে কি না, তাহলে তার যাকাত গ্রহণ না করা কর্তব্য। আর যদি নিজেকে হকদার বলে নিশ্চিতরূপে জানে, তবে যাকাত গ্রহণ করতে পারে।

যেমন, এক ব্যক্তির দায়িত্বে ঋণ আছে, যা সে উত্তম পথে খরচ করেছে।

এখন ঋণ শোধ করার কোনো উপায় নেই। এরূপ লোক নিশ্চিতরূপেই যাকাতের অধিকারী। তাকে সদকা ও যাকাতের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হলে সে চিন্তা করবে- যদি আমি এই সদকা গ্রহণ না করি, তাহলে মালিক সদকা করবে না। এ অবস্থায় সে সদকাই গ্রহণ করবে। আর যদি যাকাত নিলে মিসকিনদের কোনো ক্ষতি না হয়, তাহলে সদকা ও যাকাত প্রত্যেকটি গ্রহণ করবে। এতদসত্ত্বেও নফসকে হেয় করার জন্য সম্ভবত যাকাত গ্রহণের প্রভাব অনেক বেশি। আল্লাহই ভালো জানেন। (ইহয়াউ উলুমুদ্দিন তৃতীয় খন্ড)

সদাকাতুল ফিতরের পরিচিতি

সদকায়ে ফিতরের সংজ্ঞা: আভিধানিক অর্থ, 'সাদাকাহ' মানে দান এবং 'আল-ফিতর' মানে রোজা ভেঙে পানাহারের বৈধতা। অর্থাৎ পানাহারের বৈধতার সুযোগ প্রাপ্তিতে কিছু দান করা এবং 'ঈদুল ফিতর' মানে পানাহারের বৈধতা দানের আনন্দে খুশি।(কিতাবুল ফিকহ, দ্বিতীয় খন্ড -iom)

পারিভাষিক সংজ্ঞা: ফকীহগন বলেন, ঈদুল ফিতরের দিন ভোরে যে সদকা ওয়াজিব হয় তাকে সদকায়ে ফিতর বলে। কারো কারো মতে সদাকাতুল ফিতর মানে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের উপর ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদেকের সময় থেকে যে 'দান' ওয়াজিব হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদেকের সময় যার নিকট যাকাত ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে শুধু তার উপরই সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব।

ফিতরা নির্ধারণের রহস্য

যাকাতের মতো সদকাতুল ফিতরও একটি আর্থিক ইবাদত। পবিত্র মাহে রমজানে সিয়াম পালন করতে গিয়ে সাধারণত আমাদের অনেক ভুলত্রুটি হয়ে যায়। সেই ত্রুটিবিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ হিসেবে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি ইবাদতের নাম সদকাতুল ফিতর। এটি পরম করুণাময় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পবিত্র উপহারও বটে। মূলত মাহে রমজানের রোজা পালনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার বান্দার প্রতি যে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন, তার শোকর হিসেবে এবং রোজা পালনের ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ বিবেচনায় সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব করা হয়েছে।

সদকাতুল ফিতরের উদ্দেশ্য শুধু 'গরিবদের ঈদের খুশিতে শরিক করা' বলে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে, তা যথার্থ নয়। কেননা হাদিস শরিফে সদকাতুল ফিতরকে কাফফারাতুন লিসসাওম, অর্থাৎ রোজা অবস্থায় অবচেতনভাবে যে ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে যায়, তার কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফিতরা মূলত রোজার যাকাত। যাকাত যেমন মালকে পবিত্র করে, ঠিক তেমনি ফিতরাও রোজাকে পবিত্র করে। ওয়াকি ইবনুল জাররাহরা বলেন, সিজদায়ে সাহু যেমন নামাজের ক্ষতিপূরণ, তেমনি সদকাতুল ফিতর রোজার ক্ষতিপূরণ।(কিতাবুল ফিকহ, দ্বিতীয় খন্ড-iom)

সদকাতুল ফিতরের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাসআলা

১. যদি কেউ ঈদের আগেই ফিতরা প্রদান করে, তা জায়েজ, এমনকি উত্তমও ঘটে।

২. একজনের ফিতরা একজনকে বা কয়েক জনকে এবং কয়েক জনের ফিতরা একজনকেও দেওয়া জায়েজ।

৩. রোজা ও ফিতরা দুটি পৃথক ইবাদত, তাই যদি কোনো কারণে রোজা না রাখলেও ফিতরা দিতে হয়।

৪. ঈদের নামাজের আগে আদায় করতে না পারলে ফিতরা মাফ হবে না। পরে তা আদায় করা ওয়াজিব তবে ঈদের ২-৩ দিন পূর্বে আদায় করা উত্তম, যাতে গরিব ফিতরার টাকা দিয়ে কেনাকাটা করে ঈদের আনন্দে শরিক হতে পারে।

৫. নিজ পরিবারভুক্ত নয় এমন লোকের পক্ষ থেকে তার অনুমতি ছাড়া ফিতরা দিলে আদায় হবে না।

৬. স্ত্রী লোক যদি সচ্ছল হয় তাহলে শুধু তার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। তার নিজের ব্যতীত স্বামী, সন্তান বা মা-বাবার পক্ষ থেকে দেওয়া তার ওয়াজিব নয়।

৭. সদকায়ে ফিতর আদায় করার পর ঈদের দিন যদি মূল্যমান বেড়ে যায় তাহলে ঐ অতিরিক্ত মূল্যও আদায় করতে হবে।

৫. বিবাহিতা ছোট মেয়ে নিজে সম্পদশালী হলে সদকায়ে ফিতর তার সম্পদ থেকে আদায় করবে। আর যদি সম্পদশালী না হয় তাহলে ছেলে পক্ষ উঠিয়ে না নিলে নিজ পিতার ওপর ওয়াজিব হবে। আর উঠিয়ে নিলে কারও ওপর ওয়াজিব হবে না।

৬. কেউ ফিতরা আদায় না করে মৃত্যুবরণ করলে তার পক্ষ থেকে তার উত্তরাধিকারী ফিতরা দিলেও আদায় হয়ে যাবে।

৭. বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশ প্রবাসি কোন ব্যক্তি যদি বাংলাদেশে সদকাতুল ফিতর আদায় করতে চান তাহলে যে দেশে অবস্থান করছেন সেখানকার মূল্য হিসাবে তিনি ফিতরা আদায় করবেন। এটাই অতি বিশুদ্ধমত। তবে হ্যা বাংলাদেশের মূল্য ধরে দিলেও দেয়া যাবে তা বৈধ আছে। প্রবাসীদের জন্য উত্তম হলো যে দেশের মূল্য হিসাব করা হলে সদকা গ্রহণকারী গরীব মিসকিন প্রমুখদের উপকার বেশি হবে সেখানকার মূল্য বিবেচনা করা।

বর্তমানে লন্ডন আমেরিকা সৌদি আরব ইত্যাদি উন্নত দেশেগুলোতে অবস্থানরত প্রবাসীগণ স্বীয় বাংলাদেশে ফিতরা আদায় করতে চাইলে আপনি যে দেশে আছেন সেখানকার মূল্য ধরে টাকা পাঠিয়ে দিবেন। এতে পৌনে দুই সের আটা বা গম ইত্যাদির মূল্য বেশি পরিমাণে আসবে। যা সদকা গ্রহণকারীদের জন্য উপকারী। অনুরূপ নিয়মে দেশে অবস্থানরত না-বালিগ সন্তানের পক্ষ থেকেও তাদের ফিতরা প্রবাসী পিতাকে আদায় করতে হবে।

৮. চাউল দ্বারা সদকায়ে ফিতর: যদি কেউ কৃষিজাত ফসল যেমন ধান-চাউল ইত্যাদি দ্বারা সদকাতুল ফিতর আদায় করতে চায় তাহলে এতে ওজন গ্রহনযোগ্য নয়; বরং এক্ষেত্রে মূল্য বিবেচ্য হবে। অর্থাৎ এক সা খেজুর বা আধা সা গমের বাজার দর যা আসে সে মূল্যের ধান-চাউল আদায় করতে হবে।
(কিতাবুল ফিকহ দ্বিতীয় খন্ড-iom)

উপসংহার :

আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর তাদের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামকে একমাত্র দিন হিসেবে মনোনীত করেছেন। উদ্দেশ্য হল মানুষ ইসলামের যাবতীয় বিধান পালনের মাধ্যমে আল্লাহ নৈকট্য হাসিল করবে। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের ওপর দন্ডায়মান; যার অন্যতম স্তম্ভ হল যাকাত। শ্রেষ্ঠ ইবাদত সালাতের পরেই যাকাতের স্থান। কুরআনুল কারিমের অধিকাংশ জায়গায় আল্লাহ তাআলা সালাতের পরেই যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব যাকাতের বিধান ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, যা আদায় করা সামর্থ্যবান সকলের ওপর অপরিহার্য।

যাকাতের আভিধানিক অর্থ হলো বৃদ্ধি পাওয়া এবং পবিত্র হওয়া। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী রহ. বলেন, যাকাত ওই অন্তর্নিহিত বর্ধনকে বলে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত হিসেবে হয়ে থাকে। আর পরিভাষায় যাকাত বলা হয় মালের ওই অংশকে, যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্য মানুষের উপর ফরয করা হয়েছে। অর্থাৎ নিজের সম্পদের মধ্য হতে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ অংশ কোনো মুসলমান গরীব ও মিসকীনকে (সৈয়দ বংশের লোক ব্যতীত) একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনিময় বিহীন কাউকে মালিক বানিয়ে দেওয়া। (যাকাত বিশ্বকোষ)

যাকাত আদায় না করলে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

আবার যাকাত আদায়কারীর জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে পুরস্কার এর কথা বলেছেন।যাকাত আদায় করলে ইহকাল এবং পরকাল উভয় জায়গায় শান্তি পাওয়া যায়। অতএব আমরা যাকাত সম্পর্কে ভালোভাবে জানা এবং যাকাত আদায় করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নেশাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কে যথাযথভাবে যাকাত করার তাওফিক দান করুন। আমিন